

ষোড়শ বর্ষ
.....

[ফাল্গুন, ১৩৩৫]

একাদশ উপস্থাপনা
.....

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার

১৩৪ নং উপস্থাপনা

পেত্নী দহের হীরা

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

‘রহস্য-লহরী’ বৈদ্যুতিক মেসিন-প্রেসে

শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

‘রহস্য-লহরী’ কার্যালয়—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ টাকা,—মূল্য সাধারণ, বার আনা মাত্র।

পেত্নী দহের হীরা

প্রথম তরঙ্গ

সঙ্কটসঙ্কুল তরঙ্গিণী

প্রস্রোতা আরাসঙ্গো নদীর উভয় তীরে নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। আফ্রিকার কঙ্গো দেশের যে অংশে এই নদী প্রশস্তকারী, সেই অংশ দিয়া ছইখানি ডোঙ্গা উজানে বহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড উত্তাপে ডোঙ্গার আবোহীগণ গলদ্বন্দ্ব্য। সমগ্র প্রকৃতি স্থির; নদীতীরবর্তী বৃক্ষগুলির একটি পত্রও ব্যস্তিত হইতেছিল না। একপ ভয়ঙ্কর গুমট ইউবোপীয়গণের অসহ; কিন্তু উপায় কি ?

আমরা যে ছইখানি ডোঙ্গার কথা বলিলাম, তাহাদের একখানি অশ্রুখানির অনুসরণ করিতেছিল। ডোঙ্গা ছইখানির মনুষ্য আরোহী পাঁচ জন, আর একটি কুকুর। কুকুরটি আমাদের পরিচিত ‘টাইগার’—লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের নিত্যসহচর অসমসাহসী প্রভুভক্ত ‘ব্লড্‌হাউণ্ড’। যে ডোঙ্গা অগ্রে যাইতেছিল, তাহার আরোহী লর্ড ব্লেনমোর, এবং ইহুদী রত্নবণিক মার্ক রোসেনের কন্যা বেটী রোসেন। ডোঙ্গাখানি যে চালাইতেছিল সে আফ্রিকার কোন আরণ্য জাতির সর্দার—মতোঙ্গা। সে লর্ড ব্লেনমোরের বিশ্বস্ত বন্ধু। লর্ড ব্লেনমোর তাহারই সদাশয়তার ও সাহসে নির্ভর করিয়া এই বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম প্রদেশে প্রবেশ করিতে কুন্তিত হন নাই। যে ডোঙ্গাখানি তাহার ডোঙ্গার অনুসরণ করিতেছিল, তাহার আরোহী মিঃ ব্লেক, স্মিথ, ও টাইগার। টাইগার ডোঙ্গার পশ্চাতে বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। এই প্রকার নৌ-বিহার টাইগারের

অপ্রীতিকর হয় নাই, তাহা তাহার ভাবভাঙ্গ দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল ; কিন্তু স্বাধীনতার অভাবে টাইগার ক্ষুধ হইয়াছিল, কারণ সেই দুর্দান্ত কুস্তিরপূর্ণ নদীতে নামিয়া সন্তরণ-সুখ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এমন এক, নদী-তীরে তাহার নামিবারও অধিকার ছিল না। নদীতীরের অরণ্যে সিংহাদ স্থাপদ জন্ত ও বিশাল-কায় সর্পের অভাব ছিল না ; তাহারা কোন উপায়ে টাইগারকে ধরিতে পারিলে অনায়াসে ভাত গিলিতে পারিত।

টাইগারের মঞ্জারা যে প্রহস্তের আভাস পাইয়া ঢঞ্চল হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে টাইগারের কোন ধারণা ছিল না। আরাসঙ্গো নদী কঙ্গোর দুর্গম প্রদেশ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল ; এই নদী সভ্য ইউরোপীয় গণের অপরিচিত হইলেও ইহা ক্ষুদ্র নদী নহে। ইহার সকল স্থান তেমন গভীর না হইলেও স্থানে স্থানে যে সকল দহ আছে, তাহাদের গভীরতা অত্যন্ত অধিক ; স্থানীয় আরণ্য অধিবাসীগণ সেই সকল দহ অতলস্পর্শ বলিয়াই মনে করে। আফ্রিকার যে অংশে খেতঙ্গ জাতির বসবাস, সেই সকল স্থান বহুদূরে অবস্থিত। নদীর এই অংশে আফ্রিকার কোন ইউরোপীয় প্রবাসীকে প্রায় কখন দোখতে পাওয়া যায় না। জাম্বালা নামক দুর্দান্ত আরণ্য জাতি এই নদীর উভয় তীরের অধিবাসী ; এইজন্য এই প্রদেশ জাম্বালা প্রদেশ নামে অভিহিত।

আরাসঙ্গো নদী প্রাকৃতিক গোরবে অতুলনীয়। ইহার উভয় তীরে বনলক্ষ্মী যে বিপুল সম্পদ মস্তাসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর সকল দেশেই দুর্লভ। কিন্তু আরাসঙ্গো নদী আতঙ্কেরও আকর ; প্রাণ হাতে করিয়া এই নদীতে নৌচালন করিতে হয়।

নদীবক্ষ যেখানে সুপ্রশস্ত, সেই স্থানে মধ্যাহ্ন-স্বর্ঘ্যের আলোক প্রতিবিম্বিত হইলেও, ইহার সন্নিগত অংশ ঘন বনচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত থাকায় স্বর্ঘ্যালোক সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না ; মনে হয় যেন কোন গহন কানন-কুঞ্জের ভিতর দিয়া তরঙ্গগণী প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থানে বৃক্ষ-পত্রের ব্যবধান-পথে মধ্যাহ্নের দীপ্ত স্বর্ঘ্যালোক প্রতিকলিত হইয়া ঝিক্-মিক্ করিতেছিল, কোন স্থানে বৃক্ষচ্ছায়ার অভাবে মধ্যাহ্ন-মার্গভেদর-অবাধ আলোক অগ্নান গোরবে প্রতিবিম্বিত

হইতেছিল; কিন্তু নদীতীরের দুর্গম অরণ্যে সূর্যালোক প্রবেশের উপায় নাই।
যত্নে সেখানে নানা স্মৃতিতে নিরন্তর বিরাজিত।

ডোঙ্গা ছয়ের আরোহীরা উজানে যতই অগ্রসর হইয়া উঠিল; রহস্যের
অন্ধকার যেন ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কিন্তু নদীজল দর্পণের জায় স্বচ্ছ।
কোন কোন স্থানে স্রোতের বেগ অল্প; সেখানে দাঁড় টানিতে তেমন কষ্ট হইল না।
ডোঙ্গার আরোহীগণ ক্রমশঃ একপ সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন যে, দুই তীরের
বৃক্ষশাখাগুলি তাঁহাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; তাহাদিগকে মাথা হেঁট
করিয়া দাঁড় টানিতে হইল। সেই সকল স্থানে বৃক্ষমূল প্রাবিত করিয়া নদীস্রোত
বহিয়া যাইতেছিল। স্থানে স্থানে অসংখ্য লতা কুণ্ডলীকৃত হইয়া নদী-স্রোতে
ভাসিতেছিল; ডোঙ্গার দাঁড় ভাসমান লতায় বাধিয়া যাইতেছিল। অদূরে প্রকাণ্ড
ঘুণি, সেখানে জল চক্রাকারে ঘুরিতেছিল। ডোঙ্গা সেই ঘুণির ভিতর পড়িলে
কয়েক বার পাক খাইয়া ডুবিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা তীর ঘেঁসিয়া
ডোঙ্গা চালাইতে লাগিলেন। নদীতীরে শত শত কুস্তীর; তাহারা বৃক্ষচ্ছায়ায়
শয়ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে করিতে লুন্ধ নেত্রে ডোঙ্গার দিকে
চাহিতেছিল, কাহারও কাহারও লাসুল আন্দোলিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে
জলচর সর্পগুলি জলে সাঁতার দিতে দিতে ডোঙ্গার কাছে আসিয়া এক এক বার
মাথা তুলিতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ জলের ভিতর অদৃশ্য হইতেছিল। স্থানে
স্থানে পতঙ্গের বাঁক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া গুণ-গুণ শব্দ করিতেছিল।

এই ভাবে বহুদূর চলিয়া ডোঙ্গা হুঁখানি নদীর একটি বাঁক অতিক্রম করিল।
ইঠাৎ প্রথম ডোঙ্গার কর্ণধার মতোঙ্গার বর্গ হঠাৎ অস্ফুট হুকার নিঃসারিত হইল।
তাহা শুনিয়া লর্ড ব্লেনমোর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার
পর মুহূর্ত্তে বলিলেন, “কোন বিপদের আশঙ্কা বুঝিতেছি কি দোস্ত!”

মতোঙ্গা বলিল, “রকম বড় ভাল বোধ হইতেছে না কর্ত্তী! জাঙ্গালা কুকুর-
গুলি যে কোথায় নাই তাহা বলা কঠিন।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “তুমি কি তাহাদের গলার অংগুষ্ঠ শুনিতে
পাইয়াছ?”

মতোঙ্গা বলিল, “তাহাদের গলার আওয়াজ শুনা ত সামান্য কথা, আমি তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি কর্তী! আপনি কি একটু আগে ডাকার যোগাযোগ নড়িতে দেখেন নাই?”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “তাঁহা দেখিয়া কি বুঝিব যে জামালারাই দল বাঁধিয়া ওখানে আনাগোনা করিতেছে? জঙ্গলে বুনো জানোয়ারেরও ত অভাব নাই; হয় ত কোন জানোয়ারের দলই ঝোপের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।”

মতোঙ্গা বলিল, “ও কথা বলিয়া আপনি আপনার মনকে বুঝা প্রবোধ দিতেছেন! আপনি কি জানেন না জামালাগুলা কি রকম সতর্ক, তাহারা চারি দিকে কি রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে! তাহারা যেমন দুর্দান্ত, সেই রকম সাহসী; তাহাদের লক্ষ্যও অব্যর্থ। আপনি কি জঙ্গলের ভিতর তাহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতে পান নাই?”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “আমি সারাদিন ডোঙ্গায় বসিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, তথাপি তাহারা যে কবে ভিতর আনাগোনা করিতেছিল, ইহা আমারও চোখে পড়িয়াছে। এই জামালাগুলা যেমন ধূর্ত, সেইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক। বিদেশী লোক দেখিলে তাহাদিগকে হত্যা করাই উহাদের পেশা; উহারা সর্বদাই সেই সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়।”

মতোঙ্গা বলিল, “কিন্তু আমরা নদীর ভিতর থাকিলে উহারা আমাদের আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না; আপনি ত তাহা জানেন। আমরা লকোঙ্গারা উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলাম; কিন্তু এই সকল হারামজাদকে (Sons of pigs) শাসনে রাখা কঠিন।”

লর্ড ব্রেনমোর আর কোন কথা বলিবার পূর্বেই পশ্চাতের ডোঙ্গা হইতে মৃদু আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং বেটী রোসেনের হাসিভরা মুখ দেখিতে পাইলেন।

বেটী বলিল, “লর্ড ব্রেনমোর, আপনারা দু’জনে যুদ্ধের কি পরামর্শ করিতেছেন? আপনাদিগকে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে—আপনারা কোন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াছেন।”

লর্ড ব্লেনমোর বুঝিতে পারিলেন—মিস্ রোসেন ভয় পাইয়াছে। তিনি তাহাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ও-সব কিছু নয় মিস্ রোসেন ! একেবারেই কিছু নয় ! (absolutely nothing.) অর্থাৎ তোমার দুশ্চিন্তা হইতে পারে—এ রকম কিছুই ঘটে নাই। এই নদীর, এবং নদীতীরে যে সকল বস্তু জাতির বাস—তাহাদেরই কথা লইয়া আমি মাতাঙ্গার সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলাম।”

বেটা বলিল, “ঐ যে লোকগুলার কথা বলিলেন, উহাদিগকে বিশ্বাস করা কঠিন ! উহারা যে কোন মুহূর্তে আমাদেরই চঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে। না, আপনি আমাদের ফাঁকি দিতে পারিবেন না ; আমি ভয় পাইব মনে করিয়া আপনি সত্য কথা গোপন করিতেছেন—তাঁহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই ? আমি বেশ বুঝিয়াছি আমাদের বিপদ আসন্ন। আমার বিশ্বাস, সেই ভয়ঙ্কর লোকটা—ক্রাস্‌কির ষড়যন্ত্রেই আমাদের বিপদ প্রতি মুহূর্তে বনৌভূত হইতেছে।”

লর্ড ব্লেনমোর বেটার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার চোখে মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না ; তাহার চক্ষু হইতে ধৌতুহল ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার সেই কালো চোখ দুটি, আর প্রফুটত পদ্মের মত মাধুরী-ভরা মুখখানি লর্ড ব্লেনমোরের নয়ন-সমক্ষে যেন ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিল।

লর্ড ব্লেনমোর বেটার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ক্রাস্‌কি সম্বন্ধে তোমার ধারণা মিথ্যা নহে। লোকটা ভয়ঙ্কর খেলোয়াড় বটে, কিন্তু এখানে তাহার ঢালাবী খাটিবে না। আফ্রিকা, বিশেষতঃ কঙ্গো রাজ্য সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই ; এ দেশের বহু অধিবাসীরা তাহার আদেশে পরিচালিত হইবে—তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এই নদীর দুই তীরের অরণ্য এখন আর পূর্বের স্তায় ভয়াবহ স্থান নহে ; সুতরাং এই নদী-পথে আমাদের বিপদের আশঙ্কা কোথায় ?”

বেটা বলিল, “লর্ড ব্লেনমোর, আমি ভয় পাইয়াছি মনে করিয়া আপনি আমাকে যে ভাবে সাবধান দানের চেষ্টা করিতেছেন—তাহা নিশ্চয়োজন ; কারণ চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া আমি ভীত হই নাই। তবে আফ্রিকার এই অঞ্চলের জঙ্গল কিরূপ ভয়ানক স্থান তাহা যে আমার বুঝিবার শক্তি নাই—এরূপ মনে করিবেন

না। জাহাঙ্গীর অতিশয় ভীষণ প্রকৃতি হৃদাস্ত বহু জাতি; শুনিয়াছি নরমাংস ভোজনে তাহাদের আগ্রহের অভাব নাই। তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে—তাহাতে বিশ্বাসের কারণ নাই।”

লর্ড ব্লেনমোর বেটীকে আর কোন কথা না বলিয়া মিঃ ব্লেককে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ব্লেক, আমার চেষ্টা নিষ্ফল। মিস্ বেটীকে ভুলাইতে পারিলাম না। কালা আদমিগুলা যদি আমাদের আক্রমণ করিতে না আসে তাহা হইলে মিস্ বেটীকে বড়ই নিবাণ হইতে হইবে।”

মিঃ ব্লেকের ডোঙ্গা কয়েক গজ পশ্চাতে ছিল, এজন্য তিনি উহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া লর্ড ব্লেনমোরকে বলিলেন, “মিস্ বেটীর অন্তঃকরণে ! জাহাজ পরিত্যাগ করিবার সময় উহাকে এখানে আনিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, জাহাজেই থাকিবার জন্য উহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার অনুরোধ বিফল হইয়াছিল। মিস্ বেটী আমাদের সঙ্গে আসিবার জন্য কিরণ—”

বেটী মিঃ ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, “হাঁ, আপনাদের সঙ্গে আসিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম। এজন্য আগ্রহ প্রকাশ করা কি আমার অন্তায় হইয়াছিল? বাবা দশ বৎসর পূর্বে এই নদীতে হীরাগুলি ফেলিয়া গিয়াছিলেন; আমরা সেই সকল হীরার সন্ধানে আসিয়াছি। হীরাগুলি যেখানে পাওয়া যাইবে—সেই স্থানটি দেখিতে কি আমার আগ্রহ হয় না? বিশেষতঃ শয়তান ক্রাস্টাক হতাশ হইয়া কিরণ আক্ষেপ করিতে করিতে ফিরিয়া যায়—তাহা দেখিতে না পাইলে কি কষ্ট করিয়া আমার এদেশে আসা নিষ্ফল হইত না?”

স্বথ বলিল, “আর ওয়াল্ডোর বাহাদুরীও কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না?”

বেটী বলিল, “ওয়াল্ডো কি করিবে না করিবে—তাহা আমার জানা নাই; তবে মিঃ ওয়াল্ডো যে সত্যই মন্দ লোক—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। লগুনে থাকিতে মিঃ ব্লেকের ঘরে ওয়াল্ডোর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল; আমি তাহাকে মিঃ ব্লেক মনে করিয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে সে আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল; আমার প্রতি তাহার ব্যবহারঃ

শিষ্টাচারের বিদ্যুৎ অভাবে লক্ষিত হয় নাই। আমি আমার বিপদের কথা সমস্তই তাহাকে বলিয়াছিলাম; সে আমাকে প্রতারণা করিবে না—ইহাই আমার ধারণা হইয়াছিল; এই ধারণা এখনও আমি পবিত্র করিতে পারি নাই।”

লর্ড ব্লেনমোর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “কিন্তু ক্রাস্কি আপনার পিতার হীরাগুলি চুরি করিবার উদ্দেশ্যে ওয়াল্ডোর সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে। এক ওয়াল্ডোকে সঙ্গে লইয়া আফ্রিকায় আসিয়াছে—এ সংবাদ ত আপনার অজ্ঞাত নহে মিস্ রোসেন! যদি ক্রাস্কিকে সাহায্য করিবার জন্য ওয়াল্ডোর আগ্রহ না থাকিত—তাহা হইলে সে কি ক্রাস্কির সঙ্গে আফ্রিকায় আসিত?—ওয়াল্ডো না কি এখন সাধু হইয়াছে! কিন্তু এক সময় সে কি রকম দুর্বাস্ত্র দম্ভা ছিল—তাহা কি আপনার অজ্ঞাত? না, মিঃ ব্লেক তাহার অতীত কীর্তি অস্বীকার করিবেন? ক্রাস্কি আপনার পিতাকে গুপ্তার সাহায্যে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা কি আপনি এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছেন—মিস্ রোসেন! যে কপট সাধু—নরপশু ক্রাস্কির মরুভূমি, সে আপনাকে প্রতারণা করিবে না, আপনাকে সাহায্য করিবে—এই ধারণা আপনি এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিতেছেন! ইহা অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনার বিষয় আর কি থাকিতে পারে?”

বেটী লর্ড ব্লেনমোরের তীব্র মন্তব্য শুনিয়া কোন কথা বলিল না। সে স্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা মার্ক রোসেনের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। মার্ক রোসেন তখন লর্ড ব্লেনমোরের জাহাজ ‘ওয়াগনার’র কামরায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। ডোঙ্গায় উঠিয়া এই বিপজ্জনক নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাঁহার কষ্ট হইবে, বিশেষতঃ, এখানে দুর্বাস্ত্র বস্ত্র জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইবারও আশঙ্কা আছে বুঝিয়া লর্ড ব্লেনমোর ও মিঃ ব্লেক তাঁহাকে এত দূরে লইয়া আসা সঙ্গত মনে করেন নাই। সমুদ্রের মুক্ত সমীপ-ভিজোলে মার্ক রোসেনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহার দুর্বলতা দূর হয় নাই; তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। তিনি বেটীর আগ্রহাতিশয্যে তাহাকে মিঃ

ব্লেক ও লর্ড ব্রেনমোরের সঙ্গে আসিবার অসুস্থিতি দিয়াছিলেন, এবং আগ্রহভরে সমুদ্রোপকূলস্থ জাহাজে তাঁহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহার হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া নির্বিঘ্নে জাহাজে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন—সরলপ্রকৃতি নিরীহ বৃদ্ধ ইহুদী এই ধারণা মুহূর্তের জন্য তাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্রাস্কি অদ্বুতকর্ম্মা। অসাধ্য-সাধনতৎপর রূপটি ওয়াল্ডোকে সঙ্গে লইয়া আফ্রিকায় আসিয়াছে, শুনিয়া মিঃ রোসেনের আশঙ্কা হইয়াছিল—ক্রাস্কি ওয়াল্ডোর সাহায্যে পেত্নী দহ হইতে তাঁহার হীরাগুলি চুরি করিবার চেষ্টা করিতেও পারে; তবে ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের ভয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইবে না ভাবিয়াই তিনি আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার স্বভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল—সে আর কোন অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু বেটী রোসেনকে সে নিজের নাম ভাঁড়াইয়া প্রতারণিত করায় এবং ক্রাস্কিকে লইয়া লণ্ডন হইতে পলায়ন করায়—ওয়াল্ডোর সাধুতায় নিভর করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই; ওয়াল্ডো ক্রাস্কির সাহিত যথাসাধ্য হীরাগুলি আত্মসাৎ করিবে বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক লর্ড ব্রেনমোরের ‘ওয়াগারাব’ জাহাজে সদলে আফ্রিকায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার ব্যবসায় ‘আজব আয়না’য় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দুর্গম কক্ষে রাজ্যে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়াছিলেন; প্রথমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না ঘটিলেও, তাঁহাদগকে অত্যন্ত সতর্কভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা আফ্রিকার বহু বাওয়ানা জাতীয় কোন কোন লোকের নিকট সংবাদ পাইয়াছিলেন—দুইজন খেতান্দ পুরুষকে কয়েক দিন পূর্বে নৌকারোহণে আরাসঙ্গো নদীর উজানে যাইতে দেখা গিয়াছিল।

এই দুই ব্যক্তি যে বার্থোলোমো ক্রাস্কি ও রূপাট ওয়াল্ডো—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক বা লর্ড ব্রেনমোরের সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—ক্রাস্কি

ও ওয়াল্ডো তাঁহাদের পূর্বেই আরাঙ্গো নদীর পেত্নীদেহে উপস্থিত হইবে। কিন্তু মিঃ ব্লেক এই সংবাদে বিচলিত হইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পেত্নীদেহের নক্সা যে আয়নায় খোদিত আছে—সেই আয়না ক্রাস্কিই হস্তগত করিয়াছে; সুতরাং ক্রাস্কি ভিন্ন অন্য কেহ নদীগর্ভে সঞ্চিত হীরক-রাশির সন্ধান পাইবে না। তাহা উদ্ধারের জন্য ক্রাস্কিকে যথেষ্ট যোগাড়-যন্ত্র করিতে হইবে; তাহা সময়-সাপক্ষ। ক্রাস্কি ওয়াল্ডোর সাহায্যে যখন তাহা উদ্ধার করিবে—সেই সময় তিনি সদলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সেগুলি কাড়িয়া লইবেন।—হীরাগুলি হস্তগত করিবাব ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং ক্রাস্কির পেত্নীদেহে উপস্থিত হইবার পূর্বে তাঁহাদের সেখানে গমন করিয়া লাভ নাই।—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই মিঃ ব্লেক পেত্নীদেহে গমনের জন্য বাস্তবতা প্রকাশ করেন নাই।

হুইজন খেতাজ ভঙ্গলোক বিস্তর ‘লটবহর’ লইয়া আরাঙ্গো নদীর উজানের দিকে গিয়াছে—এই জনরব নানা স্থানের লোকের নিকট শুনিতে পাইলেও, মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্রেনমোর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না। তাহারা সে সময় বহুদূরে নদীর দুর্গমতম অংশে প্রস্থান করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্রেনমোর তাহাদের অনুসরণ করিয়া নদীপথে বিপন্ন না হইলেও গত দুইদিন হইতে কতকগুলি দুর্দান্ত জাঙ্গালাকে নদীতীরস্থ অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাহারা অরণ্যে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল—ইহার কারণও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের ও লর্ড ব্রেনমোরের বিশ্বাস—ক্রাস্কি জাঙ্গালা-সর্দারদের উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়াছিল; এই জন্যই দুর্দান্ত জাঙ্গালাগুলি তাঁহাদের গতিরোধের উদ্দেশ্যে অরণ্যে লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জাঙ্গালা বহুদূর হইতে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেও—তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনিষ্ট-চেষ্টা করে নাই; দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের ডোঙ্গা আক্রমণ করে নাই। কিন্তু মিঃ ব্লেক যখন জানিতে পারিলেন—তাহারা ছায়ায় স্থায় তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে, তখন তাঁহার ধারণা হইল—তাহারা আর দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট

থাকিবে না ; তাঁহারা যাহাতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের গতিরোধ করিবে ; হয় ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে । তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহাদিগকে বাধিয়া লইয়া যাইতেও পারে । বেটা রোসেনের জন্তই মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোর চিন্তিত হইলেন ।

· মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা অমূলক নহে—পাঠক পাঠিকাগণ শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবেন । মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সহযাত্রীগণেব বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল ।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

মিস রোসেন রাফস-কবলে

টাইগার ডোঙ্গার মাথায় বসিয়া, নদীতীরস্থ অরণ্যের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক তাহার কর্ণস্বরে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন। টাইগারের কর্ণস্বরে কখন কি ভাব প্রকাশিত হইত—তাহা তাঁহার সুবিদিত। স্থিৎ টাইগারের মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দৃষ্টিপাত করিল।—দে দেখিল টাইগারের দুই কান উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সর্বঙ্গ লোমাঞ্চিত ; তাহার চক্ষু ক্রোধ ও উত্তেজনায় আরক্তিম !

মিঃ ব্লেক অক্ষুট স্বরে বলিলেন, “স্থিৎ, বন্দুক বাগাইয়া ধরিয়া প্রস্তুত থাক।”

স্থিৎ বলিল, “হাঁ কর্ত্তা, আমি প্রস্তুত।—আমি টাইগারের ভাব ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিয়াছি—গতিক ভাল নয় ; টাইগার জঙ্গলের ভিতর কোন রকম বিপদের আভাস পাইয়াছে !—ও হো ! কর্ত্তা দেখুন, দেখুন, জঙ্গলের আড়াল হইতে ডিঙ্গী বাহির হইতেছে। এক—দুই—তিন, ওঃ—সারি সারি ডিঙ্গী, এক এক ডিঙ্গীতে ভূতের মত কালো কালো চেহারার কতগুলো কালো আদমী—দেখুন কর্ত্তা।”

মিঃ ব্লেকের চক্ষুতে উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিল ; তাঁহার নাক মুখ কানের ডগা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। নদীর একটা বাকের আড়াল হইতে অনেকগুলি ডিঙ্গী বাহির হইয়া তাঁহাদের ডোঙ্গা দুইখানির অনুসরণ করিল। প্রত্যেক ডিঙ্গীতে এক এক পাল কালো কালো কুঁদার মত বিকট মূর্ত্তি !

স্থিৎ বন্দুকটা কোলে ফেলিয়া বলিল, “কর্ত্তা, উহার কি মতোঙ্গার দলো লোক নয় ?”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “না স্থিৎ !—মতোঙ্গা তাহার তালুব কাশাঙ্গোতে একজন হরকরা পাঠাইয়া তাহার অনুচরদের অন্ত্রশস্ত্র লইয়া শীঘ্র এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছে—জানি ; কিন্তু কাশাঙ্গো তালুক ত এখানে

নয়! মতোঙ্গার অন্তরেরা এত শীঘ্র এখানে আসিবে কিরূপে? তাহারা দলবদ্ধ হইয়া, জাঙ্গালদের দেশ পার হইয়া এখানে আসিবে। কাল এক সময় তাহারা আসিতে পারে।—এই দোপেয়ে জানোয়ারগুলার মতলব ভাল বলিয়া মনে হয় না!”

শ্মিথ বলিল, “তবে কি উহারা মতোঙ্গার শত্রুপক্ষ—জাঙ্গালার লোক?”

মি ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, উহারা জাঙ্গালা; তবে উহারা দল বাঁধিয়া আমাদিগকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছে—এরূপ মনে করিবার কারণ দেখি না। বোধ হয় উহারা ডিস্কী লইয়া নদীতে মাছ ধরিতে যাইতেছে। আমাদিগকে বিরক্ত না করিয়া আমাদের ডোঙ্গার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেও পারে।”

ডিস্কীগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যঃ ব্লেকের ও লর্ড ব্রেনমোরের ডোঙ্গার পশ্চাতে উপস্থিত হইল; তাহার পর সবেগে দাঁড় বাঁহিয়া ডোঙ্গা দুইপাশি ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। লর্ড ব্রেনমোর ডিস্কীগুলি দেখিয়া চিন্তিতে পারিলেন—সে গুলি জেনে ডিস্কী নহে, জাঙ্গালা জাহাজের যুদ্ধের ডিস্কী। (war canoes.) আরোহীদের মাথায় পালকের টুপি সন্ধ্যা নানা রকম রঙ্গের বাহার! সেই সকল সাজে ইহারা শত্রুর সাহিত যুদ্ধ বা লুণ্ঠ করিবার উদ্দেশ্যে সদলে বাহির হইলে ইহাদের রাক্ষসের মত চেহারা আরও অধিক ভয়ঙ্কর দেখায়। সেই উৎকট বীভৎস চেহারা দেখিলে সাহসী বীরের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার হয়।—সেই রাক্ষস-গুলার ডিস্কীগুলিকে লর্ড ব্রেনমোর ও মিঃ ব্লেকের ডোঙ্গার দুই পাশে দল বাঁধিয়া আসিতে দেখিয়া, লর্ড ব্রেনমোর প্রস্তুতচক দৃষ্টিতে মতোঙ্গার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি জানিতেন—এই সকল নৃশংসমতোঙ্গী রাক্ষস (canibals) যখন এই ভাবে দেহ রঞ্জিত করিয়া, পালকের টুপি মাথায় পরিয়া, এই প্রকার ডিস্কী লইয়া দলে দলে জল-বিহার আরম্ভ করে—তখন নির্বিরোধ মৎস্য-শিকারের অভিযানে (Peaceful fishing expedition) বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নৌ-চালন না করিয়া, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যেই তাহারা এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মতোঙ্গা অশ্রুট স্বরে বলিল, “হাঁ কস্তী, শীঘ্র রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে!”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, হাঁ, রক্তপাত হইবে। আমার বিশ্বাস, জাভালা-রক্তের স্রোতে নদীর জল লাল হইবে।”

মতোঙ্গা বলিল, “হাঁ কর্তা, তাই বটে; তাই বটে! আগ্‌লাঠি (fire-sticks) হইতে ছুড়ু-ম-দু-ম শব্দে যখন আগুনের ভাঁটা বাহির হইয়া উঠাদের রঙ্গীন দেহ ফুটা করিবে, তখন রক্তের ঝরণা নদীর জল রাঙ্গা করিবে। এই কুকুরগুলি কি মনে করিয়াছে—ডিম্বীগুলো লইয়া উঠারা আমাদের চারি ধারে টক্কর দিলেই আমরা ভয় পাইয়া আগ্‌লাঠি জলে ফেলিয়া দিব?”

লর্ড ব্লেনমোর তাঁহার রাইফেলটি উর্দ্ধে তুলিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। জাভালাগুলো তাঁহার হাতের ‘আগ্‌লাঠি’ দেখিয়া দূরে চলিয়া যায়—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জানিতেন—রাইফেলধারী শ্বেতাঙ্গদের তাহারা হঠাৎ আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। বশা লইয়া রাইফেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফল কিরূপ সাংঘাতিক—তাহাও তাহাদের অজ্ঞাত নহে। ইহারা যতই দুর্দান্ত, সাহসী ও রণনিপুণ হউক,—বন্দুকধারী শ্বেতাঙ্গদের দেখিলে প্রাণভয়ে নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অবস্থায় যদি উঠারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহারা অল্প কোন শ্বেতাঙ্গের সহায়তা লাভ করিয়াছে—লর্ড ব্লেনমোরের এই রূপই ধারণা হইল।—সেই শ্বেতাঙ্গ ক্রাস্‌কি, এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

কিন্তু জাভালারা ডিম্বী লইয়া লর্ড ব্লেনমোর ও মিঃ ব্লেকের ডোঙ্গার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাহাদের ব্যবহারে শত্রুতাচরণের কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইল না। (no indication of hostility.) সুতরাং লর্ড ব্লেনমোর ও মিঃ ব্লেক প্রথমেই তাহাদের উপর গুলী বর্ষণ করা সম্ভব মনে করিলেন না। গায়ে পড়িয়া বিরোধ বাধাইতে তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। ছলে কৌশলে রাজ্য জয় করিবার জন্ত ইহা অনেক স্থলে প্রয়োজনীয় মনে হইলেও, শত্রুপক্ষ যেখানে প্রবল—সেখানে বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া পাশ্চাত্য জাতি রাজনীতি সম্ভব মনে করেন না। প্রথমে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রতিপক্ষকে দুর্বল করিয়া, তাহার পর শত্রু দমনই রাজনীতিসম্মত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সেসমূহ সুযোগ লক্ষিত হইল না।

লর্ড ব্রেনমোর বেটীর মুখের দিকে চাহিয়া—তাহার মুখে আতঙ্কের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না ; বেটি নিবিড় বিষ্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে সেই অর্দ্ধোলঙ্গ বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ রাগসম্মতাকে দেখিতেছিল। উৎসাহে ও উদ্দীপনার তাহার চক্ষু ছুটি জল-জল করিতেছিল। তাহার হাতেও পিস্তল ছিল ; কিন্তু তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র, ছেলেখেলার উপযুক্ত ! (a little toy affair.)

বেটি লর্ড ব্রেনমোরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “লর্ড ব্রেনমোর, আপনি আমার জন্ত ভাবিবেন না, আমি নিরাপদ আছি, তবে আমি ঐ জানোয়ারগুলার ভাব ভঙ্গি আর চেহারা দেখিয়া যে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছি—এ কথা কি করিয়া অস্বীকার কার বলুন ? আপনার কি বিশ্বাস, কালা আদমীগুলো আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে ?—উহাদের সম্বল ত ঐ বর্শাগুলো ! আমার পিস্তল দেখিয়া কি উহাদের ভয় হইবে না ?”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “মিস্ রোবিন্সন, উহাদের অভিসন্ধি জানিতে আমাদের বিলম্ব হইবে না। তুমি এখন হইতেই আশ্রয়স্থানের চেষ্টা কর ; যদি উহার বর্শা তুলিয়া আক্রমণ করিতে উদ্বৃত্ত হয়—তাহা হইলে তুমি ডোঙ্গার খেলের ভিতর মাথা লুকাইবে। যে ক্ষপেই হউক প্রাণ ত বাঁচাইতে হইবে।”

বেটি রাগ করিয়া বলিল, “ডোঙ্গায় খেলের ভিতর মাথা গুঁজিয়া প্রাণ রক্ষা করিব ?—ক লজ্জার কথা ! যদি উহাদের সঙ্গে আপনাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়—তাহা হইলে আমিও পিস্তল ধরিয়া আপনাদের সাহায্য করিব।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “কিন্তু উহাদের সহিত যুদ্ধে নারীর সাহায্য আমাদের সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন ; তুমি নিজের ভার গ্রহণ করিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিত হইব।”

লর্ড ব্রেনমোর হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন জাষালাদের ডিল্লীগুলি তাঁহাদের ডোঙ্গা ছইখানিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত করিয়াছে ! তাহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তাঁহাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সকল নৌকায় পঞ্চাশ ষাঠ জন কৃষ্ণকায় জাষালা উপবিষ্ট ; তাহারা তাঁহাদের ডোঙ্গা ছইখানি লক্ষ্য করিয়া ‘হাউ-মাউ-চাউ’ শব্দে চিৎকার করিতে লাগিল। সেই চিৎকার তাহাদের রণ-

সঙ্গীত !—কিন্তু তাহারা তখন পর্য্যন্ত বর্ষা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল না, ক্রমাগত তাঁহাদের কাছে ঘেসিয়া আসিতে লাগিল।

লর্ড ব্রেনমোর মতোঙ্গাকে বলিলেন, “উহারা ওরকম চিৎকার করিতেছে কেন ? আমাদের নৌকার কাছেই বা কি উদ্দেশ্যে ঘেসিয়া আসিতেছে ?”

মতোঙ্গা বলিল, “উহারা শূঁঘোর, শূঁঘোৱের বাচ্চা। উহাদের মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে, এই জন্ত গান করিয়া ভয় দেখাইতেছে ! যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে উহারা এই ভাবে গান করে। আমরা কাঁচ থুকী কি না,—উহাদের চিৎকারে ত আমরা ভয়ে কাঁপিয়া মরিলাম !—উহারা ভাবিয়াছে—উহাদের আশ্ফালনে ভয় পাইয়া আপনারা গুলী ছুড়িবেন ; তখন উহারা আমাদের আক্রমণ করিবার ছল পাইবে।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “হাঁ, আমারও সেইরূপ মনে হইতেছিল ; কিন্তু উহাদের এক্ষণ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। আমি পূর্বেও এদেশে আসিয়া উহাদিগকে দেখিয়াছি। উহারা আমাদের বন্দুকের ভয়ে পলায়ন করিত, আক্রমণ না করিলে যুদ্ধ করিতে আসিত না ; কিন্তু এবার উহাদের অন্য ভাব ! দল বাঁধিয়া আমাদের উপর চড়াও করিতেছে।”

জাশালাগুলা চিৎকার করিতে করিতে দাঁড় বাহিয়া লর্ড ব্রেনমোর ও মিঃ ব্রেকের নৌকার অত্যন্ত নিকটে আসিল, তাহার পর তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক সঙ্গে অনেকগুলি বর্ষা নিক্ষেপ করিল। কতকগুলি বর্ষা তাঁহাদের নৌকার পাশে জলে পড়িল, কয়েকখানি নৌকা অতিক্রম করিয়া অন্ত দিকে পড়িল। দুই একখানি বর্ষা লর্ড ব্রেনমোর ও মিঃ ব্রেকের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঠে বিধিল। তাঁহারা বুঝিলেন—জাশালা যোদ্ধারা তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়াবে না, শীঘ্রই পুনর্বার বর্ষা বর্ষণ করিবে ; তাহারা যুদ্ধ করিতেই আসিয়াছে।

লর্ড ব্রেনমোর তাহাদের ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “মিঃ ব্রেক, এই জাশালারাগুলা মনে করিয়াছে কি ?—উহাদের এ রকম যুগুতা অসম্ভব। উহাদের দুই চারিজনকে গুলী করিয়া না মারিলে উহারা আমাদের পথ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে না। উহাদের বর্ষা নিক্ষেপের উত্তর দিতে হইল।”

লর্ড ব্লেনমোরের রাইফেল বজ্র-নির্ঘোষে গর্জন করিয়া উঠিল। অগ্নিময় জলন্ত গুলী জাষালাদের কক্ষাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। গুলী থাইয়া দুই তিনজন জাষালা জলে পড়িল, আর উঠিল না; অনেকে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া উদ্ভাদের স্থায় চিৎকার আরম্ভ করিল। অনেকে স্বৈতাঙ্গগণের নৌকা লক্ষ্য করিয়া পুনর্বীর বর্শা তুলিল; কিন্তু তাহাদের হাতের বর্শা হাতেই থাকিল! লর্ড ব্লেনমোর, মিঃ ব্লেক ও স্থিগ তিনজনেই এক সময়ে গুলী বর্ষণ করিলেন; আর একদল জাষালার হত ও আহত চহয়া তাহাদের নৌকায় চিত হইয়া পড়িল। বেটী প্রথম ডোঙ্গায় মার্কেল মূর্তিব স্থায় (like a figure of marble) নিষ্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট ছিল; আফ্রিকাণ এই সকল নরমাংসভোজী কক্ষাঙ্গ রাফস এভাবে যুদ্ধ করে—লণ্ডনবাসিনী এই ইতলদী কন্ঠার ঠহা ধারণাণীত; ভীষণ সম্মুখ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল। তাহার সম্মুখে বন্দুকের গুলীতে দলে দলে জাষালা নিহত হইতেছিল, দেখিয়া তাহার নুর্জ্জার উপক্রম হইল।

জাষালাগা নিকৃৎসাত হইল না, তাহাদের একখানি ডিঙ্গাও দূরে পলায়ন করিল না। তাহাদের ডিঙ্গা মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোরের নৌকা দুইখানির উপর ভিন্ন দিক হইতে এভাবে চাপিয়া পাড়ল যে, তাঁহারা ধীরে ধীরে তীরের নিকট ঘাইতে বাধ্য হইলেন: (were forced closer and closer to the bank.) নদীর দিকে তাঁহাদের এক ফুটও অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না।

মিঃ ব্লেক লর্ড ব্লেনমোরকে বলিলেন, “তীরে লাফাইয়া পড়ুন। আমুন আমরা ডাঙ্গায় আশ্রয় গ্রহণ করি; ওখান হইতে আমাদের আত্মরক্ষা করিয়া গুলী চালাইবার সুবিধা হইবে।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “হাঁ তাহাই কর্তব্য।—কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়—তাহা এই কাল শয়তানগুলোকে দেখাইতেছি। ডোঙ্গায় বসিয়া একটু অসুবিধাই হইতেছে বটে!”

লর্ড ব্লেনমোর ডোঙ্গা হইতে তীরে লাফাইয়া পড়িলেন, তাহার পর বেটী রোসেনকে আশ্রয়দানের জন্য, হাত বাড়াইয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি বেটীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই একদল জাষালা

যোদ্ধা লর্ড ব্রেনমোরের পরিত্যক্ত ডোঙ্গার উপর খুঁকিয়া-পড়িয়া বেটিকে লুফিয়া লইল ; এবং তাহাকে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় শূন্যে তুলিয়া দূরবর্তী নৌকায় অপসারিত করিল। বেটীর ক্ষুদ্র পিস্তলটি তখনও তাহার যুঠার ভিতর আবদ্ধ ছিল ; কিন্তু তদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে তাহার সাহস হইল না। তাহার মূখ তখন মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ। সে আতঙ্কে আতঁনাদ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু লর্ড ব্রেনমোর বা মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল না। জাখালার দল কৃষ্ণবর্ণ পাখাণ-প্রাচীরের ন্যায় তখন তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

বেটী রোসেন শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে দেখিয়া লর্ড ব্রেনমোর ক্রোধে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “কুকুবণ্ডলা যে সর্বনাশ করিল ব্লেক ! এখন উপায়—আপনি আমাকে একটু সাহায্য করিলে—”

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না ; তাঁহার রাইফেলের গম্ভীর গর্জ্জনে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। বেটী রোসেন যে নৌকায় নীত হইয়াছিল, সেই নৌকার উপর কয়েকজন জাখালা বীর আহত হইয়া আতঁনাদ করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ও স্থিথ শত্রুধ্বংসের জন্য পুনঃ পুনঃ গুলী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লর্ড ব্রেনমোর বেটীর উদ্ধারের জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি ক্ষিপ্তবৎ হইয়া মিঃ ব্লেককে তাঁহার সাহায্যের জন্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু জাখালা বীরগণের হুঙ্কারধ্বনিতে লর্ড ব্রেনমোরের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। মিঃ ব্লেক ও স্থিথ যে ডোঙ্গায় ছিলেন, তাহা নদীর প্রবল প্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নদীতীর হইতে প্রায় ত্রিশ গজ দূরে সরিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও লর্ড ব্রেনমোরকে ও বেটী রোসেনকে সাহায্য করিতে পারিলেন না। জাখালা বীরেরা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; তাঁহারা তাহাদিগকে দূরে বিতাড়িত করিয়া তীরে উঠিবার আশায় গুলী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। টাইগারও মিঃ ব্লেককে শত্রুবৃহৎ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শত্রুদেহে নথদন্তের সদ্যবহার করিতে লাগিল ; সে যে জাখালাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই আক্রমণ করিল, তাহার দেহের মাংস ছিড়িয়া লইল ; কিন্তু শত্রু-সংখ্যা অগণ্য !—জাখালা বীরেরা পরাজিত বা বিতাড়িত হইল না।

এক দিকে তিনজন মাত্র ইংরাজ বীর—অন্য দিকে শতাধিক সশস্ত্র জাভালা ; সুতরাং জাভালাদের অনেকে আহত ও নিহত হইলেও তাহাদের পরাজিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বেটী রোসেন শত্রুহস্তে নিপতিত হইবার পর যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। মিঃ ব্লেক, লর্ড ব্রেনমোর ও স্থিথ বেটী রোসেনের উদ্ধারের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগকে হঠাৎ যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল ; কারণ তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন, বহুসংখ্যক জাভালা বেটী রোসেনকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; সুতরাং বেটী রোসেনকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে গুলীবর্ষক করা কঠিন হইল। মিঃ ব্লেক অতঃপর কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, দুইজন জাভালা বেটী রোসেনকে দুই দিক হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে, আর একজন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানি বর্শা তাহার বুকের উপর উচু করিয়া ধরিয়া আছে। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—তিনি একটি মাত্র গুলী নিক্ষেপ করিলেই সেই তীক্ষ্ণধার বর্শা বেটী রোসেনের বক্ষঃস্থলে আমূল প্রোথিত হইবে। মিঃ ব্লেকের হাত আর উঠিল না। লর্ড ব্রেনমোর ও স্থিথ হতবুদ্ধি হইয়া রাইফেল-হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * * *

হতবুদ্ধি ইংরাজত্ৰয় এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কি করিবেন চিন্তা করিতেছিলেন—এমন সময় পুরোক্ত বর্শাধারী জাভালা যুবক মধ্য আফ্রিকার প্রধান ভাষা স্বাহিলীতে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “ওগো সাদা মানুষেরা ! তোমাদের আগ-লাঠী বন্ধ কর, উহা হইতে আগুনের ভাঁটা আর বাহির করিও না।”

লর্ড ব্রেনমোর মধ্য আফ্রিকার সর্ব সাধারণের বোধগম্য (universal lingo of Central Africa) স্বাহিলী ভাষা বুঝিতেন ; তিনি বর্শাধারী জাভালায় কথা শুনিয়া তাহাদের ভাষাতেই বলিলেন, “ওরে কুকুর ! তোর এত সাহস যে—”

বর্শাধারী জাভালা তাহার হাতের বর্শা বেটীর বুকের উপর পূর্ববৎ উদ্ভত

জাবিয়াই, লর্ড ব্রেনমোরের কথায় বাধা দিয়া বলিল, “হাঁ, আমার এতই সাহস যে, যদি তোমরা সাদা ভূতগুলি সকলেই—তোমাদের হাতের ‘আগ্-লাঠী’ ফেলিয়া দিয়া আমাদের কাছে পরাজয় স্বীকার না কর—তাহা হইলে আমার হাতের এই বর্শার ফলা সমস্তটাই তোমাদের সাদা মেমের বুকে বসাইয়া দিব। এই দেখ কি আরালো ফলা! শীঘ্র আমার হুকুম তামিল কর—তাহা না করিলে সাদা মেমের প্রাণ বাঁচিবে না।”

বর্শাধারীর কথা শুনিয়া লর্ড ব্রেনমোরের চক্ষু স্থির! তিনি নিরুপায় ভাবে অধর দংশন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, “এখন আমাদের কর্তব্য কি ব্রেক! এই শয়তানগুলো আমাদের কায়দায় ফেলিয়াছে।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হাঁ, বিষয় কায়দা! আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। উপায় নাই,—আর কোনও উপায় নাই লর্ড ব্রেনমোর!”

মতোঙ্গা তখনও সেই ডোল্লার হা’ল ধরিয়া বসিয়া ছিল: সে ক্রোধে ক্ষোভে গর্জন করিয়া বলিল, “এই শূ্যোরগুলো কোশল খাটাইয়া আমাদের মুঠায় পুরিয়াছে। কতী! উহাদের হুকুম তামিল করিতেই হইবে; নতুবা সাদা মেম সাহেবের প্রাণরক্ষার আশা নাই। শেষে আমাদেরকে উহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল?—কি লজ্জার বিষয়!”

লর্ড ব্রেনমোর হতাশভাবে তাঁহার রাইফেল পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর ভিৎকার করিয়া জাভালা বর্শাধারীকে বলিলেন, “আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিলাম, তোর হাতের বর্শা সরাইয়া রাখ কুকুর!”

মিঃ ব্রেক ও স্থিথও রাইফেল ফেলিয়া দিলেন। তাঁহাদের সকলকে নিরস্ত্র দেখিয়া বর্শাধারী জাভালা বেটীর বৃকের উপর হইতে বর্শা সরাইয়া লইল। কিন্তু লর্ড ব্রেনমোর, মিঃ ব্রেক ও স্থিথ বেটীর উদ্ধারের আশায় তাহার নিকট অগ্রসর হইবার পূর্বেই একদল জাভালা তাঁহাদের তিনজনের উপর লাকাইয়া পড়িল, এবং রক্তস্রাব তাঁহাদিগকে অসুস্থরূপে বাঁধিয়া ফেলিল;—সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইল। মিঃ ব্রেক ও তাঁহার সঙ্গীরা আহত হইলেন না। জাভালাদের কয়েকজন রাইফেলের

গুলীতে নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন আহত হইয়া নৌকায় পড়িয়া আর্ন্তনাদ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোর বঝিতে পারিলেন—জাষালারা স্বৈচ্ছায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে নাই, কাহারও আদেশে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তাহাদের পরিচালক চতুর ও ফন্দীবাজ। বেটা রোসেনকে বন্দি করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, তাঁহাদের সকলকেই নিরস্ত্র করিবার কৌশল জাষালাদের মাথা হইতে বাহির হয় নাই, এ কথা মতোঙ্গাকেও স্বীকার করিতে হইল। লর্ড ব্লেনমোর, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ক্ষোভে দুঃখে মস্তক অবনত করিলেন; তাঁহাদিগকে কয়েদ করিবার জন্ত এক্সপেডিয়েন্ট হইয়াছিল—ইহা তাঁহারা পূর্বে ধারণা করিতে পারেন নাই; পূর্বে ইহা বঝিতে পারিলে মিস্ বেটা রোসেনকে তাঁহারা এইরূপ দুর্গম স্থানে লইয়া আসিতেন না।—তাঁহাদের এইরূপ অববেচনার ফলে সকলকেই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল!

লর্ড ব্লেনমোরের পাশ্বে ই মিঃ ব্লেক রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লড ব্লেনমোর বলিলেন, “আমরা ইহাদের কৌশলে প্রতারিত হইয়াছি। মিস্ বেটা রোসেনকে ইহারা বন্দি নী না করিলে যুদ্ধের ফল অন্য প্রকার হইত। কোন ধূর্ত জঙ্গলে বসিয়া আমাদের অলক্ষিত ভাবে এই জানোয়ারগুলিকে পরিচালিত করিতেছিল—ইহা আমাদের ধারণারও অতীত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমাদের গতিরোধ করিবার জন্তই এই যড়যন্ত্রের নৃষ্টি; বিশেষতঃ আমাদিগকে কয়েদ করিয়া বা আমাদের গমনে বাধা দিয়া এই জাষালাগুলার কোন লাভ নাই। উহারা যে আদেশ পাইয়াছিল, তাহা পালন করিয়াছে; প্রচুর পুরস্কারের লোভেই এই কাজ করিয়াছে।”

যে সকল জাষালা মিঃ ব্লেকের দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল—তাঁহাদের অধিকাংশই যুবক। তাহাদের কয়েকজন সঙ্গী রাইফেলের গুলীতে নিহত হওয়ায় তাহারা উন্নতপ্রায় হইয়া ক্রোধে গর্জন করিতেছিল। যখন তাহারা খেতাবজয়কে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল—তখন তাঁহাদের প্রতি তাহাদের

ব্যক্তিগত বিষেব ছিল না ; কিন্তু তাহাদের অনেকগুলি আত্মীয় স্বজন আহত ও নিহত হওয়ায় তাহারা বৈরনির্যাতনের জন্য অধীর হইয়া উঠিল । লর্ড ব্রেনমোর ও তাঁহার সঙ্গীদ্য অস্ত্রত্যাগ না করিলে তাহারা বর্শার আঘাতে বেটীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিত ; কিন্তু মিঃ ব্লেক সদলে আত্মসমর্পণ করায় বেটীর প্রাণরক্ষা হইলেও, জাফালা যুবকেরা তাঁহাদিগকে বর্শা-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে উত্তত হইল । তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জাফালা-সর্দার স্বদেশীয় ভাষায় তাহাদিগকে কি আদেশ করিল । সেই আদেশ শুনিয়া জাফালা যুবকেরা বর্শা নামাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল ।

সেই সর্দারটি প্রোঢ়, তাহার দেহে বিপুল শক্তি ; মুখাকৃতি অতীব ভীষণ, অনাবৃত দেহের বহুস্থানে গুল্ল ক্ষত-চিহ্ন ; নানা যুদ্ধে সে আহত হইয়াছিল— তাহারই নিদর্শন । দলপতি বলিয়া তাহার দেহে রঙ্গের ঘটা সর্বাপেক্ষা অধিক । পালক-নির্মিত শিরস্ত্রাণেও বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছিল । সে লর্ড ব্রেনমোরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “বড় সাহেব, আপনাদের সঙ্গে এই রকম হাঙ্গামা করিতে হইল—এজন্ত আমার দুঃখ হইয়াছে । আপনারা লড়াই করিয়া আগুনের ভাঁটা চালাইয়াছেন, তাহাতে আমার অনেক লোক ঘায়েল হইয়াছে, কেহ কেহ মরিয়াছে । কেবল আমরাই দোষী নহি, আপনাদেরও দোষ আছে । ইচ্ছা করিলে আপনাদের সাবাড় করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আমরা করি নাই । এখন লড়াই শেষ হইয়াছে ; আর আমরা দাঙ্গা করিব না । এখন আপনারা আমার সঙ্গে চলুন । যদি আপনারা জোর অবদন্তী না করেন— তাহা হইলে আমরা আপনাদের উপর জুলুম করিব না ।”

মিঃ ব্লেক স্বাহিলী ভাষায় বলিলেন, “তোমরা কাহার হুকুমে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলে ? আমরা ত প্রথমে তোমাদের কোন ক্ষতি করি নাই, তোমরাই আমাদিগকে ঘিরিয়া-ফেলিয়া বর্শা চালাইয়াছিলে ।”

জাফালা সর্দার বলিল, “সে কথা আমি বলিতে পারিব না সাহেব ! তাহা বলিবার হুকুম নাই ।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “যাহার হুকুম নাই বলিতেছ—সে আমাদের

মত একজন সাদা আদমী; তাহার টাকা খাইয়া তোমরা আমাদের উপর এই রকম জুলুম করিতেছ!—কেমন, আমি সত্য কথা বলিলাম কি না?”

জাফালা-সর্দার দুই হাত নাড়িয়া বলিল, “সে কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি আপনাদিগকে আটক করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতে রাজী না হইতাম—তাহা হইলে আমাদের মোড়লদের চক্ষু নষ্ট হইত; আমাদের মেঘপাল শাপ লাগিয়া সাবাড় হইত; আমাদের ছেলে মেয়েগুলি চিররোগী হইত, তাহারা শরীরে কখন বল পাইত না। আমাদের বোজার (witch-doctor) এই গণনা কি মিথ্যা হইতে পারে?”

জাফালা-সর্দারের কথা শুনিয়া লর্ড ব্লেনমোর মিস্ বেটী রোসেনের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। তাহা দেখিয়া বেটী বলিল, “ক্রাস্কি রোজারদের বশীভূত করিয়া কি তাহাদের মৃত্যু হইতে এই সকল দৈববাণী বাহির করে নাই?”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “তাহাতে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে? ক্রাস্কি এ দেশে আগিয়া রোজাগুলিকে হস্তগত করিয়াছিল। জাফালাদের রোজারা এ দেশের জনসাধারণের অধিনায়ক সর্দারগুলা অপেক্ষা শতগুণ অধিক শক্তিশালী। জনসাধারণ তাহাদের আদেশেই পরিচালিত হয়। রোজারাই দেশের ক্রোলের পরিচালক। রোজারা ইহাদের বলিয়াছে—আমাদিগকে কয়েদ করিতে না পারিলে দেশের সর্বনাশ হইবে;—তাহাদের মুখ শান্তি নষ্ট হইবে। এই কুসংস্কারক বর্করগুলা রোজার ইজিতে পরিচালিত হইয়াছে; ইহাদের ঘাড়ে দোব চাপাইয়া ফল কি? যদি এই অত্যাচারের জন্ত কাহাকেও শান্তি দিতে হয়— তাহা হইলে যাহার আদেশে ইহারা এই কাজ করিয়াছে তাহাকে ধরিতে হইবে।”

বেটী বলিল, “কিন্তু আমরা এখন শত্রুহস্তে বন্দী, আমাদের স্বাধীনতা নাই; যে সকল অনিষ্টের মূল—কি রূপে তাহাকে দণ্ডিত করিব?”

মিস্ ব্লেক বলিলেন, “এক দিন আমরা সেই সুযোগ পাইব মিস্ রোসেন!”

বার্থালোমো ক্রাস্কি প্রথম বাজি জিতিয়াছে বটে, (has won the first round) কিন্তু খেলা ত এখনও শেষ হয় নাই ।”

লর্ড ব্রেনমোর, মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও বেটী রোসেন প্রহরীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া স্থলপথে অরণ্যের ভিতর দিয়া কোথায় চলিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। দীর্ঘকাল পরে তাঁহারা একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে নীত হইলেন। তাঁহাদিগকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দুইটি বিভিন্ন কুটীরে আবদ্ধ করা হইল। তাঁহাদের মুক্তিলাভের কোন উপায় রহিল না।

তৃতীয় তরঙ্গ

ওয়াল্ডোর আত্মপ্রতিষ্ঠা

ক্লুপার্ট ওয়াল্ডো ও ক্রাস্কি অরণ্যপ্রান্তস্থিত যে বাঙ্গলায় বসিয়া চা পান করিতেছিল, সেই বাঙ্গলার একটি জানালা খোলা ছিল; সেই জানালা দিয়া বাহিরের আঙ্গিনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ওয়াল্ডো বলিল, “কয়েকটা জংলি তোমার সঙ্গে বোধ হয় দেখা করিতে আসিতেছে!”

ওয়াল্ডো নিষ্করকার চিত্তে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল, কিন্তু ক্রাস্কি উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; তাহা দেখিয়া ওয়াল্ডো বলিল, “উহারা আসিতে না আসিতে বাস্তব ভাবে চলিলে কোথায়? তোমার গুরুঠাকুর না কি?”

ক্রাস্কি বলিল, “গুরুঠাকুরকে ত ভারি খাতির! আমার বোধ হয়, সেই কদাকার জ্যানোয়ার (ugly brute) মজুলা বেটা আসিতেছে! যাহা যাহা করিতে হইবে—তাহা ত তাহাকে বলিয়াই দিয়াছি, তবে গাধাটা ফিরিয়া আসিতেছে কেন?”

ওয়াল্ডো বলিল, “নাঃ, তোমার মত বানরকে দিয়া মান সম্মান আর রক্ষা হয় না দেখিতেছি!—তোমাকে তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতে হইবে না। এই সব কালা আদমীর সঙ্গে দেখা করিতে হইলে, তোমাকে বাহিরে গিয়া দেখা করিতে হইবে? পাহাড় যাইবে মহম্মদের কাছে? ধিক্ ক্রাস্কি! নিগারদের দেশে আসিয়া গোৱার নাম ডুবাইলে?—মারিবে বুট-সমেত বুকে লাথি, আর উহারা তোমার বুটে হাত বুলাইয়া বলিবে—‘জুতা ছেঁড়ে নি ত হজুর!’—ইহারই নাম ইজ্জৎ। উহারাই তোমার কাছে আত্মক, তুমি যেমন গ্যাট হইয়া বসিয়া ছিলে—সেই ভাবে বসিয়া থাক। এই সব কালা আদমীর কাছে—তোমার সন্তা হওয়াটা কিছু নয়। (It does n't do to make yourself cheap to these blacks.) উহারা

বাহিরে ধরণা দিয়া বসিয়া থাকুক—আমাদের চা খাওয়া শেষ হইলে ফুরসৎ-মাক্ফি উহাদের দরবার শুনিও। কালার দেশে কালার সঙ্গে ব্যবহারের ইহাই দস্তুর।”

ক্রাস্কি উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, “এ রকম দস্তুরের মাথায় জুতা!—আমার দস্তুর, এক হাত থাকিবে গলায়, আর এক হাত পায়ে।” সে দরজার বাহিরে না গিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। তাহার হিংস্র পশু-প্রকৃতি (bestial character) কদাকার চোখ মুখ দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইল।—তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর গুমুটি; পাতলা পোষাকেও তাহারা গলদঘর্ষ। ক্রাস্কির কপাল বহিয়া টস-টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। নাদা সার্ট ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। কাজ কর্ম বন্দ রাখিয়া তাহারা চায়ের পেয়লা লইয়া আরাম করিতে বসিয়াছিল।

ক্রাস্কি বলিল, “এখন কোন রকম বাধা বিঘ্ন অসহ্য। এখন ডুবুরির পোষাকটা পরীক্ষা করাষ্ট দরকার হইয়াছে, কি বল ওয়ালডো!”

ওয়ালডো বলিল, “হাঁ, প্রায় সব প্রস্তুত। ভেলা বাঁধা হইয়াছে। ডুবুরির পোষাক পরিতে আর কি বেশী সময় লাগিবে?—কাল সকালে ডুবুরি সাজিয়া একবার জলে নামিবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বেই দুই একটা ছোট খাট অসুবিধা দূর করিতে হইবে।”

ক্রাস্কি ব্যগ্রভাবে বলিল, “কি রকম অসুবিধার কথা বলিতেছ? আজ সন্ধ্যার পূর্বেই তাহা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। ক্রমাগত বিলম্ব হইয়া যাইতেছে; আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না। কয়েক সপ্তাহ হইতে এখানে আসিয়া বসিয়া আছি, অথচ এ পর্য্যন্ত কাজ কিছুই হইল না! তোমার গাফিলীতেই অনর্থক সময় নষ্ট হইতেছে; অথচ সে কথা তুমি কানে তুলিতে চাও না! এ রকম আলসে হইলে কি—”

ওয়ালডো বাধা দিয়া বলিল, “দেখ ক্রাস্কি! তোমার ঐ লম্বা লম্বা কথাগুলি শুনিলে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়! ও রকম অধীর হইলে কি কাজ চলে? তুমি ভয়ঙ্কর ব্যস্তবাগীশ, ইহাই তোমার একটি প্রধান দোষ। (one of your

chief faults.)—আমরা যে দহের কাছে আসিগাছি—ইহারই নাম ত পেত্নী দহ, এই দহের জলের নীচেই ত হীরাগুলি সঞ্চিত আছে ?”

ক্রাস্কি বলিল, “হাঁ, এই দহের জলেই সেই হীরাগুলি পড়িয়া আছে ; এক কথা কতবার তোমাকে বলিতে চাইবে ? বোকার মত প্রশ্ন ! জানিয়া শুনিয়া ত্রাণ সাঙ্গিবার কারণ কি ?”

‘ওয়াল্ডো বলিল, “ত্রাণ সাঙ্গিগাছি না কি ? সে আমার খুসী ! (because it pleases me.) বোকার মত প্রশ্ন করিতে আমি কি রকম ভালবাসি—তাহা কি আজও তুমি বুঝিতে পার নাই ? বোকা—আমি না তুমি ?”

ক্রাস্কি গরম হইয়া বলিল, “তুমি আমাকে বোকা বলিতেছ ! তোমার গোস্তাকি অমার্জ্জনীয় ।”

ওয়াল্ডো খানহুই বিস্কুট একসঙ্গে মুখে ফেলিয়া চৰ্কণ করিতে করিতে ক্রাস্কির ভ্রুকুটী-কুটলি মুখের দিকে চাহিয়া উৎকট মুখভঙ্গি করিল । আফ্রিকায় আসিয়া সে যখন-তখন ক্রাস্কিকে রাগাইয়া মজা দেখিত !—ক্রাস্কি নিষ্ফল ক্রোধে অধীর হইয়া কখন তর্কার করিত, কখন ছটফট করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মুগুর ভাঁজিবার ভঙ্গিতে উভয় বাহু আন্দোলিত করিত । সেই সুদখোর হাঙ্গরটাকে (money-lending shark) জ্বালাতন করিয়া ওয়াল্ডোর বৈচিত্র্যহীন সময় বেশ আমোদেই কাটিত ।

ওয়াল্ডো পেত্নী দহে নামিয়া হীরাগুলি তুলিয়া আনিতে নানা প্রকার ওজর আপত্তি করিতেছিল দেখিয়া ক্রাস্কি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়াছিল ; কিন্তু ওয়াল্ডো কোন্ ওপ্ত অভিসন্ধিতে ক্রাস্কির আদেশ পালনে বিলম্ব করিতেছিল—ক্রাস্কি তাহা বুঝিতে পারে নাই । কারণ ওয়াল্ডো কোন দিন ডুবুরীর পরিচ্ছদের ফ্রেট দেখাইতেছিল, কোন দিন যন্ত্রাদির খুঁত ধরিতেছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ওয়াল্ডোর চলনা মাত্র । ডুবুরীর পরিচ্ছদে ও যন্ত্রাদিতে সত্যি কোন ফ্রেট ছিল কি না ক্রাস্কির তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না । ওয়াল্ডো স্বেচ্ছায় বিলম্ব করিতেছিল, ক্রাস্কির তাগিদে কোন ফল হইতেছিল না ।

ক্রাস্কি ওয়াল্ডোকে লইয়া যে বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা

আরাসঙ্গো নদীর তীরে নির্মিত একখানি ক্ষুদ্র দাক্ষ-গৃহ। সেইস্থানে আরাসঙ্গো নদীর বিস্তার অত্যন্ত অধিক। সেই কুটীরের অদূরে নদীর একটি ‘বাক’ ছিল। সেই বাকের নীচে পেত্নী দহ। নদীর যে স্থানের জল অতি গভীর তাহাকেই ‘দহ’ বলে; কিন্তু পেত্নী দহের জল একপ গভীর যে, স্থানীয় অরণ্যের অধিবাসীরা সেই দহ অতলম্পর্শ মনে করিত। সেই স্থানে মিঃ মার্ক রোসেনের পাঁচলক্ষ পাউণ্ডের হীরা তাঁহার প্রধান মুহুরী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।—সেই মহার্ঘ হীরকরাশি সেই স্থানে সংগুপ্ত ছিল—ইহা ক্রাস্কি ও ওয়াল্ডো উভয়েই বিশ্বাস করিয়াছিল। বিশ্বাস না করিবারও কোন কারণ ছিল না, ‘আজব আয়না’র পাঠক পাঠিকাগণের তাহা অজ্ঞাত নহে। ‘আজব আয়না’ ক্রাস্কির নিকটেই ছিল; তাহাতে পেত্নী দহের নক্সা খোদিত ছিল। সেই নক্সা দেখিয়া ক্রাস্কি ও ওয়াল্ডো পেত্নী দহের অস্তিত্ব অবগত হইয়াছিল।

আরাসঙ্গো নদীর তীরে পেত্নী দহের সন্নিহিত যে কুটীরে ক্রাস্কি ও ওয়াল্ডো আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—সেই কুটীরখানিতে বাস কষ্টকর; বিশেষতঃ সেই স্থানটি বাসেরও সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেই স্থানটি জরের একটি প্রধান আড্ডা। ক্রাস্কি ও ওয়াল্ডোর নিকট জর ঘেষিতে সাহস করিত না বলিয়াই তাহাদিগকে তখন পর্য্যন্ত শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। তাহার কারণ তাহারা প্রত্যহ কুইনাইন মিশাইয়া ত্র্যাণ্ডি ঠুকিত। রাত্রিকালে লক্ষ লক্ষ মশা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের উভয়কে জঙ্গলেটানিয়া লইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহারা রজ্জ্ববৎ স্থূল ক্ষুদ্র স্ততার মশারী ব্যবহার করায় মশাগুলি তাহাদের অঙ্গ সেবায় বঞ্চিত ছিল। ইহার উপর নদীতে ঢেঁকির মত লম্বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুস্তীর! নর-মাংসের গন্ধ পাইয়া তাহারা রাত্রিকালে কুটীরের চতুর্দিকে বিচরণ করিত, কিন্তু দ্বার ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিত না। নদীর উভয় তীরে ছুর্ভেদ্য অরণ্য, সেই অরণ্যে নানা প্রকার হিংস্র জন্তুরও অভাব ছিল না।—এক একটি সর্প একপ বিরাটকায় যে, তাহাদিগকে, ‘অজগর’ না বলিয়া ‘গজগর’ বলিলেই সঙ্গত হইত! কেবল সেই কুটীরের চারি দিকে কয়েক শত গজের জঙ্গল তাহারা পরিষ্কার ফরাইয়াছিল। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়া বন-

চয় জাতিদের গমনাগমনের উপযুক্ত ছই তিনটি সঙ্গীর্ণ আরণ্য পথও দেখিতে পাওয়া যাইত।

ক্রাস্কির দেশীয় ভৃত্য একটি ‘মাজিন্দী’ বালক। সে ক্রাস্কির তর্জন-গর্জনে সর্বদা অস্থির থাকিত; এ রকম ভয়ানক বাবা মনিব তাহার ভাগ্যে আর কখন জোটে নাই। সে ভয়ে ভয়ে ক্রাস্কির কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইলে ক্রাস্কি গর্জন করিয়া বলিল, “কি দরকার?”

ভৃত্য বলিল, “বাওয়ানা, জনকতক লোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তাহারা কি জরুরী খবর আনিয়াছে।”

ক্রাস্কি বলিল, “এখানে তাহাদের লইয়া আয়।”

ছই তিন মিনিট পরে তিনজন জাঙ্গালা যুবক ক্রাস্কির সম্মুখীন হইল। যে বীর বেটী রোসেনকে বশায় বিদ্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া মিঃ ব্লেক প্রভৃতিকে অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল—সেই সর্দারটি এই দলের দলপতি।

ক্রাস্কি তাহাকে সোধোদন করিয়া বলিল, “কি রে মজুলা! সংবাদ কি? কি মতলবে এত শীঘ্র এখানে ফিবিয়া আসিয়াছিস? তাহাদের উপর নজর রাখিতে বলিয়াছিলাম—তাহাদের কোন সংবাদ পাইয়াছিস কি?”

মজুলা বলিল, “বাওয়ানা, আমরা আপনার হুকুম তামিল করিয়া আসিয়াছি। তিনজন সাদা মরদ, একটা সাদা মেম সাহেব, আর একজন লুকোঙ্গা সর্দারকে আমরা কয়েদ করিয়াছি। আমাদের গ্রামে তাহারা আটক আছে। আমাদের দলের অনেক লোককে তাহারা খুন করিয়াছে, কয়েকজন জখমও হইয়াছে।”

ক্রাস্কি বলিল, “তোদের দলের দু’পাঁচটা মরিয়াছে—তাহাতে এমন কি ক্ষতি হইয়াছে?—গোরা আদমীগুলো ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া খুদী হইলাম।”

মজুলা বলিল, “বাওয়ানা বলিয়াছিলেন, লড়ায়ে আমাদের দলের যত লোক খুন হইবে—প্রত্যেকের জন্ত পাঁচ মোহর বকশিস্ মিলিবে। সেই বকশিস্ লইবার জন্য—”

ক্রাস্কি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া ওয়াল্ডোকে বলিল, “এ

বেটাদের মতলব কি ? উহারা কাহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে ; বিশেষতঃ—আমি দৈবজ্ঞ নহি । তবে উহার কথা শুনিয়া মনে হয়, উহারা রবার্ট ব্লেক, লর্ড ব্লেনমোর ও শ্বিথকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ; আর মজুলা যে মেম সাহেবের কথা বলিল—সে বোধ হয় বুদ্ধ রোসেনের কন্যা । অল্প কোন খেতাব এই দুর্গম অরণ্যে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ।”

ক্রাস্কি বলিল, “গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক তাহার অনুচরটাকে লেজে বাধিয়া লড ব্লেনমোরের সঙ্গে আমাদের অনুসরণ করিয়াছে ; আবার রোসেনের সেই মেয়েটাকেও লইয়া আসিয়াছে ? হুম্ !—তাহারা হীরাগুলি আত্মসাৎ করিবার মতলবেই এখানে আসিয়াছে ! আমাদের বাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ তুমি এখনও দহে নামিতে পারিলে না ; আজ কাল করিয়া ক্রমাগত বিলম্ব করিতেছ ! কি বিড়ম্বনা ! শেষে কি আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে ? এত টাকা রুখা খরচ করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইবে ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “কিন্তু আমি কি সে কথা তোমাকে বলি নাই ?—আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম—রবার্ট ব্লেক বচনবাগীশ নহে—সে কাজের লোক । (a man of action.) কিন্তু আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয় নাই ; তবে কেহ আমাদের অনুসরণ করিলে—তাহার গতিরোধের জন্য নদীর মোহনায় জাঙ্গালাদের মোতায়েন রাখিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিল বটে ।—জাঙ্গালারা ত তাহাদের ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে ; তবে এখন তোমার ও রকম আপসানীর কারণটা কি শুনি ?”

ক্রাস্কি বলিল, “আপসানী কি সাধে হয় ? তোমারই ত কুড়ুমীতে এই কুকুরগুলি আমাদের বিরক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছে ; তাহারা আমাদের সকল কাজ নষ্ট করিতে উত্তত হইয়াছে । কিন্তু আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই আমার কাজ নষ্ট করিতে দিব না । তাহারা এখানে আসিয়া পড়িতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । জাঙ্গালারা তাহাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ

করিয়াছে ; এজন্ত আজ তাহার দল বাঁধিয়া আন্দোৎসব করিতে পারে । সেই আন্দোৎসবে উহার মানুষ বলি দিয়া নরমাংস আহার করিবে না ? উহার শূনিয়াছি—নরমাংস খাইতে ভালবাসে । সাদা চামড়ায় কি উহাদের আপত্তি হইবে ?—আমরা ঐ সকল কুকুরকে নিশ্চয়ই এদিকে আসিতে দিব না ।”

ওয়াল্ডো উঠিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, “না, সে কাজটি হইবে না ।”

ক্রাস্কি বলিল, “তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না ; কোন্ কাজটি হইবে না বলিতেছ ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমার কথা অত্যন্ত সরল,—বুঝিতে কোন কষ্ট নাই ।—দেখ ক্রাস্কি, তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধিতে বাধা পড়িতেছে, নিষিদ্ধে তোমার কার্যোদ্ধার হইবে কি না বলা কঠিন ; কিন্তু তুমি স্থির জানিও—আমি তোমাকে রক্তপাত করিবার সুযোগ দিব না । তুমি যদি নরহত্যার সঙ্কল্প করিয়া থাক—তোমার সেই ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না । হাঁ, আমি তাহাতে নিশ্চয়ই বাধা দিব । তুমিই বুদ্ধ রোসেনের হত্যার জন্ত দায়ী ; তোমার দোষে একটি নিরীহ বৃদ্ধের প্রাণ গিয়াছে, তাহাই কি যথেষ্ট নহে ? এই ব্যাপারে আর কাহারও প্রাণ বিয়োগ না হয়—তাহার ব্যবস্থা আমাকে করিতেই হইবে । নরহত্যায় তোমার আপত্তি না থাকিতে পারে—কিন্তু আমি তাহার বিরোধী । আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ ?”

ক্রাস্কি ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া রাগে কাঁপিতে লাগিল ; তাহার ক্রোধ-প্রদীপ্ত ক্রুর চক্ষু ছুটি ঠেলিয়া বাহির-হইবার উপক্রম হইল । সে গর্জন করিয়া বলিল “আমি কি তোমার হুকুমে চলিব ? আমাকে পরিচালিত করিবে তুমি ? কি স্পর্ধা ! তুমি আমার চাকর, হাঁ, আমার ভাড়াটে ডুবুরী । আমার টাকা খাইয়াছ—আমার কাজ করিয়া দিবে । আমি কণ্ডী—হুকুমদার, তুমি আমার হুকুম তামিল করিবে, এইমাত্র তোমার সঙ্গে আমার সন্ধ ।—আমি বাহা করিব—মুখ বুজিয়া তুমি তাহার অনুমোদন করিবে, আমার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে পারিবে না । আমিই কণ্ডী, বুঝিয়াছ ? তুমি ডাবেনার মাজ ।”

ওয়ালডো বলিল, “খামো যুযু ! খামো । ও রকম বাজে জাঁক করিয়া তোমার কোন লাভ হইবে না । তুমি একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছ, তোমার ভুল সংশোধন করা উচিত ।—তুমি একটু আগে বলিলে না তুমিই এখানে কর্তা ?”

ক্রাস্কি সরোষে বলিল, “হাঁ, বলিয়াছি ।—আবার বলিতেছি, এক শ বার বলিব—আমিই কর্তা ।”

ওয়ালডো ক্রাস্কির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল, “ও কথা সত্য নয় ক্রাস্কি, অর্থাৎ তুমি কর্তা নও ; কর্তা হচ্ছি—অহং—এই আমি ।”—সে বক্ষস্থলে অনুলি স্পর্শ করিল ।

ক্রাস্কি ক্রোধে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া বলিল, “কি ! কি বলিলে ?”

ওয়ালডো একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল, “আজ কাল কানে কি কিছু কম শুনিতেছ ?—আমি বলিলাম তুমি মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে জ্ঞান—আমিই এখানে কর্তা ।—হা, কর্তা আমি, তুমি নও ; যেহেতু—”

ক্রাস্কি গর্জন করিয়া বলিল, “তুমি আমার ভাড়াটে ডুবুরী, আমার পয়সা খাইয়া আমার লজ্জা খাটিতে আসিয়াছ ;—অথচ তোমার এতই স্পর্দ্ধা যে, তুমি তাহা অস্বীকার করিয়া এখানে কর্তাগিরি ফলাইতে সাহস করিতেছ ! তোমার মত বেহায়া, বেইমান—”

ওয়ালডো ধমক দিয়া বলিল, “চুপ ! ঐ রকম বদ্‌জবান যদি তোমার মুখে আর একটুও শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমি এক খাল্লড়ে তোমার গাল ফেসো করিয়া দিব । তোমার আফিস হইতে পলাইবার সময় কি আমার শক্তির ৫৫-কিঞ্চৎ পরিচয় পাও নাই দোস্ত ! জেলে গিয়া যানি টানিয়া মরিতে, সে বিপদ হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল ?—সে আমি । আমার সাহায্য ভিন্ন এখানে তুমি অসহায়, বিপন্ন । তুমি ডুবুরীর কাজ করিতে পারিবে না ; স্বীকার কর—আমিও ডুবুরী নহি ; কিন্তু আমার দেহে অসাধারণ শক্তি আছে ; এইলজ্জা আমি পেতনৌ দহে ডুবিয়া হীরাগুলি তুলিয়া আনিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি । কাজটি কিল্পণ বিপজ্জনক, কত কঠিন, তাহা তুমি জ্ঞান । এই চেষ্টায় আমার মৃত্যু হইতে পারে—তথাপি আমি এই ভার গ্রহণ করিয়াছি ।—

আজ যদি আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে তোমার কি দশা হইবে—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? আমি পেত্নী দহ হইতে হীরাগুলি না তুলিলে—তাহা কি তোমার আত্মসাৎ করিবার আশা আছে ? আমার সাহায্য ভিন্ন তোমাকে হতাশ হইয়া দেশে ফিরিতে হইবে ; তোমার পরিশ্রম, অর্থব্যয়, সমস্তই বৃথা হইবে । এ অবস্থায় কে এখানে কর্ত্তা ? তুমি, না আমি ?—আমিই কর্ত্তা ! আমাকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না ।”

বার্থোলোমো ক্রাস্কি রাগে ফুলিতে লাগিল ; তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল । তাহার অবস্থা দেখিয়া ওয়াল্ডো মনে মনে হাসিতে লাগিল । সে ক্রাস্কিকে ফেপাইবার জন্য ঐ সকল কথা বলিতেছিল—ক্রাস্কি তাহা বুঝিতে পারে নাই ; কিন্তু ওয়াল্ডোকে আর অধিক চটাইতে তাহার সাহস হইল না । সে মুখ ভার করিয়া বলিল, “দেখ, এখন আমাদের বিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই । এখানে বিবাদ করা পাগলামি ; ইহাতে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে ।”

ওয়াল্ডো বলিল, “ও কথা আমি স্বীকার করি, কেবল তোমাকে এখানে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহি । তুমি এখানে কর্ত্তাগিরি ফলাইবার চেষ্টা না করিলেই সকল বিরোধ মিটিয়া যাইবে ।—আমাদের যে কয়েকজন স্বদেশবাসী তোমার যত্নে জাহালা ভূতগুলার হাতে ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাদিগকে যত্ন করিতে হইবে ।—যদি আমার এই আদেশের অত্থা হয় তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না ; আমি তোমাকে ফেলিয়া-রাখিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িব ।”

ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া ক্রাস্কির মুখে কথা ফুটল না । দারুণ ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল । সে বলিল—ওয়াল্ডোর কথা মিথ্যা নহে । ওয়াল্ডো তাহাকে সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে সে শিশুর ভায় অসহায় ; তাহার সকল আশা বিফল হইবে । কিন্তু ওয়াল্ডো প্রথম হইতেই তাহার সহিত কপট ব্যবহার করিতেছিল ; হীরাগুলি উদ্ধার করিয়া তাহাকে না দিয়া সেগুলি বেটা রোসেনকে প্রদান করাই তাহার আস্তরিক ইচ্ছা । ওয়াল্ডো তাহাকে

প্রতিরিত করিবার উদ্দেশ্যেই সাহায্য করিবার ছলে তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল ক্রাস্কি ইহা বুঝিতে পারে নাই; ওয়ালডোকে সে মুহূর্তের জন্য সন্দেহ করে নাই। ওয়ালডো বেটা রোসেনকে সাহায্য করিতে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল—এ কবাবাদও ক্রাস্কি জানিত না।

ওয়ালডো ক্রাস্কিকে নীরব দেখিয়াও তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার লোক ধরন করিতে পারিল না; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, “এতক্ষণে বোধ হয় তোমার একটু আক্কেল হইয়াছে; অতএব বাঁকা পথ ছাড়িয়া সোজা পথে চল, আমাকে কষ্ট বুলিয়া স্বীকার করিয়া আমার হুকুম তামিল কর। আমার সঙ্গে জাৰালানদের গ্রামে চল, কয়েদীরা কি অবস্থায় আছে দেখিয়া আসিব, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতারও ব্যবস্থা করিয়া আসিব। জাৰালানদের ঘরে ইয়ুরোপীয়দের পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্যের অভাব। সুতরাং তোমার ভাঁড়ার হইতে কিছু কিছু মুখরোচক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া—”

ক্রাস্কি উদ্ভাদের শ্রায় গর্জন করিয়া বলিল, “পাগল, পাগল!—ওয়ালডো তুমি কি ক্ষেপিয়া কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছ?—সেই সকল শয়তান আফ্রিকা পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছিল। আমার বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা ধরা পড়িয়া বন্ড জাৰালানদের গৃহে আনদ্ধ আছে; তাহারা যদি সেখানে অনাহারে মরে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি?—আমরা তাহাদের জন্য খাবার লইয়া যাইব? তাহাদিগকে স্নেহে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিব?—এসব কি পাগলের মত কথা নয়?”

ওয়ালডো বলিল, “আবার আমার কথার প্রতিবাদ করিতেছ? তাঁবেদারকে কর্তার আদেশ মানিয়া চলিতে হয় ইহা তুলিয়া যাইতেছ কেন? জাৰালানরা তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি ইংরাজ মহিলা আছে, তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক ইংরাজ ভদ্রলোকের অবশ্য-কর্তব্য—ইহা তুমি অস্বীকার করিলেও আমি ত বিশ্বস্ত হইতে পারি না; কারণ আমি ভদ্রলোক। হাঁ, বেটা রোসেন আহারাভাবে কষ্ট না পায় তাহার স্বাধীনতা আমাকে করিতেই হইবে। এই অবশ্যকর্তব্য সৰ্ব্বদা আমি তোমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে অনিচ্ছুক।”

ক্রাস্কি ওয়ালডোর প্রস্তাবের প্রতিবাদ কবিতে সাহস করিল না। সে তখন একগু উপ্তেজিত হইয়াছিল যে, ওয়ালডোকে সেই মুহূর্ত্তে গুলী করিয়া হত্যা করিতেও তাহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার স্মরণ হইল—ওয়ালডোর সাহায্য ভিন্ন তাহাব কার্যোদ্ধার হইবে না, বিশেষতঃ ওয়ালডোকে গুলী করিবার চেষ্টা করিলে, ওয়ালডো চক্ষু মুদিয়া তাহার গুলী হজম করিবে—ইহাও সে আশা করিতে পারিল না। ক্রাস্কি হুই এক মানট নিশ্চয় থাকিয়া বলিল, “ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া এখন কাজের কথা বল! ডুবুরীর পোষাক পরিয়া পেত্নী দহে নামিতেছ কবে?—আজ কাল করিয়া আর কত দিন ভাঁড়াইবে? হাত পা গুটাইয়া নিরুশ্বা হইয়া আর কত কাল এভাবে বসিয়া থাকা যায়?”

ওয়ালডো বালল, “আর বিশেষ নাই, কালই পেত্নী দহে ডুব দিব। আজ—এই একটু দিন সব্ব কর।”

ক্রাস্কি বলিল, “আজ কাল করিয়া কত দিন কাটাইয়া দিলে; দোখ তোমারই দোড় কত দূর! কাল আবার হয় ত একটা লম্বা মেঘাদ করিয়া বসিবে। তোমার কোন কথায় নির্ভর করা যায় না, আবার বাঁলতেছ তুমি ‘ভদ্রের’ লোক!”

ওয়ালডো বলিল, “না, কাল আবার কথার খেলাপ হইবে না। জলে নামিব আমি, বিপদ আমার; ডুবুরীর পোষাকের, যন্ত্রগুলির কোন খুঁত আছে কি না—না দেখিয়া, পরীক্ষা না করিয়া, ফস্ করিয়া দহের ‘অথাই’ জলে ডুবিব? মরিলে ত তুমি মরিবে না। আমাকেই মারিতে হইবে; কাজেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া ও কাজে হাত দিতে হইতেছে। কাল আমি দহে নিশ্চয়ই নামিব; কিন্তু আজ সন্ধ্যার সময় জাহালাদের গ্রামে গিয়া কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করিব। দেশের লোক, মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে আশা ভরসা দিব। তুমি তাহাদিগকে শক্ত মনে করিতে পার—কিন্তু তাহাদের সহিত আমার শক্ততা নাই। তোমার কাছে টাকা লইব, তোমার কাজ করিব,—সেজন্য তাহাদের প্রতি অভয় ব্যবহার কেন করিব? তুমি ও রকম প্যাচার মত সুখ করিয়া বসিয়া থাকিও না, প্রকৃত হও। কাল তুমি লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক হইবে, আজ কাল তোমার এ রকম বিবরণ থাকা ভাল দেখায়?—কাজটা একটু শক্ত বটে; কিন্তু দাঁত সুখ শিটকাইয়া এতদূর

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখ—যদি ঐ হাঁড়ি মুখেব ভিতর হইতে এক তোলা হাসি
নিঃসৃত হইয়া বাহির কবিতো পাব।”

ওয়ালডোব বিজ্ঞপে ক্রাস্কি আব স্থিৰ থাকিতে না পাবিয়া আশ্চর্য গুটাইয়া
সি তুলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওয়ালডোব লোহার মুণ্ডবব মত বিশাল বাহুদ্বয়ে
তাঁহাব বিভালাঙ্গেব দৃষ্টি শিক্ত হইল। সেই মুণ্ডববে একটি আঘাতে তাঁহার
মুণ্ডকটি ছাতু হইতে পাবে বুঝিয়া সে মুষ্টি শিথল করিল। মিঃ ব্লেক তাঁহাব
কল্পস গণ কবিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন—ক্রাস্কি হইয়া বিশ্বাস কাবিতো পাবে
আই, কিন্তু যে তিনজন ইংবাজ ধৰা পড়িয়াছে—মিঃ ব্লেক তাঁহাদেব অন্ততম, এ কথা
ওয়ালডোব নিকট জানিতে পাবিয়া ভয় ও দুশ্চিন্তায় সে অধীৰ হইয়াছিল,—
কবে তাঁহাৰা সকলেবই ধৰা পড়িয়া বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাব অনিষ্ট কাবিতো
পাবিবেন না—ইহাই তাঁহাব আশাব কথা। ক্রাস্কি ওয়ালডোকে বলিল,
“তাঁহাদিগকে কি ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে—দেখা দবকাব বটে, এস
আহিব হইয়া পড়ি।”

ওয়ালডো নদীৰ বাঁকেব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “দাঁড়াও। আর এক
মিনিট সবু কব।—একজন লোক একখানি ডিম্বায় চড়িয়া নদীৰ ঐ দিক হইতে
খাদিকে আসিতেছে না?—লোকটা কে? মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে—লোকটি
ইয়ুবোপীয়, হাঁ, সাদা বঙ্গ।”

ক্রাস্কি জবাব করিয়া বলিল, “ইয়ুবোপীয়।—বাজে কথা। আশাসঙ্গে নদীতে
কোন ইয়ুবোপীয়েব আসিবাৰ সম্ভাবনা নাই।”

ওয়ালডো বলিল, “তোমাৰ কপালে এক জোড়া চোখ আছে ত। ভাল
করিয়া চাহিয়া দেখ।”

ক্রাস্কি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জীর্ণ নোকায় একজন আরোহাকে দেখিতে
পাইল। নোকারোহীৰ দেহ একটি সাটে আবৃত, মস্তকে ‘পথ’-নির্দিষ্ট টুপি,
টুপিটি পুৰাতন ও জীর্ণ, কিন্তু লোকটি তখন দূৰে থাকায় ক্রাস্কি তাঁহাব মুখ
স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না। সে হুই এক মিনিট চাহিয়া-থাকিয়া বলিল, “ও
এক মিনিট। কোন ইয়ুবোপীয় এখানে আসিতে পারিবে না।”

কিন্তু ওয়াল্ডোর দেহে যেমন অসাধারণ বল, তাহার দৃষ্টিশক্তিও সেইরূপ তীক্ষ্ণ। সে দেখিল লোকটি খেতাজ পুরুষ। তাহার ধারণা হইল—লোকটি বিপন্ন, তাহার বেশভূষাও মলিন।

ক্রাস্কি দূরবীণ বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে আগন্তুককে দেখিয়া বুঝিতে পারিল—ওয়াল্ডোর কথা সত্য। সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, “হঁ। ওয়াল্ডো! লোকটা ইয়ুরোপীয়ই বটে!—কিন্তু ডিক্সায় চাপিয়া লোকটা? কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিতেছে? চারি দিকেই বাধা বিঘ্ন। একটু নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। আমার বিশ্বাস ছিল—এই পেত্নী দহ সম্পূর্ণ নির্জন স্থান, ইহার চতুর্দিকে এক মাইলের মধ্যে কোন খেতাজের বসবাস নাই। কিন্তু রবার্ট ব্লেক দুই তিন জন লোক সঙ্গে লইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া জুটিয়াছে, আবার আর একজন ইয়ুরোপীয়কেও নোকা লইয়া এই দিকে আসিতে দেখিতেছি!—এ বড়ই খারাপ লক্ষণ।”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “কিন্তু এজন্ত আক্ষেপ করিয়া ফল কি? তুমি ভয়েই সারা হইলে! নদী-পথে কত লোক আসিবে, কত লোক যাইবে; লোক দেখিলেই আতঙ্কে তোমার হৃৎকম্প হইবে—এ যে বড় বিপদের কথা! অদৃষ্টে যা আছে ঘটবে; ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি জয়লাভ করিতে পারিবে?—লোকট এখানে আসিতেছে, আশ্চর্য। উহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে—কোন বিপদে পড়িয়া আমাদের সাহায্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। বিপন্নকে সাহায্য করত মানুষেরই কাজ।”

ক্রাস্কি উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, “লোকটা বিপন্ন হইয়া আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেই উহাকে সাহায্য করিতে হইবে?—তোমার কি ধারণা আমি আফ্রিকার এই অঞ্চলে আসিয়া দানসত্র খুলিয়া বসিয়াছি? টম, ডিক, হ্যারি, পিট—যে নদীপ্রান্তে ভাসিয়া আসিবে তাহাকেই সাহায্য করিব?”

ওয়াল্ডো বলিল, “কিন্তু আমি এখানে আছি এবং আমিই কর্তা—একথা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ কেন?”

চতুর্থ তরঙ্গ

ওয়ালডোর ক্রোধ

যে লোকটি ডিঙ্গা ডিঙ্গায় চড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছিল সে যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল তাহা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই ওয়ালডো বুঝিতে পারিয়াছিল। ডিঙ্গার দাঁড় তাহার হাতে ছিল না, ডিঙ্গাখানি অল্পকাল স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিল। ডিঙ্গার আরোহী অত্যন্ত দুর্বল এবং হতাশ বলিয়াই ওয়ালডোর ধারণা হইল। তাহার যেন বাহুজ্ঞান ছিল না; তাহার ডিঙ্গা বাঙ্গলার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়াও সে বাঙ্গলার নীচে ডিঙ্গা ভিড়াইবার চেষ্টা করিল না। তাহার ডিঙ্গা যে স্থান দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল তাহার অদূরে নদীর মধ্যস্থলে একখানি ভেলা আবদ্ধ ছিল; সেই ভেলার উপর ডুবুরীদের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদি ছিল; সেই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ডুবুরীরা জলের ভিতর নামিয়া ডুবো জিনিস নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করে। ওয়ালডো সেই ভেলা হইতে জলে নামিয়া হীরাগুলি সংগ্রহ করিবে—এই উদ্দেশ্যেই ভেলাখানি সেই স্থানে রাখা হইয়াছিল। সাজটি কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা ওয়ালডোর অজ্ঞাত ছিল না, এবং অদ্ভুতকন্ম্যা ওয়ালডো ভিন্ন অন্য কেহ সেসম্পন্ন দুঃসহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিত না।

ডিঙ্গা নদীতীরবর্ত্তী ‘বাঙ্গলা’ অতিক্রম করিল দেখিয়া ক্রাস্কি বলিল, “লোকটা এখানে ডিঙ্গা ভিড়াইল না, সোজা চলিয়া যাইতেছে। (he's going straight past) ভালই হইল; আপদ বিদায় হইলসেই বাঁচি।”

ওয়ালডো ক্রাস্কির কথায় কর্ণপাত না করিয়া উভয় মুষ্টি একত্র করিয়া মুখের কাছে ধরিল, এবং তাহার ভিতর দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “ডিঙ্গায় কে যায় হে !”

ক্রাস্কি সক্রোধে বলিল, “কচুপোড়া ষাও ! তোমার কি রকম আক্কেল হা !
উৎপন্ন চলিয়া যাইতেছে—যাইতে দাও। পথের আপদ কুড়াইয়া আনিবার জন্ত

ব্যস্ত হইয়াছ কেন? আমি উহাকে এখানে উঠিতে দিব না। উহাকে ডাকিও না।”

ওয়াল্ডো বলিল, “কিন্তু বিপন্নকে সাহায্য করাই আমার স্বভাব। আমিই এখানে কর্তা; তোমার হুকুম মানিব কেন? তুমি বেশী গোলমাল করিলে এক ঘুসিতে তোমার মাথা গুঁড়া করিয়া দিব। এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে লইয়া আমি আশ্বস্ত করিতেছিলাম; হাঁ, বেশ মজা দেখিতেছিলাম; কিন্তু এখন তোমার আচরণে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছে!” (but you are just beginning to get on my nerves.)

ক্রোধে ক্রাস্কির কণ্ঠরোধ হইল। প্রকৃত পক্ষে সে স্বয়ং কর্তা; এই ব্যয়সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সকল ব্যয়-ভার সে বহন করিতেছিল। ওয়াল্ডো তাহার ভাড়াটে ডুবুদী; তাহার হুকুমের চাকর; অথচ এখানে আসিয়া ওয়াল্ডো গায়ের জোরে তাহার মনিব হইয়া বসিয়াছিল, তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেছিল যেন সে ওয়াল্ডোর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য! ক্রাস্কি ধনাঢ্য ব্যক্তি, সকলেই নতশিরে তাহার আদেশ পালন করিয়া আসিয়াছে; তাহারও আদেশে তাহাকে পরিচালিত হইতে হয় নাই, তাহার কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করিতে কেহ কোন দিন সাহস করে নাই। কিন্তু আফ্রিকার এই জঙ্গলে আসিয়া তাহাকে ওয়াল্ডো কর্তৃক পদে পদে অগমানিত, লাঞ্চিত হইতে হইতেছে!—সে কি করিয়া ধৈর্য ধারণ করিবে? ক্রোধ সংবরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল। সে মনে মনে ওয়াল্ডোর মুণ্ড চৰ্চণ করিতে লাগিল। ক্রোধে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। (his face became purple with rage.) সে বিকৃত স্বরে বলিল, “শুণ সামান্য করিয়া কথা বলিও; যদি ভাল চাও—তাহা হইলে স্মরণ রাখিও আমিই কর্তা—আমিই মালিক; তুমি আমার তাঁবেদার মাত্র, আমার ভাড়াটে—”

ওয়াল্ডো ক্রাস্কির অসংযত উচ্ছ্বাসে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, “এ লোকটা কোন বিপদে পড়িয়াছে, উহাকে সাহায্য করিতেই হইবে। উহার দিকে একবার চাহিয়া দেখ; বেচারার অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে।”

ডিম্বার আরোহী নদীতীরে দৃষ্টিপাত করিয়া বাজনাখানি দেখিতে পাইল ; হিট মনুষ্য-মূর্তিও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না । তাহার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তাহার চিন্তাক্রান্ত পাত্তুর মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । সে হাত পাড়িয়া সাড়া দিল, তাহার পর ডিম্বার দাঁড় ধরিয়া মোড় ঘুরাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল, এজন্য তাহার চেষ্টা সফল হইল না । নৌকা সে ঘুরাইতে পারিল না, তাহা পূর্ববৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিল । তখন আরোহী নৌকার হাল ধরিয়া নৌকাখানি স্রোতের প্রতিকূলে পরিচালিত করিবার আশায় উঠিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু প্রচণ্ড স্রোতে সে সামলাইতে পারিল না । নৌকা কাত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সে চিত হইয়া নদীর ভিতর পড়িয়া গেল ! ‘ঝপাং’ করিয়া শব্দ হইল ; ডিম্বাখানিও উল্টাইয়া গিয়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিল । (the canoe went floating down the stream upside down.) ডিম্বার আরোহীর চিকুমাত্র লক্ষিত হইল না ; সে যেখানে জলে পড়িয়াছিল, সেই স্থানে কয়েকটি বৃদ্ধ উঠিয়া চক্ষুর নিমেষে জলে মিশিয়া গেল ।

ওয়ালডো এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না । সে চিৎকার করিয়া বলিল, “যাঃ, সর্বনাশ হইল । নদী যে কুমীরে ভরা । লোকটা জলে ডুবিয়া গেল ; যদি সাঁতার দিয়া ডাঙ্গায় উঠিবার চেষ্টা করে—তাহা হইলেও ও কি তাঁরে উঠিতে পারিবে ? উহাকে কুমীরে এখনই খাইয়া ফেলিবে !”

ওয়ালডো তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে নদীতীরে উপস্থিত হইল, এবং একখানি ডিম্বায় উঠিয়া পূর্বোক্ত ডিম্বার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক অন্তত কাণ্ড দেখিতে পাইল ।—সে দেখিল, জলমগ্ন আরোহী জলের উপর মাথা তুলিয়া তীরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তাহার পশ্চাতের জলরাশি সবেগে আন্দোলিত হইল ; সঙ্গে সঙ্গে স্রবৎ ঢেঁকির মত দীর্ঘ একটা ক্রমবর্ণ পদার্থ—জলের উপর সবেগে ভাসিয়া উঠিল ; তাহা মেটে রঙের একটি প্রকাণ্ড কুমীর !—কুমীরটা মুহূর্তমধ্যে একটা চক্র দিয়া লোকটার পায়ে কাছে ডুব দিল । ওয়ালডো বুঝিতে পারিল—কুমীরটা মুহূর্ত মধ্যে সেই হতভাগ্যের পা ধরিয়া তাহাকে গভীর জলে টানিয়া লইয়া যাইবে ।

ওয়াল্ডো প্রচণ্ড বেগে দাঁড় বাহিয়া লোকটির কাছে চলিল ; কিন্তু সে তাহাকে সাহায্য করিবার পূর্বেই মর্শ্বেদী কাতর আর্ন্তনাদ শুনিতে পাইল । তৎক্ষণাৎ সে দেখিল—লোকটা তীরে উঠিবার জন্ত লাফ দিতেই সবেগে পশ্চাতে আকুঞ্চিত হইল—যেন কেহ তাকার পা ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে টানিয়া লইল !—লোকটা পুনর্বার মহাভয়ে আর্ন্তনাদ করিল ; প্রকাণ্ডকায় কুমীরটাও জলের উপর সবেগে লাঙ্গলাঘাত করিয়া, শিকার মুখে লইয়া তীরের দিকে ধাবিত হইল । সেই স্থানের জলরাশি আন্দোলিত ও আলোড়িত হইল । সে দৃশ্য অতি ভীষণ !—শিকারের এক পা কুমীরের মুখের ভিতর ছিল—ওয়াল্ডো ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল ।

ওয়াল্ডোকে নৌকারোহণে কুমীরের অন্তরঙ্গ করিতে দেখিয়া ক্রাস্কি প্রমাদ গণিল ; সে চিৎকার করিয়া বলিল, “শীঘ্র ফিরিয়া এসো ওয়াল্ডো ! ও রকম গোঁয়াতুর্মি কবিও না । কুমীরের কাছে চালাকী খাটিবে না । উহাকে কুমীরে ধরিয়াছে, এখনই গিলিয়া ফেলিবে । তুনি উহাকে বাঁচাইতে পারিবে না, নিজেও মরিবে । ওভাবে আত্মহত্যা কবিও না ওয়াল্ডো ! সময় থাকিতে ফিরিয়া এসো ।”

ওয়াল্ডো ক্রাস্কির অনুরোধে কর্ণপাত করিল না, নিজের বিপদের ভয়েও কাতর হইল না । সে জানিত ক্রাস্কি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্তই তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিতেছে । সে কুমীরের উদরে প্রবেশ করিলে পেত্নী দহ হইতে হীরাগুলি উদ্ধার করা ক্রাস্কির অসাধ্য হইবে ; তাহার অর্থব্যয়, পরিশ্রম, চেষ্টা যত্ন সকলই বিফল হইবে ।—এই জন্তই ক্রাস্কি তাহাকে সতর্ক করিতেছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়া ওয়াল্ডো-ক্রাস্কির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না । একজন নৌকারোহী কুস্তীর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার চক্ষুর উপর কুস্তীর লোকটাকে দ্রাস করিবে—এ চিন্তা ওয়াল্ডোর অসহ্য হইল । কিন্তু সে তখন নিরস্ত্র, নৌকায় উঠিবার সময় সে পিস্তলটি সঙ্গে লইবারও অবসর পায় নাই ; পিস্তলের কথা তাহার স্মরণ ছিল না । এখন তাহার মনে তহিল—পিস্তল না আনিয়া সে ভয়ানক ভুল করিয়াছে ; কিন্তু উপায় কি ? বাহুবল ভিন্ন তাহার অস্ত্র কোন সম্বল ছিল না । সে কি বাহুবলে কুস্তীরের কবল হইতে সেই বিপন্ন ভদ্র লোকটিকে উদ্ধার করিতে

পারিবে? খালি হাতে সেই বিকটাকার জুঁক ও লুক্ক দুর্দান্ত জলজন্তুর সহিত
 যুদ্ধ করা কি তাহার সাধ্য হইবে?—উহা অসাধ্য, ইহা পাগলামি বলিয়াই তাহার
 মনে হইল। কিন্তু এইরূপ দুঃসাহসের কার্য্যেই তাহার আনন্দ। অন্তের অসাধ্য
 কার্য্য সে অবহেলায় সম্পন্ন করে, এজন্য সকলে তাহাকে ‘অদ্ভুতকর্মা’ বলে।
 —তাহার নাম কি বৃথা হইবে?

ওয়াল্ডো মুহূর্ত্তের জন্য ভীত, বিচলিত বা কুণ্ঠিত হইল না। তাহার নৌকা
 কুস্তীরের নিকট নীত হইবার পূর্বেই সে কুস্তীরের ক্রমবর্ণ দেহ লক্ষ্য করিয়া জলে
 লাফাইয়া পড়িল।—অন্তের যাঁহা অসাধ্য, অসম্ভব সেই কার্য্য সাধনের জন্য সে
 দেহের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিল।

ওয়াল্ডোকে কুমীরের কাছে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি-
 বাকুল স্বরে বলিল, “তফাৎ যান, তফাৎ যান! আপনি এ দিকে আসিবেন না।
 আমাকে কুমীরে ধরিয়াছে, আমার আর উদ্ধার নাই। আপনি এখানে আসিলে
 কুমীর আপনাকেও খাইয়া ফেলিবে।”

ওয়াল্ডো তাহার কথা শুনিয়া বলিল, “বাই জোভ! আপনিও ইংরাজ!
 আমার স্বদেশী? তবে ত আপনার প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে।”

কুমীর তখন তাহার শিকারটিকে মুখে লইয়া নদীকূলে উপস্থিত হইয়াছিল।
 বিপন্ন লোকটি কাদার ভিতর দুই হাতে হাঁচড়-পাঁচড় করিতে করিতে রুদ্ধ স্বাসে
 বলিল, “পারিবেন না; আমাকে রক্ষা করা আপনার অসাধ্য। আপনি কেন
 অনর্থক প্রাণ দিবেন? কুমীর আপনাকে ধরিলে আপনিও নিশ্চয়ই মরিবেন।
 আমি এই কুমীরগুলোকে জানি। বহুদিন এই কুমীরের দেশে বাস করিয়াছি।
 ইহারা সাক্ষাৎ যম! আমার পা মুখে পুরিয়াছে; এখনই আনাকে গিলিয়া
 ফেলিবে।—আপনি—”

লোকটি কথা শেষ করিতে পারিল না। কুমীর তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্ভূত
 হইয়াছে, তাহার আত্মরক্ষার আশা নাই, জানিয়াও সে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া
 ওয়াল্ডোকে সতর্ক করিতেছে, তাহার সাহায্য চাহিতেছে না!—ওয়াল্ডো
 প্রসংশমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—লোকটির বয়স অধিক

নহে, পঁচিশ ছাশ্বিশ বৎসরের যুবক। সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া স্পন্দিতবক্ষে যত্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখনও তাহার চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই। ওয়াল্ডোর প্রাণ রক্ষার জন্ত তখনও তাহার কি গভীর আগ্রহ!

কিন্তু ওয়াল্ডো তাহার অনুরোধে নৌকায় প্রত্যাগমন করিল না; সে কর্মমাস্ত্র অগভীর জলে সাঁতার দিয়া কুমীরের নিকট উপস্থিত হইল, তাহার পর এক ডুবে তাহার পাশে আসিয়া কুমীরের পিঠে চড়িয়া বসিল! কুমীরটার মুখের ভিতর মাঝুয়ের পা, তাহা ছাড়িয়া দিলে শিকার পলায়ন করে, অথচ তাহার পিঠে তিন মন সাড়ে বার সের ভারি এক জোয়ান! কুমীর নিরুপায় হইয়া জলের ভিতর ডুব মারিল। ওয়াল্ডো সেই মুহূর্ত্তে সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া কুমীরের দুই চোখে দুই আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া একপ জোরে খোঁচা দিল যে, আঙ্গুল দুটি তাহার চোখের গর্তের ভিতর এক ইঞ্চি বসিয়া গেল।

কুমীর যন্ত্রণায় বিকট গর্জন করিয়া জলে ভাসিয়া উঠিল, লাঙ্গলের আফালনে কর্মমপূর্ণ জলরাশি তোলপাড় করিয়া তুলিল, এবং ওয়াল্ডোকে পিঠের উপর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু হায় বুথা চেষ্টা!— ওয়াল্ডো তাহার দুই পাশে দুই পা বুলাইয়া দিয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া, তাহার দুই চোখে লোহার গজালের মত শক্ত দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করাইয়া জগদল পাষণ-বৃষ্টির ত্রায় তাহার প্রশস্ত পৃষ্ঠে উপবিষ্ট! তাহাকে সিংহাসন-চ্যুত করা কুস্তীর-রাজের অসাধ্য হইল।

ওয়াল্ডো কুস্তীর-কবলিত যুবককে বলিল, “ঘাবড়াইও না ভাই! আমি কুমীরটার চোখের দফা রফা করিয়াছি।—চোখের যন্ত্রণায় এখনই হা করিয়া খাবি খাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি উহার মুখের ভিতর হইতে পা বাহির করিয়া লইবে।”

ওয়াল্ডো কুমীরের চোখের ভিতর সূক্ষ্ম দীর্ঘ আঙ্গুল দুটি আরও এক ইঞ্চি ঝুলাইয়া দিল। এবার কুমীর যন্ত্রণায় গাঁ গাঁ শব্দ করিয়া তীরের দিকে ছুটিল। জলের ভিতর এক হৃদ্যন্ত শব্দ তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে; তীরে উঠিলে যদি সে

যুক্তি লাভ করিতে পারে—এই আশায় সে তীরে উঠিবার জন্য ব্যাকুল হইল।

কুমীর যন্ত্রণায় মুখব্যাদান করিবা মাত্র ওয়াল্ডো যুবকটিকে বলিল, “এইবার!—শীঘ্র পা বাহির করিয়া লও।”

ওয়াল্ডো ফস্ করিয়া কুমীরের চোখ দুটি ছাড়িয়া দিল, এবং তাহার মুখের উদ্ধাংশ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কাঁধের উপর এক পা রাখিল, ‘অন্ত’ পা তাহার হায়ের ভিতর পুরিয়া দিয়া, কাঠুরিয়া যে ভাবে কাঠ ফাড়ে, সেই ভাবে কুমীরটার মুখ-বিবন অধিকতর উন্মুক্ত করিয়া তাহার চুয়াল ফাড়িবার উপক্রম করিল।—সেই আকর্ষণে কুমীরের মাথা তাহার পিঠের দিকে আসিয়া পড়িল। তাহার সাধ্য কি যে সে মুখ বন্ধ করে! কুমীর যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সবেগে উদগার তুলিল : সেই উদগারের দুর্গন্ধে ওয়াল্ডোর বমনোদ্বেগ হইল! কিন্তু সে সামলাইয়া লইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল; যুবকটি তখন কুমীরের মুখের ভিতর হইতে পা বাহির করিয়া সবেগে তীরস্থ কন্দমরাশিতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় যুবকটির পিঠের দিকে চাহিয়া ওয়াল্ডো সবিস্ময়ে তাহার স্বক্ষে বর্ষায় গভীর ক্ষত-চিহ্ন দেখিতে পাইল! ওয়াল্ডো বুঝিতে পারিল—সেই বর্ষার আঘাতেই যুবকটি অধিকতর কাতর ও দুর্বল হইয়াছিল।

ওয়াল্ডোর প্রচণ্ড আকর্ষণে কুমীরটার দুই কশের মাংস ফট-ফট করিতেছিল। ‘ফটাং’ শব্দে তাহার দুই কশ ফাটিয়া হাড় বাহির হইল। তাহার মাথা তাহার পিঠের উপর উল্টাইয়া পড়িল, এবং তাহার লাঙ্গুল প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল। (the head was now right back and the tail was lashing madly.) করাতের দাঁতের নত তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়া শুভ্রকান্তি বিকাশ করিতে লাগিল।

ওয়াল্ডো যুবকটিকে বলিল, “শীঘ্র কিনারায় যাও, শীঘ্র!—ভাঙ্গায় উঠিতে পারিলেই তুমি নিরাপদ।”

কুমীরটা পূর্বেই অন্ধ হইয়াছিল এবার তাহার দুই কশ ফাড়াইয়া শোণিতে ম্রু-স্রোত বহিল; নদার জল বহুদূর পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। ওয়াল্ডো কুমীরের

বুধ ছাড়িয়া দিয়া তাহার পিঠ হইতে যুবকের পাশে লাকাইয়া পড়িল, এবং তাহাকে ছই হাতে ধরিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কুমীরটা কিছুকাল যতবৎ জলে ভাসিতে লাগিল, তাহার পর সন্ধ্যা আন্দোলিত করিয়া জলের ভিতর ছই একটা পাক দিয়া ধীরে ধীরে নদীগর্ভে অদৃশ্য হইল। ওয়ালডো আর তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল না। কুমীর জীবিত থাকিলেও শিকারের দিকে অগ্রসর হইতে আর সাহস করিল না।

যুবকটি নদীকূলে লুটাইয়া পড়িয়া নিশ্চত নেত্রে ওয়ালডোর দিকে চাহিয়া স্থলিত স্বরে বলিল, “জীবনে এ রকম কাণ্ড দেখি নাই! আমি ত মরিয়াই ছিলাম। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন। কি বলিয়া আপনাকে—”

ওয়ালডো বলিল, “ধন্যবাদ দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিবার দরকার নাই। আমরা শীঘ্রই তোমার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছি।”

যুবক বলিল, “আপনি জীবন বিপন্ন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, অথচ আমি আপনার অপরিচিত। আমার নাম সুবার্ট,—ডেভি সুবার্ট। আমার পা কুমীরের দাঁতে বিধিয়া ঝরণা হইয়া গিয়াছে; হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি কোপ্পা-কুগী হইতে কঙ্গোয় বাইতেছিলাম। নদী দিয়া চলিতে চলিতে ভুলিয়া অন্য নদীতে আসিয়া পড়িয়াছি। নদীর ধারে বস্ত্র জাতির্য বেড়াইতেছিল। আমাকে দেখিয়া বর্শা ছুড়িয়াছিল। বর্শা আমার ঘাড়ে বিধিয়াছিল; মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছি।”

ওয়ালডো বলিল, “এখন খুব আরামের সঙ্গেই বাঁচিবে। সুস্থ হইয়া তোমার কাহিনী শুনাইও। তোমার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

ওয়ালডো সুবার্টের ক্ষতবিক্ষত পা পরীক্ষা করিল। কুমীরের তীক্ষ্ণ দন্ডে তাহার পায়ের বহুস্থান ফুটা হইয়া হাড় বাহির হইয়াছিল; কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। সূচিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় ক্ষত আরোগ্য হইবার আশা ছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার কাঁধে বর্শার আঘাতে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতেও কিছুদিন ভুগিবার আশঙ্কা ছিল।

নদীর অন্য ধারে ক্রান্তিক দাঁড়াইয়া ছিল; কয়েক জন জাখালা যুবক তাহার

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ওয়াল্‌ডোর অমুদ্রিত অসম সাহসের কাজ দেখিতেছিল। তাহারা ওয়াল্‌ডোকে কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। মানুষের দেহে এরূপ বল থাকিতে পারে ইহা তাহাদের ধারণাভীত। তাহারা মনে করিল ওয়াল্‌ডো মানুষ নহে, সে খুব বড় রোজা, না হয় দেবতা !

ওয়াল্‌ডো উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “ক্রাস্কি, শীঘ্র একখানা নৌকা পাঠাও। ওখানে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া হা করিয়া কি দেখিতেছ ? লোকটাকে বাঁচাইতে হইবে ত ?”

ক্রাস্কি বলিল, “যাহাকে কুমীরের মুখ হইতে কাড়িয়া লইলে সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে ? তাজ্জবের কথা বটে !”

ওয়াল্‌ডো উত্তেজিত স্বরে বলিল, “সে বাঁচিয়া আছে কি না তাহা জানিয়া তোমার কি লাভ ? শীঘ্র একখানা নৌকা আন, আমি ইহাকে বাঙ্গলায় লইয়া যাইব, শীঘ্র ইহার শুদ্ধিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

ক্রাস্কি গর্জন করিয়া বলিল, “কোথাকার উড়ো ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিল !”—সে নৌকা পাঠাইতে সম্মত হইল না ; কিন্তু জাখালা যুবকেরা ওয়াল্‌ডোর আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। দুইজন জাখালা যুবক একখানি ডিঙ্গা লইয়া নদীর অপরিপারে উপস্থিত হইল। ওয়াল্‌ডো স্নবার্টকে কোলে তুলিয়া লইয়া ডিঙ্গায় উঠিল ; এবং ডিঙ্গা বাঙ্গলার নিকট উপস্থিত হইলে সে স্নবার্টকে কাঁধে লইয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিল।

ক্রাস্কি বাঙ্গলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ওয়াল্‌ডোর কাজ দেখিতেছিল। সে রাগে ফুলিতে ফুলিতে বাঙ্গলার ভিতর প্রবেশ করিয়া ওয়াল্‌ডোকে বলিল, “তোমার এ কি রকম আকেন ? যে কাজের জন্য তোমাকে এদেশে লইয়া আসিয়া—সে কাজের দিকে তোমার লক্ষ্য নাই, বাজে ফ্যাসাদে মত্ত হইয়া—”

ওয়াল্‌ডো তীব্র দৃষ্টিতে ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মনুষ্য-জীবন আমি হীরা জহরত অপেক্ষা মূল্যবান মনে করি ক্রাস্কি ! শীঘ্র এক জন জল আনিয়া দাও ; আর শুষ্কের বাঙ্গ, ব্যাণ্ডেজ, লিট, এন্টিসেপ্টিক, ব্র্যান্ডি প্রভৃতিও—”

ক্রাস্কি নড়িল না ; ক্রোধে চোখ মুখ লাল করিয়া সে বিকৃত স্বরে বলিল, “যে মরিতে বসিয়াছে —তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত এত ঘটনা করিবার কি প্রয়োজন ? উহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই—তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না ? উহার জন্ত সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি ? যতই চেষ্টা কর—উহাকে অধিক কাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। উহাকে শাস্তিতে মরিতে দাও ; কোথায় উহার গোর দিবে, তাহাই এখন স্থির কর।”

ওয়াল্ডো ক্রাস্কির মুখের দিকে আরক্তিম নেত্রে চাহিয়া দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিতে লাগিল ! তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। কিন্তু সে হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া কোমল দৃষ্টিতে সুবার্টের মুখের দিকে চাহিল, এবং তাহাকে ক্রাস্কির পুরু বিছানার উপর শয়ন করাইয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িল। ক্রাস্কি তাহার আদেশ পালন করিল না দেখিয়া সে ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া ঘরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিল, বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিল, “বাহিরে যাও।”

ক্রাস্কি বলিল, “কে বাহিরে যাইবে ?—আমি ? তোমার এত স্পর্ধা যে,—”

ওয়াল্ডো পূর্ববৎ অচঞ্চল স্বরে বলিল, “শীঘ্র বাহিরে যাও—নিকালো !”

ক্রাস্কি ওয়াল্ডোর ধৃষ্টতায় আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তুমি নিজেকে কি মনে করিয়াছ বলিতে পার ? (who do you think you are ?) আমার নিজের বাঙ্গলা হইতে আমাকে বাহির করিয়া দিতে চাও—তোমার এত স্পর্ধা !”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমার স্পর্ধার আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন। আমি তোমাকে দশ সেকেণ্ড মাত্র সময় দিলাম, এই সময়ের মধ্যে তুমি তোমার ঐ কদাকার স্বগিত চেহারার আমার দৃষ্টির বাহিরে লইয়া যাও ; আর এক মুহূর্ত্ত আমার চক্ষু অপবিত্র করিও না।—আমার কথা বুঝিতে পারিচ্ছ, গাধা ! যদি আমার আদেশ পালনে বিলম্ব কর—তাহা হইলে কি করিব শুনিবে ?—বাড় ধরিয়া তোমাকে মাথার উপর তুলিয়া, ঐ দরজা দিয়া বারান্দার নীচে ফেলিয়া দিব। তোমার একখানা হাড়ও আঁতু থাকিকে না। তুমি খেঁকি কুকুরেরও

অধম ; তোমার অপবিত্র দেহের বাতাশ লাগিয়া আমার দেহ অণুচি হইতেছে ; ইহা আমার অসহ্য ।—নিকালো শূয়ার !”

এই তীব্র তিরস্কারে ক্রাস্কি মুহূর্তের জন্ত যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল ; কিন্তু চক্ষুর নিমেষে তাহার ক্রোধ-সমুদ্র আলোড়িত হইল। এক্ষণে অপমান সে জীবনে সহ্য করে নাই। সে চিরদিন তাহার তাঁবেদারদের উপর হুকুম চালাইয়া আসিয়াছে ; সামান্য কারণে তাহাদের অপমান করিয়াছে, বেত্রাঘাত করিয়াছে, নানাভাবে শাস্তি দিয়াছে ; আজ একজন আশ্রিত অনুচরের হস্তে তাহার এই লাঞ্ছনা ? অথচ সে প্রকাণ্ড জোয়ান, ওয়াল্‌ডোকে সে চাপিয়া মারিতে পারে। অনুচরবর্গের সম্মুখে লাজিত হইয়া সে ক্রোধে গর্জন করিয়া, ঘুসি তুলিয়া ওয়াল্‌ডোর সম্মুখে সরিয়া পেল, বিকৃত স্বরে বলিল, “ওরে কুকুর ! আমার ঘর হইতে আমাকেই তুই বাহির করিয়া দিতে চাহিস্—?—তুই মনে করিয়াছিস্ কি ? তুই আমার ভাড়াটে চাকর, আমার বেতনভোগী ভৃত্য, আমার সঙ্গে এই ব্যবহার ? কুমীরের গ্রাস হইতে যাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিস্—আমার ঘরে তাহার স্থান হইবে না। সে অনায়াসে নদীর ধারে পড়িয়া মরিতে পারে। উহার অবস্থা দেখিয়া যদি তোর দয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে—”

ক্রাস্কির কথা শেষ হইল না ; ওয়াল্‌ডো তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এক হাতে ক্রাস্কির বাড় ধরিয়া, অস্ত্র হাত তাহার সুবিশাল নিতম্বের নিয়ে চালাইয়া, চক্ষুর নিমেষে তাহাকে চিত করিয়া শূণ্যে তুলিল—যেন ক্রাস্কি একটি সোলার পুতুল, অথবা খৈএর বস্তা !—ওয়াল্‌ডো তাহাকে সেই ভাবে লইয়া বাঙ্গলার বারান্দায় আসিল, এবং বারান্দার উপর হইতে তাহার নিম্নস্থিত গড়ানে সানের উপর নিক্ষেপ করিল। ক্রাস্কি সেই সানের উপর হইতে, মিউনিসিপালিটির লোহার ক্রলের মত গড়াইতে গড়াইতে আরও নীচে চালিয়া গেল। জাফালা যুবকেরা বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া ক্রাস্কির হৃদশা দেখিতেছিল ; তাহারা ক্রাস্কির পক্ষাবলম্বন করিয়া ওয়াল্‌ডোকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। ক্রাস্কির হৃদশা দেখিয়াও তাহারা নুঙ্ক বা বিচলিত হইল না। ক্রাস্কি গড়াইতে গড়াইতে কিছু দূরে গিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে বাধিয়া গেল। সে সেই গুঁড়ি

ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বিশাল উদরের খুলা ঝাড়িতে লাগিল। সে বাঙ্গলার ঝারের দিকে চাহিয়া ওয়াল্ডোকে দেখিতে পাইল না। সে কদর্য্য ভাষায় ওয়াল্ডোকে গালি দিতে দিতে দ্রুতবেগে বারান্দার দিকে ধাবিত হইল; কিন্তু বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না। পুনর্ব্বার ওয়াল্ডোর হাতে পড়িলে তাহার কি দুর্দশা হইবে বুঝিতে পারিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল পিস্তল আনিয়া ওয়াল্ডোকে গুলী করিবে; কিন্তু ওয়াল্ডোকে হত্যা করিলে হীরাগুলি উদ্ধারের আশা থাকিবে না, বহু অর্থব্যয় করিয়া পেত্নী দহে আসিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। অগত্যা নিষ্ফল ক্রোধে সে দাঁতে দাঁতে ঘষিতে লাগিল; (he gritted his teeth with helpless rage.) এবং সন্মুখে একটা জাষালা যুবককে দণ্ডায়মান দেখিয়া অন্ধ ক্রোধে তাহাকেই প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিল। চারি পাঁচ জন জাষালা তাহাদের সঙ্গীকে তুলিতে গেল। ক্রাস্কি তাহাদের দিকে আর অগ্রসর না হইয়া হতাশ ভাবে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চম তরঙ্গ

টাইগারের আবির্ভাব

শ্মিথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “না কর্ত্তা, আমি হাতের বাঁধন—একচুলও আলগা করিতে পারিলাম না!—আপনি কোন কৌশলে গেরো খুলিতে পারিবেন না? আপনাকেও কি ঐ রকম শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার হাতের বাঁধন চামড়া কাটিয়া বসে নাই বটে, কিন্তু গ্রীষ্ম খুলিবার উপায় নাই। আর যদি আমরা বাঁধন খুলিতেও পারি—তাহা হইলে এই গ্রাম হইতে ত পলায়ন করিতে পারিব না।” (there is no escape from this village.)

শ্মিথ বলিল, “সে কথা সত্য, কিন্তু যদি আমরা হাতের বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে পারি—তাহা হইলে ভীষণ কীট পতঙ্গগুলার কবল হইতে ত পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব। এই কুটীরে বোলতা, বিষাক্ত মাকড়সা, বিচ্ছু, কেন্নো—কত রকম কীট পতঙ্গ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়াছেন? তাহার উপর দরজা বন্দ, জানালা নাই, গরমে সিদ্ধ হইয়া মরিলাম!”

শ্মিথের বর্ণনায় অত্যাক্তি ছিল। গ্রাম্য কুটীরের ভিতর গরম অত্যন্ত অধিক হইলেও বিষাক্ত কীট পতঙ্গের সংখ্যা অধিক ছিল না। দুই একটা বোলতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বটে, কিন্তু বিচ্ছু বা বিষাক্ত মাকড়সা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পচা জিনিসের দুর্গন্ধে ও কাঠের ধোঁয়ায় তাঁহাদের কষ্ট হইতেছিল। কুটীরের জানালা না থাকায় এবং ক্ষুদ্রদ্বার রুদ্ধ থাকায় কুটীরে আলোক বাতাস প্রবেশের উপায় ছিল না। মিঃ ব্লেক ও শ্মিথ একটি কুঠুরীতে আবদ্ধ হইয়া পলায়নের অস্ত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন। নিজেদের অস্ত্র তাঁহাদের দৃষ্টিস্তা হয় নাই; যেটা রোসেনের বিপদের কথা চিন্তা করিয়াই তাঁহারা ক্লক ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। যেটা রোসেনকেও এই সকল ভীষণপ্রকৃতি, নরমাংস-লোলুপ, জুর বর্করগুলার

কবলে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহাদের মন আতঙ্কে পূর্ণ হইয়াছিল। শ্বিথ হতাশ ভাবে আক্ষেপ করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অধীর হইও না শ্বিথ, অধীর হইয়া কোন লাভ নাই। ভয়ে ব্যাকুল হইয়াই বা কল কি? আমরা রজ্জুবদ্ধ হইয়া এই দুর্দান্ত নিগারগুলার নোংরা কুটীরে আটক রহিয়াছি বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, উহারা আমাদেরকে হত্যা করিবার জন্য উৎসুক নহে; সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে উহারা এখানে আনিবার পূর্বেই আমাদেরকে সাবাড় করিত।”

শ্বিথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, “কর্ত্তী, আমাদের এই দুর্দশায় ওয়াল্ডোর কোন গাত ছিল কি?—এ জন্ত কি তাহাকে দায়ী করিতে পারি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কেবল ওয়াল্ডো কেন, ক্রাস্‌কিও আমাদের এই বিপদের জন্য দায়ী। কিন্তু ওয়াল্ডোকে দায়ী করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না শ্বিথ!—সে আমাদের হিতৈষী মুকব্বি মনে করিত, আমার সহিত ব্যবহারে কোন দিন তাহার সরলতার অভাব বুঝিতে পারি নাই। সে চতুর হইলেও কোন দিন আমাদের প্রতারণা করিবার চেষ্টা করে নাই। সংপথে থাকিয়া জীবনযাত্রা নিবাহের জন্য তাহার চেষ্টা আন্তরিক বলিয়াই মনে হইত। আমার বিশ্বাস, ক্রাস্‌কির ইঙ্গিতে এখানে তাহাকে পরিচালিত হইতে হইতেছে। ক্রাস্‌কির বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকিলে আমাদেরকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না।”

শ্বিথ বলিল, “বিপদের নির্ঘাতন ওয়াল্ডোর প্রকৃতিবিরুদ্ধ; এইজন্য মনে হয় এ সকল কাজ তাহার অন্তিমোদিত নহে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমিও তাহা জানি। জানি বলিয়াই ওয়াল্ডোর বর্ত্তমান আচরণে ধাঁধায় পড়িয়াছি। চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানের (Destination) নিকট আসিয়াছি। পেত্নী দহ-বোধ হয় অদূরে অবস্থিত। আমার বিশ্বাস, ক্রাস্‌কি ও ওয়াল্ডো এই অঞ্চলেই লুকাইয়া—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বে শ্বিথ হঠাৎ অক্ষুটস্বরে বলিল,

কর্তা, চূপ করুন; বোধ হয় কেহ এই কুটারের পিছনের ঘাসের টাট ভাঙ্গিতেছে।”

তঁাহারা কাণ পাতিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুটারের পশ্চাৎস্থিত বেড়া ভাঙ্গিবার শব্দ তঁাহারা সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন।

স্বিথ মিঃ ব্লেকের কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, “কেহ ঐদিক দিয়া এই কুটারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।”

মিঃ ব্লেক মৃদুস্বরে বলিলেন, “চূপ!—ইহা কোন মানুষের কাজ বলিয়া ত মনে হয় না স্বিথ! বোধ হয় কোন জানোয়ারের কাজ। ছাগলে সিং দিয়া বেড়া গুঁতাইতেছে বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে।”

স্বিথ কয়েক মিনিট কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, “আপনার অনুমানই সত্য মনে হইতেছে কর্তা! এ লম্বা শিংওয়ালা কোন রামছাগলের কাজ! এই গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় বিস্তর রামছাগল পথের ধারে চরিতে দেখিয়াছিলাম।—আমি আশা করিতেছিলাম লর্ড ব্লেনমোর অথবা মতোজা কোন কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া আমাদের সাহায্য করিতে—”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “উহা ছুরাশা বলিয়াই মনে হয় স্বিথ!”

মিঃ ব্লেক সেই শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা স্বিথের নিকট প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে তঁাহার মনে হইল সেই শব্দ ছাগলের শৃঙ্গঘাতের শব্দ নহে, উহা কোন লোকের অস্ত্রাঘাতের শব্দ; কেহ কোন অস্ত্রধারা বেড়া ফুটা করিতেছিল। অবশেষে তঁাহার এই অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইল। তিনি সেই কুটারের পশ্চাতের দেওয়ালে একটি অনতিবৃহৎ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজোড়া চক্ষু তঁাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই সঙ্গে কাহারও চাপা নিশ্বাসের শব্দও তঁাহার কর্ণগোচর হইল।

স্বিথ কি বলিতে উত্তত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “চূপ! আশি যাহা আশা করিতেছিলাম—তাহা বিফল হয় নাই স্বিথ!—ঐ ফুটা দিয়া চাহিয়া দেখ—একজোড়া চোখ দেখা যাইতেছে; উহা ছাগল বা অস্ত্র কোন

জানোয়ারের চক্ষু নহে। আমাদের বন্ধু টাইগার আমাদের সন্ধান লইতে আসিয়াছে।”

শ্মিথ সোৎসাহে বলিল, “টাইগার!—আমি টাইগারের কথা ভুলিয়া গিয়া ছিলাম কর্তা। টাইগার কত বিপদ হইতে কতবার আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমি টাইগারকে ভুলিতে পারি নাই। আর টাইগার! দেখ যদি আমাদের কোন উপকার করিতে পারিস্।”

টাইগার ঘাসের চাবলাগুলি সরাইয়া ছিদ্রপথে মস্তক প্রবিষ্ট করিল, তাহার পর অল্প চেষ্টাতেই সে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া আনন্দ ভরে তাঁহার গালে নাকে মাথা ঘসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখনও অত ক্ষুর্ভি করিবার সময় হয় নাই টাইগার আমার হাত পা বাঁধা আছে, বাঁধন কাটিতে পারিস্ ত চেষ্টা কর।”

শ্মিথ বলিল, “হাঁ, টাইগার কতবার কত অদ্ভুত কাজ করিয়াছে, এবার কি আমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “টাইগারের সাহায্য পাইব—ইহা দুরাশা বলিয়া আমার মনে হয় নাই শ্মিথ! জাঘালাগুলি আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু টাইগারকে তাহারা না বাঁধিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। মনে করিয়াছিল একটা কুকুর বৈ ত নয়, উহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ফল কি? টাইগারের শক্তির পরিচয় তাহারা কোথায় পাইবে? টাইগার আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে ইহা তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই। টাইগার পলায়ন করিলেও আমরা কোথায় আবদ্ধ আছি তাহা সহজেই জানিতে পারিয়াছিল। আমার বিশ্বাস টাইগার আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে।”

টাইগার মিঃ ব্লেক ও শ্মিথের বিপদের কথা বুঝিয়াছিল। সে মিঃ ব্লেক ও শ্মিথকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেও চিৎকার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না। চিৎকার করিলে তাঁহাদের নূতন বিপদ ঘটতে পারে ইহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক টাইগারের সম্মুখে রক্তবদ্ধ হাত দুইখানি প্রসারিত করিলেন। টাইগার রক্তুর গ্রন্থির দুই পাশে দুই পা রাখিয়া ঘাড় কাত করিয়া তাহা সোৎসাহে চর্ষণ করিতে লাগিল; তাহা দেখিলে মনে হইত—সে অস্থিরাশি চর্ষণ করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণদন্ডে আঁস্থ চূর্ণ হইত, বন্ধন-রক্তু ছিন্ন করা তাহার হুঃসাধ্য হইল না। প্রায় পনের মিনিট পরে মিঃ ব্লেকের উভয় হস্তের বন্ধন-রক্তু খণ্ড খণ্ড হইয়া থসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া স্থিথ সোৎসাহে বলিল, ‘টাইগার আপনাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছে কর্ত্তা!’

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমিই এবার তোমার বাঁধন কাটিতেছি; আর টাইগারের সাহায্য লইতে হইবে না। উহার দশ মিনিটের কাজ আমি এক মিনিটেই শেষ করিতে পারিব।”

মিঃ ব্লেকের গুপ্ত পকেটে ছুরী ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি নিজের পায়ের বাঁধন কাটিয়া স্থিথের হাত পায়ের বাঁধনও কাটিয়া দিলেন। এই কাজ শেষ করিতে দুই মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। টাইগার তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহানন্দে লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে লাগিল।

স্থিথ বলিল; “এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে কর্ত্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বাহিরে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে; কিন্তু আমাদের পলায়নের আশা নাই বলিয়াই মনে হয়।”

স্থিথ বলিল, “আমরা এখন স্বাধীন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এই কুটীরের ভিতর স্বাধীন। আমরা কুটীর হইতে বাহির হইলেই ধরা পড়িব।”

স্থিথ বলিল, “মিস্ রোসেন, লর্ড ব্রেনমোর ও মতোজাকে আমরা সাহায্য করিতে পারিব না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, সে আশা অল্প; অন্ততঃ সন্ধ্যার পর ভিন্ন আমরা কিছুই করিতে পারিব না। তাহাদিগকে অন্ত কোন কুটীরে আবদ্ধ করা হইয়াছে। মিস্ রোসেন বোধ হয় একাকিনী একখানি কুটীরে আবদ্ধ আছে। কিয়ৎপে গাহাদের সাহায্য করিব বুঝিতে পারিতেছি না! আমরা যখন এই কুটীরে

আনীত হই, সেই সময় তাহাদিগকে অস্ত্র দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ; কিং কোথায় কোন্ কুটীরে তাহাদিগকে আটক করা হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক সেই কুটীরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, দ্বারের ফাঁক দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সম্মুখেই খানিক ফাকা যায়গা। স্থানে স্থানে নান্ন জাতীয় বৃক্ষ ; বৃক্ষের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। কতকগুলি উলঙ্গ বালক দলবদ হইয়া পথে খেলা করিতেছিল। মিঃ ব্লেক কয়েকটি রমণী ও জাম্বালা যুবককেও দেখিতে পাইলেন। যুবকদের দেহ নানা বর্ণে রঞ্জিত। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণজালে চতুর্দিক উদ্ভাসিত, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর, ও তাহার উত্তাপ অসহ। গ্রামবাসীগণের ব্যস্ততার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

মিঃ ব্লেক শ্মিথকে বলিলেন, “না শ্মিথ, কোন সন্নিধি নাই ; এখন আমার এই দ্বার দিয়া বাহির হইলেই ধরা পড়িব, অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিব না।”

শ্মিথ বলিল, “কিন্তু টাইগার ত নিক্সিয়ে এই কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে ; কেহই উহাকে বাধা দেয় নাই। সম্ভবতঃ কেহ উহাকে দেখিতে পায় নাই ; দেখিতে পাইলে কি উহাকে ধরিয়া ফেলিত না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তুমি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ—টাইগার কুটীরের পশ্চাতের বেড়া ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিল, সম্মুখ দিয়া আসে নাই। আমরা সম্মুখের দ্বার দিয়া পথে বাহির হইলেই ধরা পড়িব। কুটীরের পশ্চাতের বেড়া ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইলে বোধ হয় হঠাৎ ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না।—চল ঐ দিক-টাই পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

মিঃ ব্লেক শ্মিথকে লইয়া সেই কুটীরের পশ্চাতের বেড়ার নিকট উপস্থিত হইলেন ; এবং টাইগার যে স্থানের বেড়া কাটিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ছিদ্র দিয়া কুটীরের পশ্চাতাগ পরীক্ষা করিলেন।

শ্মিথ বলিলেন, “কর্ত্তী, এদিক দিয়া পলাইবার ত থাসা সন্নিধি আছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেইরূপই মনে হইতেছে। এই কুটীরের ঠিক পশ্চাতের

বন বন। বেড়ার বাহিরে ছুইগজ নির্ঝিল্পে পার হইতে পারিলেই আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করিব।”

শ্রী বালি “ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়া আমরা গ্রাম ছাড়িয়া বহু দূরে পলায়ন করিতে পারিব। টাইগার এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই গ্রামবাসীদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। টাইগার এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত। সাধারণ কুকুর অপেক্ষা উহার বুদ্ধি অধিক, কিন্তু এক্ষেত্রে টাইগার মানুষের মতই মাথা খাটাইয়াছে।” (he has displayed as much braininess as any human being.)

মিঃ ব্লেক সেই পথে নিরাপদে বহুদূর যাইতে পারিবেন বুঝিয়া আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু লর্ড ব্লেনমোর, মিস্ রোসেন বা মতোজাকে সাহায্য করিবেন—ইহা হুশাশা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন—তাঁহার সঙ্গীদের উদ্ধারের চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ও শ্রীকে ধরা পড়িতে হইবে, অথচ তাঁহাদের কোন উপকার করিতে পারিবেন না; তবে যদি পলায়নের চেষ্টায় তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে হয়—তাহা হইলে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা নাই; কারণ জাঙ্গালা যদি তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ও ভাবে কয়েদ করিয়া রাখিত না। যদি তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিতে পারে—তাহা হইলে পুনরুদ্ধার কয়েদ করিবে।—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শ্রী সহ কুটার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

শ্রী বালি, “টাইগার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “টাইগারকে এই কুটারেই রাখিয়া যাইব। আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া এখানে থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে বটে, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে যাইলে আমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না; অথচ সে এই কুটারে থাকিলে আমাদের একটু উপকার হইতেও পারে। কোন জাঙ্গালা এই কুটারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে টাইগার তাহাকে দ্বারের সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিবে; আমাদের সন্ধানে কেহই কুটারে প্রবেশ করিতে সাহস করিবে না।”

শ্রী বালি, “টাইগার তাহাকে কুটারের দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়াই কি

কাস্ত হইবে? তাহার বৃক্কের উপর লাফাইয়া উঠিয়া টুট কামড়াইয়া ধরিবে না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, টাইগারের সে গুণও আছে বটে। উহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়াই ভাল।”

মিঃ ব্লেক স্থিথকে সঙ্গে লইয়া বেড়ার সেই গর্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিলেন, তাহা দেখিয়া টাইগারও তাঁহাদের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে নিষেধ করিবারাত্র সে কুটারের ভিতর সরিয়া দাঁড়াইল। টাইগার তাঁহার সকল কথাই বুঝিতে পারিত—একথাও বুঝিতে পারিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমরা যতক্ষণ এখানে ফিরিয়া না আসি—ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাক।”—টাইগার লাজুল আন্দোলিত করিয়া তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিল।

কুটারের পশ্চাতে কয়েক গজ দূরেই গভীর অরণ্য। মিঃ ব্লেক ও স্থিথ অস্ত্রের অলঙ্ঘ্য অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কোন্ দিকে যাইবেন—তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক কতকগুলি লতা গুল্ম সরাইয়া তাহার ভিতর দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “গ্রামখানি ক্ষুদ্র। আমরা এই জঙ্গল ভেদ করিয়া ইহার শেষ মুড়া পর্য্যন্ত চলিয়া যাই। এই অরণ্যের অন্য প্রান্তে নদী আছে কি না জানিবার জন্য আগার আগ্রহ হইয়াছে।—যদি নদীর সন্ধান পাই তাহা হইলে পলায়ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

স্থিথ বলিল, “নদীর সন্ধান পাইলে কিরূপে পলায়নের ব্যবস্থা করিবেন কর্ত্তা!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ইহার শেষ মুড়ায় যদি নদী দেখিতে পাই—তাহা হইলে সেই স্থান হইতে গ্রামে ফিরিয়া পুনর্বার কুটারে আশ্রয় লইব। তাহার পর সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে নদীতীরে উপস্থিত হইব; সেখানে ডিঙ্গা সংগ্রহ করিয়া পলায়ন। হাঁ, আমরা সকলেই চম্পট দান করিব।”

শ্মিথ বলিল, “সকলেই—অর্থাৎ ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন; “অর্থাৎ তুমি, আমি, লর্ড ব্রেনমোর এবং মিস্ রোসেন।
উহাদিগকেও সঙ্গে লইয়া পলায়ন করাই আমার উদ্দেশ্য।—সন্ধ্যার পর তাহা-
দিগকে উদ্ধার করা কঠিন হইবে না। ক্ষুদ্র গ্রাম, জাখালাঙলা কোন্ কোন্
কুটারে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাহা অল্প চেষ্টাতেই জানিতে পারিব।
চল, এখন নদীর সন্ধানে যাই।”

তাঁহারা জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কিছুদূরে একটি সঙ্কীর্ণ পথ
দেখিতে পাইলেন; পথটি দুই দিকের গুহ্ম ভেদ করিয়া যে দিকে অগ্রসর হইয়া-
ছিল—সেদিকে গ্রাম আছে বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, কারণ সেই
পথে মনুষ্যের পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন—উহা চলতি পথ।

মিঃ ব্লেক সেই পথে উপস্থিত হইয়াই শ্মিথের হাত ধরিয়া টানিলেন; তাঁহার
চক্ষুতে দ্রুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল। তিনি বলিলেন, “শ্মিথ, এই পথে সতর্কভাবে
চলিতে হইবে; কেহ হঠাৎ আমাদের দিকে দেখিতে না পায়।”

তাঁহারা সতর্কভাবে সেই পথ অতিক্রম করিয়া অন্য একটি সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর
হইলেন। মিঃ ব্লেক সেই পথটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “এই পথে লোক
জন প্রায়ই যাতায়াত করে না। (It is a very unfrequented
path.) এই নিষ্কর্জন পথে চলিলে আমাদের ধরা পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই।
—কিন্তু আমাদের চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে শ্মিথ! আমি আগে
যাই, তুমি আমার অনুসরণ কর।”

মিঃ ব্লেক সেই পথে চলিলেন, শ্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিল; কিন্তু তাঁহারা
বহুদূর চলিয়াও পথের শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পথ কোন্ দিকে
কতদূর গিয়াছে—তাহাও বুঝিবার উপায় ছিল না। যাহা হউক, তাঁহারা চিন্তা-
কূল চিত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে পুনর্বার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু নদীর
কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা কোন কোন স্থানে বন্য জন্তুর সাড়া
পাইলেন; দুই তিন স্থানে বৃহৎ সর্পও দেখিতে পাইলেন। বৃক্ষশাখায় বানরের দল
চিৎকার করিতেছিল; কিন্তু কোন দিকে জন মানবের সাড়া শব্দ ছিল না।

তাঁহারা আরও কিছুদূর চলিয়া একটা বাক ঘুরিলেন ; সেই দিকে কুড়ি পঁচিশ গজ অগ্রসর হইতেই সম্মুখে নদী দেখিতে পাইলেন। নদীতীরে একখানি নব-নির্মিত বাঙ্গলাও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। নদীতীরস্থ জঙ্গল কিছুদূর পর্য্যন্ত পরিকৃত করিয়া বাঙ্গলাখানি নির্মিত হইয়াছিল—ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলার নিকটে না গিয়া, কিছু দূরে থাকিয়া একটু গুল্মের আড়ালে বসিয়া পড়িলেন, এবং ঝোপের ডাল পাতা সরাইয়া বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্মিথ প্রথমে নদীর দিকে চাহিয়া ছিল, সে দৃষ্টি ফিরাইয়া বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া মুহূৰ্ত্তে বলিয়া উঠিল, “দেখুন কৰ্ত্তা ! দেখুন !—অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার !”

কিন্তু স্মিথের এই মন্তব্য প্রকাশের পূর্বেই মিঃ ব্লেক সেই ‘আশ্চর্য্য ব্যাপার’ দেখিতে পাইলেন।—তিনি বাঙ্গলার বারান্দার নীচে ছুইজন ইংরাজকে দণ্ডায়মান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের একজন বার্থোলোমো ক্রাস্কি, দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পতকস্মা রুপার্ট ওয়াল্ডো !

মিঃ ব্লেকের অন্তরমানে সত্য হইল। ওয়াল্ডো তাহার পুরাতন পেশা অবলম্বন না করিলে কি ক্রাস্কির সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে আসিত ? মিঃ রোসেনের হীরা-গুলিই তাহাদের লক্ষ্য—এবিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইলেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেক বা স্মিথ জানিতেন না—প্রায় একঘণ্টা পূর্বে ওয়াল্ডো ক্রাস্কিকে শূন্তে তুলিয়া ময়দার বস্তার মত বাঙ্গলার বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ক্রাস্কির সহায়তা ভিন্ন ওয়াল্ডোর সাধু সৰুসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই ওয়াল্ডো ক্রাস্কির সহিত বন্ধুত্বের অভিনয় করিতেছিল ; এবং সে ক্রাস্কির সহিত কপটতা করিলেও মিঃ ব্লেকের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল—তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে না—ইহা মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন না। সুতরাং ওয়াল্ডো সৰ্ব্বদে তাঁহার যে উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইল। ওয়াল্ডো তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে ভাবিয়া তিনি মৰ্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার মন ওয়াল্ডোর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

নরপশুর ব্যবহার

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডো ও ক্রাস্কিকে নদীতীরস্থ বাঙ্গলার নীচে লগায়মান দেখিয়া কয়েক মিনিট ক্ষুণ্ণভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর ব্যগিত স্বরে স্বিথকে বলিলেন, “বড়ই হুঃখের বিষয় স্বিথ, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় !”

স্বিথ বলিল, “ক্রাস্কির সহিত ওয়াল্ডোর এই ষড়যন্ত্র ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, ওয়াল্ডোর এই ব্যবহার। ওয়াল্ডো চুরি ডাকাতি ছাড়িয়া সাধু হইয়াছিল ; তাহার পূর্ক-ব্যবহারের জন্য আমার নিকট অল্পতাপ করিয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল উহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছিল। সৎপথে থাকিয়া জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাইবার জন্য উহার আগ্রহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। উহার সম্বন্ধে আমি কতই আশা করিয়াছিলাম ! (I had big hopes of him.)—কিন্তু সকল আশাই বিফল হইল ! আমি মনে একটু বেদনা পাইয়াছি স্বিথ !” (it hurts a bit.)

স্বিথ বলিল, “কিন্তু ওয়াল্ডোর এই ব্যবহারে কি বিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কর্ত্তা ! ওয়াল্ডো পূর্কে চুরি ডাকাতি করিত ; কিন্তু ইতর ছিল না। সে দরিদ্রকে সাহায্য করিত, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান করিত, প্রবল অত্যাচারীর কবল হইতে উৎপীড়িত দুর্বলকে রক্ষা করিত। ওয়াল্ডো অন্ত্যায়ের সমর্থন করিত না। তখন সে কতকটা ভদ্রচোর (gentleman crook) ছিল। কিন্তু এমন সে ক্রাস্কির ভ্রাতৃ দান্তিক প্রবঞ্চক নর-পশুর সহিত মিশিয়াছে। উহার এই অধঃপতনে কি মৰ্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথা সত্য ; কিন্তু চাক্ষুশ প্রমাণ কি করিয়া অবিশ্বাস

করি?—এখনও আমার বিশ্বাস, ক্রাস্কির সহিত উহার বন্ধুত্বের কোন গুপ্ত-উদ্দেশ্য আছে। ওয়াল্ডো কি উদ্দেশ্যে ক্রাস্কির মুকন্নি হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই, ক্রাস্কিও বুঝিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ!—ওয়াল্ডো লোভে পড়িয়া কুপথগামী হইয়াছে—ইহা যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না শ্রিত্ব! ভোগে বীতম্পৃহ হইয়া যাহারা তাহা ত্যাগ করে, কুকর্মে সুখ না পাইয়া অসৎ পথ হইতে ফিরিয়া আসে—তাহাদিগকে কেহ অসৎ কার্যে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ওয়াল্ডো ক্রাস্কির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহার দলে মিশিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে—আমি এত দিনেও মানুষ চিনিতে পারি নাই!”

শ্রিত্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, “ঐ দেখুন কর্তা, ওয়াল্ডো দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া হাসিয়া ক্রাস্কিকে কি বলিতেছে,—আর ক্রাস্কির বিশাল ভুঁড়ি আনন্দে উৎসাহে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! উঃ, কি ক্ষুভ্তি!—উহাই ক্রাস্কির বাজলা। মিঃ রোসেনের হীরা চুরি করিতে আসিয়া উহারা এই কুটার নির্মাণ করিয়াছে, এবং আমরা উহাদের কুকর্মে বাধা দিতে পারি, এই আশঙ্কায় জাভালাগুলোকে ভাড়া করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তাণীতে নিযুক্ত করিয়াছে। ক্রাস্কি এবিষয়ে ওয়াল্ডোর সাহায্য না পাইলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “একথা সত্য; ওয়াল্ডোর অল্পকূলে কিছুই বলিবার নাই। যাহা হউক, আমরা আফ্রিকায় আসিয়া বিপন্ন হইলেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম; ইহার মূল্য অল্প নহে।”

শ্রিত্ব বলিল, “হাঁ, কাহার কিল্পপ স্বভাব, এদেশে আসিয়া কার্যোদ্ধারের জল্প কিল্পপ পছন্দ অবলম্বন করিতে হয়—তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমরা এখন জাভালাগুলোকে ঘুষ দিয়া বশীভূত করিলে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি না? উহাদের সাহায্যে ক্রাস্কিকে রজ্জুবদ্ধ করা কি কঠিন? এদেশের কালা নিগারগুলো ইয়ুরোপীয়দের অনিষ্ট করিতে সাহস করে না। ক্রাস্কির টাকা খাইয়া ও তাহার কথায় উৎসাহিত হইয়া উহারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ

করিয়াছিল। আমরা উহাদের যুদ্ধবিদ্রোহকে বেশী টাকা ঘুষ দিলে সে কি আমাদের বেশীভূত হইবে না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার এই পরামর্শ যে নিতান্তই অসার—একথা বলা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হইবে এক্ষণে আশা করিতে পারি না। ক্রাস্কে আমাদের পূর্বেই এদেশে আসিয়াছে। সে কার্যোদ্ধারের জন্য এখানে বিস্তর টাকা ছড়াইয়াছে। তাহার আশা সফল হইয়াছে। আমরা এখন পরাজিত, শত্রুহস্তে বন্দী। জাৰ্মানারা বুঝিতে পারিয়াছে আমরা দুর্বল পক্ষ, ক্রাস্কির প্রবল প্রতাপ। এ অবস্থায় জাৰ্মানাদের রোজা প্রবল পক্ষ ত্যাগ করিয়া দুর্বল পক্ষের সমর্থন করিতে সম্মত হইবে কেন ?”

স্মিথ আর কোন কথা বলিবার পূর্বেই মিঃ ব্লেক হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। অভ্যাসবশতঃ তিনি পকেটে হাত দিতেই তাঁহার স্মরণ হইল, তাঁহার পকেটে পিস্তল নাই। জাৰ্মানারা তাহা পূর্বেই কাড়িয়া লইয়াছিল। তাঁহাকে সম্মুখে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া স্মিথ বলিল, “কি হইল কর্তা ! আপনি—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি। স্মিথ, শীঘ্র ঐ পাশের বনের ভিতর প্রবেশ কর।—আমরা নিরস্ত্র, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। কয়েকটা জাৰ্মান—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সহসা সেই অরণ্যের বিভিন্ন দিক হইতে জাৰ্মানারা যুদ্ধকণের রণ-হুকার উত্থিত হইল। তাহারা সুদীর্ঘ বর্ষা তুলিয়া চক্ষুর নিমেষে মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহাদের আর পলায়নের উপায় রহিল না। তাঁহারা নিরস্ত্র। শত্রুরা সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ জন !

স্মিথ তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুত স্বরে বলিল, “ইহারা দূর হইতে আমাদের অনুসরণ করিতেছিল। ইহারা আমাদেরকে কোথায় লইয়া যাইবে ? —ওরে জাৰ্মান ভূত ! তোদের মতলব কি বল শুনি।”

জাৰ্মানারা কোন কথা বলিল না। স্মিথের কথা তাহারা বুঝিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাহারাও অত্যন্ত ভীত ও বিব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ

না করিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে পেত্নী দহ-সন্নিহিত বাঙ্গলা অভিমুখে লইয়া চলিল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বাঙ্গলার সম্মুখে আসিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। বার্থোলোমো ক্রাস্কি তাহার বালক ভৃত্যকে কিল, চড় ও লাথি মারিতেছিল, এবং সে মাটিতে পড়িয়া উঠেঃস্বরে আর্তনাদ করিতেছিল! ক্রাস্কি বলিতেছিল, “তুই বোকা, বদমায়েস, কুড়ে, তোকে দিয়া আমার কাজ চলিবে না। তোকে আজ খুন করিয়া তোর বদলে আর একটা চাকর বাহাল করিব।”

ওয়ালডো ক্রাস্কির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিল, “ও বেচারাকে খুন করিয়া তোমার গোরব বাড়িবে না ক্রাস্কি! উহার দ্বারা কাজ না চলে উহাকে তাড়াইয়া দাও,—উহার উপর অত্যাচার করিয়া লাভ কি?—ঐ দেখ তোমার অন্তরেরা আমাদের দুইজন স্বদেশীয় বন্ধুকে ধরিয়া আনিয়াছে। উহাদের সঙ্গে একটু আলাপ করিবে না?”

ওয়ালডোর কথা শুনিয়া ক্রাস্কি বাঙ্গলার আগমনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে দেখিয়া সে আতঙ্কে ও ক্রোধে হুকার দিয়া বলিল, “এ সকল কি ব্যাপার? উহাদিগকে কে এখানে আনিতে বলিল? আমি আদেশ করিয়াছিলাম—উহাদিগকে গ্রামের ভিতর কোন ঘরে—”

মিঃ ব্লেক ক্রাস্কির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “তোমার ভাড়াটে কালো নিগারগুলার কোন দোষ নাই ক্রাস্কি! উহারা আমাদের একটা কুটীরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; আমি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই কুটীর হইতে পলায়ন করিতেছিলাম, হুভাগ্যক্রমে হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছি।”

ক্রাস্কি সক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল, “উহাদের দোষ নাই? আমি জুতোর চোটে মজুগার পিঠের ছাল ছিঁড়িব। সে নেটিভগুলার সর্দার।—তোমাদিগকে বাধিয়া কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্য তাহাকে আদশ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার এই হুকুম তামিল হয় নাই। সে তোমাদিগকে আটক করিয়া রাখিতে পারে নাই। এই অপরাধের জন্য তাহাকে অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।”

ওয়াল্ডো বারান্দায় আসিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে বস্তুভাবে সন্তোষ করিল। সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না; কুকর্ষ করিয়া ধরা পড়িলে মানুষ যেসকল কুণ্ঠিত হয়—সেসকল কুণ্ঠাও প্রকাশ করিল না। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন। স্মিথের চোখ মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনি ক্রাস্কির কথায় কর্ণপাত করিবেন না; ও যাহা বলে বলুক। আজ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া সেই যে মেজাজ গরম করিয়াছে—এখন পর্য্যন্ত তাহা ঠাণ্ডা হইল না!—দেখুন না, চাকর-ছোড়াকে কি রকম ঠুকিতেছে! এ কি মানুষের কাজ?—চুলোয় যাক্ ক্রাস্কি।—আপনি আছেন কেমন বলুন; আর স্মিথ, তোমার খবর কি বল।—তোমাদের এই ভাবে বিপন্ন হইতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর হ্রঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের হুশিস্তার কোন কারণ নাই; ছদ্দিনও চিরকাল থাকে না! আমি জানি তোমাদের কোন অনিষ্ট হইবে না। (you won't come to any harm.)

স্মিথ তাক্ছিল ভরে বলিল, “হতভাগা ফাজিল!”

ওয়াল্ডো স্মিথের তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, “তোমরা কি মনে করিয়াছ সত্যিই আমি—” সে হঠাৎ নীরব হইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, “হাঁ, তোমরা তাহাই ভাবিয়াছ বটে; অল্প রকম ধারণা করা তোমাদের অসাধ্য—ইহা কি করিয়া অস্বীকার করি?”

স্মিথ সক্রোধে বলিল, “তুমি ক্রাস্কির ভাড়াটে অনুচর—ইহা অস্বীকার কর?”

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, “আমার মুখ হইতে এখন কোন কথা বাহির হইলে সকল কাজ নষ্ট হইবে। সুতরাং আমার মুখ বুজিয়া থাকাই উচিত; তবে আমি এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া আমি আন্তরিক হ্রঃখিত হইয়াছি; কিন্তু ক্রাস্কি এখন কর্ত্তা, আমি তাহার ভাড়াটে অনুচর মাত্র—ক্রাস্কি স্বয়ং একথা বলিয়াছে। এ অবস্থায় আমার ইচ্ছা থাকিলেও আমি আপনাদের সাহায্য করিব—সে শক্তি আমার নাই।”

মিঃ ব্লেক অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, “সে শক্তি তোমার নাই?”

ওয়ালডো বলিল, “আমি শক্তিহীন—একথা কে বিশ্বাস করিবে? আমি এই দুইখানি হাতে কি করিতে পারি—তাহা আপনাদের অজ্ঞাত নহে; ক্রাস্টিকিও তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছে। যাহারা দুর্বল, তাহারাই কলহ করে। আমি ঝগড়া বিবাদ ভালবাসি না; বিশেষতঃ, আমি ক্রাস্টিকিকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়াছি। এখন যদি তাহাকে মাথার উপর তুলিয়া ঐ পেত্নী দহের জলে নিক্ষেপ করি—তাহা হইলে আমার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা হইবে। সুতরাং আপনারা অনুবিধায় পড়িলে, অথবা বিপন্ন হইলে, আমি হুঃখ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি না। আমি একটি কাজের ভার লইয়াছি,—এবং যে কাজ আরম্ভ করি, তাহা শেষ করাই আমার দস্তুর।” (and it's my habit to finish a thing when I start it.)

ওয়ালডো আর কোন কথা প্রকাশ করা সম্ভব মনে করিল না। মিঃ ব্লেকের পক্ষ সমর্থন করাই তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প—ইহা ক্রাস্টিকিকে বুঝিতে না দেওয়াই সে বাঞ্ছনীয় মনে করিল। সে ভাবিল, মিঃ ব্লেক ও শ্মিথ তাহার সাধুতায় সন্দেহ করিলেও তাঁহাদের সন্দেহ স্থায়ী হইবে না; সে মার্ক রোসেনের ভীরাগুলি উদ্ধার করিয়া যখন রোসেনের কস্তার হস্তে অর্পণ করিবে—তখন তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে। তখন তাঁহারা তাহার সাধু সঙ্কল্প বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহার চাতুর্যের সমর্থন করিবেন। তাঁহারা কিছু কাল ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিলেও তাহার ক্ষোভের কারণ নাই।—এইরূপ স্থির করিয়া সে তাঁহাদের দৃষ্টি ৫ অবজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ক্রাস্টিকি কর্তী, সুতরাং সে তাহার ভাড়াটে অলুচর বা ‘নগ্দ্দা মুটে’ ওয়ালডোর প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “তুমি বড়ই চতুর গোয়েন্দা; তুমি আশা করিয়াছিলে আমার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়া আমার সকল কাজ নষ্ট করিবে।—কেমন? এই মতলবেই তুমি এখানে আসিয়াছ কি না? কিন্তু এভাবে কাজ নষ্ট হইতে দিব আমি সে বান্দা নই। তুমি

ভিমরুলের চাকে (hornets' nest) খোঁচা দিয়াছ ; হল বিঁধিয়াছে বলিয়া এখন আর্ন্তনাদ করিয়া ফল কি ?”

মিঃ ব্রেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “ক্রাস্‌কি, তুমি আগুন লইয়া খেলা করিতেছ। তুমি আফ্রিকার কোনও দেশের ভিতরের খবর কিছুই জান না ; এদেশের বহু বর্ষেরদের স্বভাব ও কৃতি প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও তোমার কোন অভিজ্ঞতা নাই। তুমি এদেশে আসিয়া কালা নিগার গুলাকে ঘুষ দিয়া বশীভূত করিয়াছ, এবং তাহাদিগকে কুকুরের মত নিরীহ স্বেতাঙ্গদের উপর লেলাইয়া দিয়া ভাবিতেছ কেহ ফতে করিয়াছ !—কিন্তু ইহার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই। তোমার ভ্রম কিরূপ সাংঘাতিক তাহা পরে বুঝিতে পারিবে, কিন্তু তখন অমূল্য নষ্ট হইবে।”

ক্রাস্‌কি দাঁত বাহির করিয়া খোঁকি কুকুরের মত মুখভঙ্গি করিল, তাহার পর উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মিঃ ব্রেকের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিল, “তোমাদের পুলিশকে আমি খোঁড়াই কেয়ার করি। পুলিশের এলাকা হইতে আমরা শত শত মাইল দূরে আসিয়াছি তাহা কি তোমার জানা নাই ?”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু আইনের এলাকা আরও অনেক অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।”

ক্রাস্‌কি বলিল, “তোমার কথা সত্য হইতেও পারে ; কিন্তু আইনের শিকল এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিবে। প্রথমে তদন্ত আরম্ভ হইবে, তাহার পর ইংরাজের এলাকা হইতে পুলিশকে সাজ সজ্জা করিয়া এত দূর আসিতে হইবে ; সেই সময়ের মধ্যে আমি কাজ শেষ করিয়া এদেশ হইতে সরিয়া পড়িতে পারিব। তাহার পরে এখানে আসিয়া জাভালাগুলার উপর অত্যাচার করিতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারগুলি মরিলে আমার কি ক্ষতি ?”

ক্রাস্‌কি মিঃ ব্রেকের নিকট তাহার গুপ্ত সৰু গোপন রাখা নিশ্চয়োজন মনে করিল। মিঃ ব্রেক ও শ্মিথ তাহার আফ্রিকায় আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াছিলেন—এবিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। পুলিশ তাহার দুরভিসন্ধির প্রমাণ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল ইহা জানিয়াই সে

ওয়াল্ডোর সাহায্যে পলায়ন পূর্বক এরোপ্লেন-যোগে আফ্রিকায় আসিয়াছিল ; সুতরাং মিঃ ব্লেককে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে তাহার আগ্রহ হইল না । সে স্পষ্টা ভরে বলিল, “আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি তাহা বোধ হয় তোমাদের অজ্ঞাত নহে । মার্ক রোসেনের কতকগুলি হীরা ঐ নদীগর্ভে সঞ্চিত আছে ; আমি বাহুবলে সেই হীরাগুলি আত্মসাৎ করিতে আসিয়াছি । বাহুবলে পরের রাজ্য জয় করা যদি কোন পরাক্রান্ত রাজার পক্ষে গর্হিত কাজ না হয়, তাহা হইলে আমার এই কাজও গর্হিত নহে । হাঁ, আমি সেই হীরাগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যাইব । তুমি বলিবে—আইন অনুসারে ইহা অপকর্ম ; ইহা চুরি, সুতরাং অপরাধ । হয় ত সত্যি ইহা অপরাধ ; কিন্তু যে প্রবল, সে কি অপরাধ গ্রাহ্য করে ? আইন দুর্বলের শাসনের জন্ত মুখল উত্তত করিয়া বিচারালয়ের এজলাসে ধর্ম্মাবতারের পরিচ্ছদে বসিয়া থাকে । মাকডসার জালের মত আইনের জাল । দুর্বল সেই জালে পড়িয়া জড়াইয়া মরে ; মাকডসা তাহার বৃকে বসিয়া রক্ত শোষণ করে । যে বলবান সে জাল ছিঁড়িয়া বাহির হয় । আমি বলবান, তোমাদের আইনের জাল আমি গ্রাহ্য করি না । আমি কুকর্ম করিতেছি বলিয়া তোমরা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করিলেও আমার ক্ষতি নাই । এখানে আমি প্রবল পক্ষ, তোমরা দুর্বল ; তোমরা আমার সঙ্কল্প বিফল করিতে আসিয়াছ, তোমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে । (you'll have to take the consequence.) আরও দুই এক সপ্তাহ তোমাদিগকে জাম্বালাদের জঘন্ত কুটীরে আবদ্ধ থাকিতে হইবে । আমার কাজ শেষ হইলে তোমরা মুক্তলাভ করিতে পার, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না ; কিন্তু তাহার আগে তোমরা পলায়ন করিতে বা আমার কোন ক্ষতি করিতে না পার আমি তাহার ব্যবস্থা করিব ।”

মিঃ ব্লেক তাহাকে কোন কথা বলা অসম্মানজনক মনে করিলেন ; কিন্তু স্থিতি ওয়াল্ডোকে বলিল, “ওয়াল্ডো, তুমি কি উহার এই সকল প্রস্তাবে সম্মত ?”

স্থিতির কথা শুনিয়া ক্রাস্টিক সক্রোধে বলিল, “যে লোক আমার ভাড়াটে অশুচর, তাহাকে শালিস মানিয়া ফল কি ? আমি কি উদ্দেশ্যে উহাকে এখানে

আনিয়াছি—তাহা কি উহার জানা নাই? ওয়াল্ডো এক সময় চুরি ডাকাতি করিয়া জীবিকানির্ভর করিত; ও কি রকম সাধু, তাহা আমরা সকলেই জানি। এই নদী হইতে হারাগুলি তুলিয়া দিবে—এই সন্তে উহাকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, কতক টাকা আগাম দানন করিয়াছি; এ অবস্থায় উহার মতামতের কি কোন মূল্য আছে? না, এখন আমার কাজে অসম্মতি প্রকাশ করা উহার সাধ্য? তোমরা উহার নিকট কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করিও না।”

ওয়াল্ডো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “পৃথিবা বড় কঠিন স্থান! আমার হাত পা বাঁধা!”

অতঃপর ক্রাস্কির আদেশে তাহার অনুচরেরা মিঃ ব্রেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যমধ্যবর্তী পথ দিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল।

মিঃ ব্রেক চিন্তাকুলচিত্তে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হইতে পারিলেন না। ওয়াল্ডো ক্রাস্কির নিকট পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া তাহার অপকর্মে সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—ইহার প্রমাণ পাইয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ভয়ানক হইলেন। ওয়াল্ডো পুনর্বার কুপথে পদার্পণ করিয়াছে—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তিনি তাহার কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করিতে পারিলেন না।

দিবাবসান হইয়াছিল; সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই বনস্থলী সমাচ্ছন্ন হইল। মিঃ ব্রেক ও স্মিথ যখন জাভালা-পল্লীতে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহারা গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—গ্রামবাসীরা রণসাজে সজ্জিত হইয়া গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। খেতান্দ্বয় পলায়ন করিয়াছিল—এ সংবাদ পূর্বেই তাহারা জানিতে পারিয়াছিল। জাভালা স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ড জালিয়া বিভিন্ন পথে পাহারা দিতেছিল। মিঃ ব্রেক ও স্মিথ অল্পত কোশলে বন্ধন ছিন্ন করিয়া কুটীর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, এই সংবাদে ক্রাস্কি জাভালা-দিগকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখাইয়াছিল; এজন্য জাভালা-পল্লীর অধিবাসীবর্গ অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া দলে দলে এক একস্থানে জুটিয়া পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্রাস্কি ও ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেক ও স্মিথের অনুসরণ করিয়াছিল। জাফালা সন্দার মজুলা গ্রামের পথে অগ্রসর হইয়া ক্রাস্কিকে অভিবাদন করিল। 'ওয়াল্ডো' একটু দূরে থাকিয়া ক্রাস্কির আড়ম্বর দেখিতে লাগিল; কিন্তু তাহার দৃষ্টি উদাসীন, মন বিষাদভারাক্রান্ত।

ক্রাস্কি মজুলাকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে অলিয়া উঠিল, এবং কৰ্কশ স্বরে বলিল, “ওরে আহাম্মুক, এ সকল কি কাণ্ড বল ত !”

মজুলা বলিল, “হুজুর, আমার দোষ কি? এই গোরা আদমীদের কয়েদ করিয়া আপনাকে সংবাদ দিয়াছিলাম। উহারা কি কোশলে পলায়ন করিয়া ছিল—তাঁহা আমরা জানিতে পারি নাই।”

ক্রাস্কি বলিল, “উহাদিগকে লইয়া গিয়া এবার কোন মজবুদ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ। গ্রামের মোড়ল কে? আমি তাহার নাম জানিতে চাই।”

মজুলা বলিল, “সে খুব গুলীলোক হুজুর! তাহার কোন দোষ নাই। বিনা দোষে তাহার উপর জুলুম জবরদস্তী করিলে আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না।”

ক্রাস্কি বলিল, “তোদের বিপদ হোক, তোরা গোল্লায় যা, আমার তাহাতে কি ক্ষতি? সে মোড়ল হইয়া আমার কাজ নষ্ট করিয়াছে, আমার দুইজন কয়েদীকে পলাইতে দিয়াছিল; আমরা তাহাদের ধরিতে না পারিলে বিপদে পড়িতাম। সেই অকস্মাৎ মোড়লটাকে আমার কাছে ধরিয়া আন, আমার গুলী তা কি রকম শক্ত, তাহাকে বুঝাইয়া দিব। তাহার মোড়লী করা ঘুচাইয়া দিতেছি।”

মজুলা মাথা নাড়িয়া বলিল, “হুজুর, আর বদ-জবান্ (bad talk) করিবেন না; শাস্তি-টাস্তিতে আর কাজ নাই। এই গোবা আদমীরা আবার ধরা পড়িয়াছে; কাটিতে হয়—উহাদের কাটুন। মোড়লটাকে লইয়া আর টানাটানি করিবেন না কর্ত্তী!”

ক্রাস্কি গর্জন করিয়া বলিল, “তোরা হুকুম না কি! আমি কর্ত্তী; আমার হুকুম তামিল কর। (do as you are bid!) আমার কাছে তোরা বিস্তর

সেনা খাইয়াছি। আমার হকুম আলবৎ তামিল হইবে; না হইলে চাবুকের চোটে তোদের পিঠ কাটিবে।”

মজুলা ক্রাস্কির কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না; সে লানমুখে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান জাষালাকে ক্রাস্কির সম্মুখে লইয়া আসিল। এই লোকটাই সেই গ্রামের মোড়ল। মোড়লটির দেহে অসাধারণ শক্তি; সে ইচ্ছা করিলে এক ঘুসি মারিয়া ক্রাস্কির ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দিতে পারিত— কিন্তু সাদা চামড়ার এজুপ মহিমা যে, সেই মোড়ল দূরের কথা, সেখানে তাহার স্বদেশীয় ও আত্মীয় শত শত জাষালা-যুবক উপস্থিত থাকিলেও দাস্তিক ক্রাস্কির নির্ভর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ একটি কথাও বলিতে সাহস করিল না। বঙ্গদেশে নীলের আবাদের সময় সহস্র নিরীহ কৃষক কৃষক যেমন একটা নীলকের তর্জনি-হেলনে পরিচালিত হইত, সেই জাষালাগুলাও সেই ভাবে ক্রাস্কির আদেশ দৈবের বিধান ভাবিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। মজুলা ক্রাস্কির ইঙ্গিতে সেই মোড়লটাকে বাঁশের একটা মোটা খুঁটির নিকট লইয়া গেল। সেই বংশদণ্ডের চতুর্দিকে কয়েকটি অগ্নিকুণ্ড ছিল। ক্রাস্কির আদেশে অগ্নিকুণ্ডগুলিতে শুষ্ক কাঠ দিলে তাহা ধু ধু করিয়া জলিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের মনে হইল—ক্রাস্কি মোড়লটাকে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিবে। সে কর্ত্তা কি না!

ক্রাস্কি সরোষে বলিল, “মোড়লটাকে ঐ খুঁটার সঙ্গে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধ।”

মোড়ল আতঁনাদ করিয়া বলিল, “দোহাই হুজুর! আমার কোন দোষ নাই; কয়েদীরা ভেকী খাটাইয়া (by some magic) হাত পায়ের বাঁধন উড়াইয়া দিয়া স্বর হইতে পলাইয়াছিল। আমরা উহাদিগকে ঘরে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া—”

ক্রাস্কি ধমক দিয়া বলিল, “মুখ বন্ধ কর কুকুর!—মজুলা, শীঘ্র উহাকে খুঁটার সঙ্গে বাঁধ।”

জাষালা-সর্দার মজুলা কয়েকজন অনুচরের সাহায্যে গ্রাম্য মোড়লটাকে সেই বংশদণ্ডের সহিত দৃঢ়রূপে রজ্জ্ববদ্ধ করিল। শত শত জাষালা চারি দিকে দাঁড়াইয়া

তাহাদের গ্রামের প্রধান ব্যক্তির হৃদয় দেখিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সেই হতভাগ্য মোড়লের উদ্ধারের চেষ্টা করিল না। ক্রাস্কির আদেশের বিরুদ্ধাচরণ তাহাদের অসাধ্য মনে হইল।

ক্রাস্কি একবার সেই রজ্জ্বদ্ধ হতভাগ্য গ্রাম্য মোড়লের প্রকাণ্ড দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত ভাবে তাহার বাঙ্গলার ভিতর প্রবেশ করিল, এবং শব্দ মাছের লেজের সুদীর্ঘ চাবুক হাতে লইয়া বারান্দার নীচে নামিল। সে চাবুক শূন্যে তুলিয়া ‘ফটাং’ শব্দে একবার আশ্বাস দিল; তাহার পর বংশদণ্ডে আবদ্ধ মোড়লের নিকট উপস্থিত হইয়া কৰ্কশ স্বরে বলিল, “আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে কিয়ৎপাশাপাশি পাইতে হয়—তাহা তোমাদের সকলকে দেখাইতে চাই; আমার হাতের কজির কি রকম জোর, তাহাও তোমাদের জানিয়া রাখা উচিত। এই চাবুকে মোড়ল বেটার পিঠের চামড়া কাটিয়া কাটিয়া উঠিবে, আর ফিল্ম দিয়া রক্ত ছুটিবে। কাল চামড়ার উপর লাল রক্তের বাহার খুলিবে। হুম্!”—ক্রাস্কি দাঁত বাহির করিয়া নেকড়ে বাঘের মত গা করিল।

ক্রাস্কি তাহার হাতের চাবুক পুনর্বার সবেগে মাথার উপর উত্তত করিল। তাহার মুখে পৈশাচিক আনন্দ ফুটিয়া উঠিল, নিষ্ঠুর কৌতুহলে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। (his eyes were gleaming with a cruel light.) উৎপীড়ন দ্বারা এই সকল পশুপ্রকৃতি বর্ষরগণের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করাই ক্রাস্কির চরিত্রগত বিশেষত্ব।

কিন্তু চাবুক সেই মোড়লের পিঠে পড়িবার পূর্বেই ওয়ালডো একলম্বে ক্রাস্কির পশ্চাতে আসিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার উত্তত হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং চাবুক কাড়িয়া লইয়া পার্শ্বস্থিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। ক্রাস্কি এই ভাবে অপমানিত হইয়া সক্রোধে ঘুরিয়া দাঁড়াইল; সে ওয়ালডোর নাকের উপর ঘুসি তুলিতেই, ওয়ালডো তাহাকে একপাশা দিল যে, সে ছই হাত দূরে চিত হইয়া পড়িল! কিন্তু ওয়ালডো সে দিকে না চাহিয়া মোড়লটার মুক্তিদানের জন্য জাম্বালাদের ইঙ্গিত করিল।

সপ্তম তরঙ্গ

প্রেমরোগের মুষ্টিযোগ

ক্রাস্কি অনুচরবর্গের সম্মুখে এইভাবে লাক্ষিত হইলে আতঙ্কবিহ্বল, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, জড়প্রায় গ্রামবাসীরা আনন্দে ও উৎসাহে চঞ্চল হইয়া সমস্তের হুকুম দিল। ওয়াল্ডোর ইঙ্গিতে তাহারা গ্রাম্য মোড়লকে বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিদান করিল বটে, কিন্তু ক্রাস্কিকে প্রকাশ্যে লাক্ষিত করিয়া ওয়াল্ডো বিন্দুমাত্র উল্লসিত হইল না। যে ইচ্ছা করিলে ক্রাস্কিকে অবলীলাক্রমে চূর্ণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে পারিত, ক্রাস্কির মুঠার ভিতর হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা তাহার পক্ষে এক্ষণ সহজ কাজ যে, এই তুচ্ছ কার্য্য করিয়া তাহার বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ক্রাস্কি বুঝিতে পারিল—জাষালা যুবকেরা তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছে, এবং ওয়াল্ডোর পক্ষপাতী হইয়া মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতেছে।—একজ্ঞ সে জাষালা-সর্দার মজুলাকে ডাকিয়া বলিল, গ্রাম্য মোড়লটাকে চাবুক মারিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, তাহাকে ভয় দেখাইয়া শাস্ত্রের করিবার জন্তই খুঁটায় বাঁধিয়া চাবুক মারিতে উত্তত হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার অনুচর ওয়াল্ডোকে পূর্বেই আদেশ করিয়াছিল—চাবুক মোড়লের পিঠে পড়িবার পূর্বেই যেন তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়।—তাহার আদেশেই ওয়াল্ডো ঐ ভাবে চাবুক কাড়িয়া লইয়াছিল; নতুবা সে কর্ত্তী, ওয়াল্ডোর সাধ্য কি চাকর হইয়া তাহার কাজে বাধা দিবে?—মজুলা খুসী হইয়া বলিল, “তাই বটে, তাই বটে; কর্ত্তীর বহুৎ দয়া! কর্ত্তী ভিন্ন আর কে দয়া দেখাইবার জন্ত এ রকম ফিকিরে কাজ হাসিল করিতে পারে?”—কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাষালারা জানিতে পারিল—কর্ত্তীর হুকুমেই ওয়াল্ডো তাহার হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়াছিল; ইহাতে ওয়াল্ডোর বাহাদুরী নাই, কর্ত্তীর দয়াকেই মোড়লের পিঠ বাঁচিয়াছে।—কর্ত্তীর

করণার পরিচয়ে তাহারা মুগ্ধ হইল। ক্রাস্কি মিথ্যা কথায় তাহাদিগকে ভুলাইতে পারিয়াছে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু জাফালারা ওয়ালডোর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিল। তাহারা জানিত যে জোয়ান কুমীরকে হা করাইয়া তাহার মুখের ভিতর হইতে শিকার কাড়িয়া লইতে পারে—সে ইচ্ছা করিলে ক্রাস্কিকেও ঠ্যাং ধরিয়া মাথার উপর তুলিয়া বন্-বন্ করিয়া ঘুরাইতে পারে। ওয়ালডোই বাহুবলে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহাকেই কর্তা মনে করিয়া সকলে ভয় ও ভক্তি করিতে লাগিল।

গ্রাম্য মোড়ল মুক্তিলাভ করিয়া প্রস্থান করিলে ক্রাস্কি মজুলাকে বলিল, “তোমরা যাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাদের সকলকে আনিয়া আমার বাঙ্গলার সম্মুখে দাঁড় করাও, আমি তাহাদিগকে দেখিতে চাই।”

তাহার কথা শুনিয়া ওয়ালডো গম্ভীর স্বরে বলিল, “তাহাদের সম্মুখেও কি তোমাকে ঐ ভাবে ক্ষমতা জাহির করিতে হইবে কর্তা!”

নিরাজ্জ ক্রাস্কি বলিল, “মুখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া থাক ওয়ালডো! তোমার স্পর্ধার সীমা নাই; বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তোমাকেও বেত মারিয়া শাস্তি করিব। যাহারা আমার কাজে বাধা দিতে আসিয়াছে—তাহাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে চাই, তুমি বারংবার অনধিকার চর্চা করিও না।”

ওয়ালডো কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু এ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল যে, ক্রাস্কি বুঝিতে পারিল—সে ওয়ালডোর নিকট কীট-পতঙ্গের জ্ঞান তুচ্ছ! ক্রাস্কি অতঃপর রজ্জ্ববদ্ধ খেতানগুলির প্রতি কিয়ৎপ ব্যবহার করিবে তাহা দেখিবার জন্য ওয়ালডোর প্রবল আগ্রহ হইল। তাহাদিগকে সেখানে আনিইবার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি ক্রাস্কি কি উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সেখানে আনিইতে বলিল—ইহা বুঝিতে না পারিয়া ওয়ালডো উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল।

কিন্তু মজুলার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ওয়ালডোর ধারণা হইল—সে কয়েদীদের লইয়া কোন বিপদে পড়িয়াছে। কারণ—ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল; সে ব্যাকুলভাবে কয়েকজন মোড়লের সম্মুখে গিয়া তাহাদের সহিত কি পরামর্শ করিল; কিন্তু তাহাদের কথা শুনিয়া মজুলা আশ্বস্ত হইতে পারিল না। সে

বিভিন্ন দলের মোড়লদের সঙ্গে লইয়া ক্রাস্কির সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং নত-মস্তকে স্তম্ভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রাস্কি তাহাদের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, “কি হইয়াছে ? আমার হুকুম তামিল করিতেছ না কেন ?”

মজুলা বলিল, “কর্ত্তী, আর একটা কয়েদী ভাগিয়াছে।”

ক্রাস্কি সক্রোধে বলিল, “কি বলিতেছিস ?”

মজুলা সভয়ে বলিল, “হাঁ কর্ত্তী, আর একটা কয়েদী সরিয়া পড়িয়াছে। এ ভেল্কি কর্ত্তী, ভেল্কি ! ভেল্কি ভিন্ন উহারা কি আমাদের চোখের উপর হইতে সরিয়া পড়িতে পারে ?—তাহাদিগকে দিবারাত্রি কড়া পাহারায় রাখিয়াও—”

ক্রাস্কি বাধা দিয়া, কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া বলিল, “ওরে গাধা, ওরে কুকুর, তোদের কড়া পাহারার মুখে লাথি মারিয়া আর একটা কয়েদীও চম্পট দিয়াছে—আমার কাছে একথা বলিতে তোদের জিভ্ খসিয়া পড়িল না ?—তা না পড়ুক, এবার আমি তোদের সকলের জিভ্ একে একে গলার ভিতর হইতে টানিয়া ছিঁড়িব। তোদের যে চক্ষুতে ধূলি দিয়া কয়েদীটা পলায়ন করিয়াছে—সেই চক্ষু আঙ্গুল দিয়া উপড়াইয়া লইব।—আবার কে পলাইয়া গিয়াছে—শীঘ্র বল।”

মজুলা সভয়ে বলিল, “সে লুকোঙ্গা জাতির সদ্ধার মতোঙ্গা। সে গোরা আদমী নয় ; কালা আদমী হইলেও সে বীর পুরুষ। আমাদের জাষালা তাহাকে ভয় করিত। একবার এই লুকোঙ্গা জাতির সঙ্গে আমাদের লড়াই হইয়াছিল ; তাহাদের হাতে বিস্তর জাষালা মারা গিয়াছিল। কিন্তু এবার তাহাকে একা গোরা লোকের ডোঙ্গা চালাইতে দেখিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহাকে ঐ গোরাগুলার সঙ্গে কয়েদ করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে কি কোণলে পলাইয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই কর্ত্তী।”

ক্রাস্কি অবজ্ঞাভরে বলিল, “মতোঙ্গা—সেই কালা নিগারটা পলাইয়াছে ? তাহার পলায়নে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না, কি বল ওয়াল্ডো ! আমি ভাবিয়াছিলাম গোরাগুলার দলের মুর্কাকি বর্ড ব্রেনমোর পলায়ন করিয়াছে। কালা আদমীটার পলায়নে আমাদের কি চিন্তার কোন কারণ আছে ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “বিন্দুমাত্রও নাই।” (not a bit.)

ওয়াল্ডো মতোঙ্গার পলায়ন-সংবাদে আনন্দিত হইল। সে বুঝিতে পারিল মতোঙ্গা অকারণে পলায়ন করে নাই, সে লুকোঙ্গা জাতির সর্দার, বীর পুরুষ। সে সমলে আসিয়া যদি ক্রাস্কিকে আক্রমণ করে, এবং জাঝালাদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ওয়াল্ডোর কর্মহীন জীবন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাইবে; তাহার দিনগুলি নানা কার্যে সফল করিতে পারিবে। সুতরাং মতোঙ্গার পলায়ন উপেক্ষার যোগ্য নহে। কিন্তু ক্রাস্কি এই ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিতে পারিল না। সে মজুলাকে বলিল, “গোরা কয়েদীগুলোকে আমার সম্মুখে হাজির কর। সেই কালা নিগারটার জন্ত আমি ব্যস্ত নহি।”

ক্রাস্কির কথা শুনিয়া মজুলা কতকটা নিশ্চিত হইল, সে সোৎসাহে বলিল, “কর্ত্তা গোরা আদমীগুলোকে এখানে হাজির করা হইয়াছে।”

মজুলার কথা শুনিয়া মিঃ ব্রেক ও মিথ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া লর্ড ব্রেনমোরকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পরকে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন; যদিও তাঁহারা কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের চক্ষু আশায় ও আনন্দে উজ্জ্বল হইল। মতোঙ্গা পলায়ন করিয়াছে—এসংবাদ তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল; মজুলার নিকট এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন তাহার পলায়ন ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিদর্শনস্বচক। মতোঙ্গা লর্ড ব্রেনমোরের অনুগত স্ত্রুহদ, সে সাহসী সর্দার; রণকুশল লুকোঙ্গা জাতি তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া জাঝালাদিগকে আক্রমণ করিলে এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে ক্রাস্কির ছরভিসন্ধি বার্থ হইতেও পারে।

ওয়াল্ডো ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে। হঠাৎ তাহার এতদূর স্বকৃষ্টি কারণ কি? সে সবিস্ময়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া মিস্ বেটী রোসেনকে দেখিতে পাইল। সে বুঝিল মিস্ রোসেনকে দেখিয়াই সেই রূপলুক পশুর এত আনন্দ! সম্মুখে মেষশাবক দেখিলে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের লুক নেত্রে যে আনন্দ ফুটিয়া উঠে, নরপশু ক্রাস্কির চক্ষুও সেই প্রকার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছিল। পশুতুল্য দুইটি জাঝালা যুবক বেটী রোসেনের

দুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহার দুই হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া ওয়াল্ডো কোঁধে জলিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল সে দুই ঘূসিতে সেই জাঁঝালা ছটোকে ভূতলশায়ী করিয়া বেটীকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করে। মিস্ রোসেনের এই অপমানে সে মর্ম্মাহত হইল। তাহার মনে হইল—এই অপমান সমগ্র নারী জাতির অপমান। সেই সকল ভীষণাকার গাণ্ডপ্রকৃতি বর্করগুলার মধ্যে বেটী রোসেনের প্রস্ফুটিত গোলাপের ভ্রায় সুন্দর মুখখানি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া শতগুণ অধিক সুন্দর দেখাইতেছিল।

ক্রাস্কি বেটী রোসেনের মুখের দিকে লুক্ক নেত্রে চাহিয়া, তাহার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল, “কি গো মিস্ রোসেন!—আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইল! এ আমার পরম সৌভাগ্য; কিন্তু তোমাকে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে এজন্য আমি দুঃখিত। তুমি রাগ করিও না সুন্দরি! আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে কষ্ট দিই নাই। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আমাকে তোমার প্রতি ওরকম নিষ্ঠুর আচরণ করিতে হইয়াছে তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।”

বেটী রোসেন স্বেগাপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুসঞ্জল চক্ষু অবনত করিল, কোন কথা বলিল না।

ক্রাস্কি তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিল, “শোনো মাইডিয়া, তুমি যে ঐ নেটিভ নিগারগুলার নোংরা কুঁড়ে ঘরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবে, সময়ে মনের মত খানা পাইবে না, খাসা নরম পুষ্ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুইতে পাইবে না, একথা স্মরণ হইলে আমার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। আমার প্রকৃতি একটু কঠোর বটে, কিন্তু নারীদের বিশেষতঃ তোমার মত সুন্দরী যুবতীদের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না; আমি তোমার মত ডানা-কাটা পরীদের খু-উব্ পক্ষপাতী! তোমাদের ঐ ‘বিধুমুখে মধুর হাসি—দেখ্তে বড় ভালবাসি।’ প্রাণ বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া যায় কি না। হা—হা! না, ঐ নিগারগুলার আড্ডায় আর তোমার থাকা হইবে না। আমি তোমার বাসের জন্য যতদূর সম্ভব ভাল কন্ডোবস্ত করিব। হাঁ, তুমি এখানে রাণীর হালে থাকিবে। তোমার স্বপ্ন,

অবিধা, আরাম বিরাম কিছুই অভাব হইবে না মিস্ রোসেন ! তুমি আমার অতিথি, উহ, কথাটা ঠিক হইল না—আমিই তোমার অতিথি—হা, হা ! দেখ চেষ্টা করিলে আমি মিষ্ট কথা বলিতে পারি । তবে চোখে জল কেন ?”

ক্রাস্কির এই ইতর রসিকতায় মিস্ রোসেনের চোখ মুখ স্বর্ণায় লাল হইয়া উঠিল । মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোর অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিলেন ; কিন্তু ওয়ল্‌ফোর্ডের আত্মসংবরণ করা কঠিন হইল । তাহার ইচ্ছা হইল—এক ঘূসিতে ক্রাস্কির মুখ ভাঙ্গিয়া দিবে ; কিন্তু নানা কারণে সে এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিল না । সে ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিয়া পাষণমূর্ত্তির ছায়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

ক্রাস্কি অন্তঃপর মিঃ ব্লেক, লর্ড ব্লেনমোর ও স্মিথের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, “মজ্জুলা, এই তিনজন গোরাকে লইয়া গিয়া, ইহাদের হাত পা বাঁধিয়া কোন মজ্জবৃত ঘরে ফেলিয়া রাখ ; কড়া পাহারায় রাখিবে, আর যেন পলাইতে না পারে—বুঝিয়াছ ?—সেই কালা আদমী মতোজা পলাইয়াছে সেজন্য হুশিয়ার কারণ নাই ।”

মজ্জুলা বলিল, “কর্ত্তার হুকুম তামিল হইবে ।”

ক্রাস্কি বলিল, “উহারা যেন আমাদের অশুবিধা ঘটাইবার চেষ্টা করিতে না পারে । ঘরের চারি দিকে পাহারা থাকিবে । মধ্যে মধ্যে জল ও কিছু কিছু খাবার দিবে, যেন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিয়া না যায় । কিন্তু যদি উহারা আবার পলায়ন করে—তাহা হইলে তোমাদের গ্রামের সকল লোককে গলায় ফাঁস দিয়া গাছে লট্কাইয়া দিব ।—বুঝিয়াছ ?”

বেটী রোসেন স্বর্ণাভরে বলিল, “তুমি পশুর অধম, তথাপি ঐ প্রকার স্থগিত কাজ নিশ্চয়ই করিতে পাইবে না ।—মিঃ ব্লেক এবং অন্ত দুইজন ভদ্রলোককে কি জন্য বাঁধিবার আদেশ করিতেছ ? উহাদিগকে কয়েদ করিয়াও কি তোমার আতঙ্ক দূর হইবে না ?”

ক্রাস্কি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, “কিছু ডর নাই স্তন্যদরি ! উহাদের মত তোমার হাত পা বাঁধা হইবে না । দড়ি দিয়া বাঁধা পড়িবার জন্য তোমার

কোমল অঙ্গের সৃষ্টি হয় নাই। তোমাকে উহাদের সঙ্গেও যাইতে হইবে না ; আমি তোমাকে লইয়া আমার বাঙ্গলায় যাইব। হাঁ, তুমি আমার বাঙ্গলায় বাস করিবে, এবং বেশ যত্নে থাকিবে।”

বেটা ভীতিবিহ্বল নেত্রে লর্ড ব্লেনমোরের মুখের দিকে চাহিল। লর্ড ব্লেনমোরই তাহাকে এই বিপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন, নিরাপদে দেশে ফিরিবার আশা দিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন ? এখন তিনিও বিপন্ন, শূন্যলিত ! ক্ষোভে হুঃখে বেটার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

লর্ড ব্লেনমোর ক্ষিপ্তের আয় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “ওরে স্থগিত কুকুর ! তোর মতলব কি ? যদি তুই উহার একগাছি কেশও স্পর্শ করিস্, তাহা হইলে—”

ক্রাস্কি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া যাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তাহা হইলে তুমি কি আমার মাথা কাটিয়া লইবে ? তোমার যে ভারি আস্পর্শ্য দেখিতেছি ! তুমি জান তোমার এখানে ‘লাটগিরি’ খাটিবে না, আমিই এখানকার লাট। তুমি ও তোমার দলের লোকগুলি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসিয়াছ, এই জন্ত তোমাদের হাত পা বাঁধিয়া ঘরে পুরিয়া রাখিব, আমার কোন কাজে বাধা দিতে না পার। কিন্তু মিস্ রোসেন—আমার অনিচ্ছায় এখানে আসিলেও তাহাকে আমার প্রয়োজন আছে। (I need miss Rosen.) হাঁ, তাহাকে আমার বাঙ্গলায় লইয়া যাইব ; তাহাকে আদর যত্নে রাখিব। মিস্ রোসেন আমার কাজে লাগিবে ; আমার খানা প্রস্তুত করিবে, ঘরের জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিবে, গৃহকর্ত্তার সকল ভার গ্রহণ করিয়া আমার প্রবাসের কষ্টের লাঘব করিবে।”

ক্রাস্কির ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রুউত্তেজিত স্বরে বলিল, “ওয়াল্ডো, তুমি আমাদের হিতৈষী বন্ধু বলিয়া আপনাকে জাহির করিতে, স্মরণ হয় কি ? তুমি কি মিস্ রোসেনকে এই স্থগিত নরপশুটার সঙ্গে যাইতে দিবে ?”

ওয়াল্ডো অবিচলিত স্বরে বলিল, “ক্রাস্কি এখানে কর্ত্তা হইয়াছে—একথা ত উহারই মুখে শুনিয়াছ ; কর্ত্তায় ইচ্ছায় কর্ম্ম—তাহাও তুমি জান। আমি এখানে কর্ত্তার বাঙ্গলাতেই বাস করি—ইহাও তোমার স্মরণ থাকা উচিত।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “তুমি ক্রাস্কির বাঙ্গলায় বাস কর, অতএব তোমাকে ক্রাস্কির বদমায়েদীর সমর্থন করিতে হইবে—ইহাই কি তোমার ঐ কথার মর্ম?”

ক্রাস্কি লর্ড ব্রেনমোরের কথা শুনিয়া তীব্র স্বরে বলিল, “ওয়াল্ডোর কথার মর্ম জানিয়া তোমার লাভ কি হে লাট সাহেব? ওয়াল্ডো আমার ছকুমের চাকর; তাহার কি এখানে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিবার শক্তি আছে যে, তাহাকে ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিতেছ? আমি যাহা করিব—তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছি; আমার সক্ষম পরিবর্তিত হইবে না। তোমাদের তিনজনকে রজ্জ্ববদ্ধ করিয়া ঘরের ভিতর পুরিয়া রাখা হইবে। মিস্ রোসেন আমার সঙ্গে যাইবে; যদি যাইতে আপত্তি করে—তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইব। আমি কষ্টী।”

কয়েক মিনিট কেহ কোন কথা বলিল না; বেটীর মুখ শুকাইয়া গেল, ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহার আশা ভরসা শূন্যে বিলীন হইল। কিন্তু কি ভাবিয়া সে মন সংযত করিল, আশ্চর্য্যায় কৃতসঙ্কল্প হইল, এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় তাহার চক্ষু জলিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্রেনমোর বুঝিলেন—বেটা প্রাণ দিয়াও আত্ম-সম্মান, পবিত্রতা রক্ষা করিবে। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহাদের মনের ভার লঘু হইল। তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না; তাহার মুখ ভাব-সম্পর্শহীন।—সে বুঝিল মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদয় তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত মন্দ ধারণা পোষণ করিতেছেন; (they were thinking very hard things about him.) একজ্ঞ তাঁহাদের চক্ষুর দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইল না। সে বেটা রোসেনকে আশ্বস্ত করিতে পারিলে সুখী হইত; কিন্তু সে কোন কথা বলা সঙ্গত মনে করিল না। সে মনের ভাব গোপন করিয়া শুকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু ক্রাস্কির ব্যবস্থা তাহার অপ্রীতিকর হয় নাই। ক্রাস্কি বেটা রোসেনকে নিজের বাঙ্গলায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করিতে সাহস করিলে

ওয়াল্ডো তাহাকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সে স্থিতির প্রাপ্তির উত্তরে যাহা বলিয়াছিল—স্থিতি সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই, এজন্য স্থিতিকে সে নির্বোধ মনে করিয়াছিল; তাহার একটু রাগও হইয়াছিল।

ক্রাস্কি বেটী রোসেনকে তাহার বাঙ্গলায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, ওয়াল্ডো মনে মনে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিল; কারণ সে জানিত হৃদয় ও বর্ষর জালাদিগের হস্তে সমর্পিত হইলে বেটী রোসেনের অসুবিধা ও হৃদয়ের সীমা থাকিত না; কিন্তু ক্রাস্কির বাঙ্গলায় আশ্রয় লাভ করিলে তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব হইবে না। ক্রাস্কি হুশ্চরিত্র, লম্পট, নর-পশু; কিন্তু ওয়াল্ডো সেখানে উপস্থিত থাকিতে ক্রাস্কি তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না; ক্রাস্কি সঙ্গরূপ চেষ্টা করিলে ওয়াল্ডো সেই অত্যাচার নীরবে সহ করিবে না। সে বেটী রোসেনকে বুঝাইয়া দিবে—ওয়াল্ডোর অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া সে ভুল করে নাই।

ওয়াল্ডো এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “আপনারা যেখানে যাইতেছেন যান; আমার কর্তব্য আমি করিব, সেজন্য আপনাদের হুশ্চিন্তার কারণ নাই।”

ক্রাস্কি ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিল, “তোমার নিজের কাজ ছাড়িয়া পরের কথা লইয়া থাকিবার দরকার কি হে বাপু! এক কথা তোমাকে কত বার বলিতে হইবে? আমি এই যুবতীকে আমার বাঙ্গলায় লইয়া যাইব—বুঝিতে পারিয়াছ! হাঁ, আমিই উহাকে লইয়া যাইব; এইরূপই আমার ইচ্ছা, ইহাই আমার মর্জি।”

বেটী কন্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রাস্কির কর্তৃত্বের তাহার দুর্ভাগ্যবশত পরিশ্রুত হইয়াছিল; সে বেটী রোসেনের মুখের উপর যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—সেই দৃষ্টিতে তাহার অন্তর্নিহিত লালসা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে দিন ক্রাস্কি তাহার পিতার সহিত তাহাতের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল—সেই দিন বেটীকে দেখিয়া ক্রাস্কি কিরূপ লালসা-পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ হইল। কিন্তু ক্রাস্কি

তখন লগুনে ছিল; বেটা রোসেনের পিতৃগৃহে তাহার নিজস্ব ভরণ করিবার সুযোগ হয় নাই। সেখানে তাহাকে অন্তর্নিহিত লালসা দমন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধ্য আফ্রিকার এই বিজন অরণ্যমধ্যে নদীকূলে সে একাকিনী, ক্রাস্কি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল; অসংখ্য হিংস্র প্রকৃতি বর্বর জাতি ক্রাস্কির ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল। এই নর-রাক্ষসের কবল হইতে কে তাহাকে উদ্ধার করিবে? লর্ড ব্রেনমোর, মিঃ ব্লেক ও শ্বিথ শত্রু-হস্তে বন্দী। তাঁহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, তাঁহারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া বেটা রোসেনের হৃদয় নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল; সে ব্যাকুল ভাবে চারি দিকে চাহিতে লাগিল।

সহসা ওয়াল্ডোর মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ওয়াল্ডোর চক্ষুতে চাঁপল্যের চিহ্নমাত্র ছিল না, তাহার দৃষ্টি ধীর স্থির, আত্মসমাহিত; হৃদ্যস্ততা বা বিষাদ যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেটা তাহার মুখ দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। সে ভাবিল—ক্রাস্কির গৃহে ওয়াল্ডোকে সে দেখিতে পাইবে। ওয়াল্ডো-সম্বন্ধে তাহার পূর্ব-ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছিল। ওয়াল্ডো প্রতারক, ক্রাস্কির বেতনভোগী অনুচর; তাহার পিতার হীরকরাশি লুণ্ঠনে ক্রাস্কিকে সাহায্য করিতেই সে এখানে আসিয়াছিল। তাহার শত্রুতাসাধনই ওয়াল্ডোর উদ্দেশ্য; কিন্তু ওয়াল্ডোর মুখ দেখিয়া তাহার মনে বিভ্রাটের সঞ্চার হইল না। তাহার বিশ্বাস হইল—ওয়াল্ডোর আর যে দোষই থাক—সে বিপত্তা নারীর সম্মান রক্ষায় কুণ্ঠিত হইবে না।

ক্রাস্কি মজুলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “সর্দার, ঐ গোরা কয়েদীগুলোকে শীঘ্র লইয়া যাও। তাহাদিগকে বাঁধিয়া ঘরের ভিতর ফেলিয়া রাখিবে; ঘরের চারি দিকেই পাহারা রাখিবে। যদি উহাদের কেহ পলায়ন করে—তাহা হইলে তোমাদিগকে গাছের ডালে ফাঁসে লটকাইয়া দিব। তোমাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে—একথা ভুলিও না। আমার আদেশ পালন করিলে বিস্তর সোনা বকশিস পাইবে, তোমাদের সকল অভাব দূর হইবে।”

মজুলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “কর্ত্তা, আপনি খুব ভাল কথা বলিয়াছেন। আপনার হুকুম তামিল হইবে।”

মজুলা তাহার অন্তরবর্ণকে আহ্বান করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় দুই একটি কথা বলিল। তাহা শুনিয়া একদল জাঙ্গালা যুবক মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও লর্ড ব্লেমমোরকে পরিবেষ্টিত করিল।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—উঁহাদিগকে অবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, তিনি ক্রাস্কিকে বলিলেন, “শোন ক্রাস্কি! আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া যাইতেছি,—আর ওয়াল্ডো! তুমিও শুনিয়া রাখ, আমি মিস্ রোসেনের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াই তাহাকে এই দুর্গম কঙ্গে রাজ্যে লইয়া আসিয়াছি। তোমাদের মত নর-পশুর কবলে পড়িয়া যদি তাহার কোন অনিষ্ট হয়—তাহা হইলে—”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ক্রাস্কি বিকট মুখভঙ্গি করিয়া সক্রোধে বলিল, “মজুলা, এই কুকুরগুলাকে শীঘ্র তোমাদের গ্রামের ভিতর লইয়া যাও—উহাদের ঘেউ ঘেউ চিৎকার আর আমি শুনিতে চাহি না। আমিই এখানে কর্ত্তা, আমার হুকুমই আইন—একথা আর কতবার বলিব?—এই মুহূর্ত্তে আমার হুকুম তামিল কর। ওয়াল্ডো, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথা যদি তোমার মুখ হইতে বাহির হয়—তাহা হইলে আমি তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দিব। এখানে যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ যেন তোমার স্মরণ থাকে—আমি কর্ত্তা, তুমি আমার অর্থভোগী কারপরদাজ।”

ক্রাস্কির কথা শুনিয়া ওয়াল্ডোর চক্ষু হইতে যেন আগুনের হলুকা বাহির হইল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্ত।—সে ক্রাস্কির দন্তভরা মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অশ্রুটপ্তরে বলিল, “এই নিলম্ব শূয়োরের অসার দন্ত দেখিয়া রাগ হয় না, স্বপ্না হয়।—এখানে আসিয়া কর্ত্তাগিরি ফলাইতেছে! উহার দন্ত আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হতভাগা লম্পটটা যদি এই সুন্দরী মেয়েটির প্রতি একবিন্দু অশিষ্ট ব্যবহার করে—তাহা হইলে আমি এক লাথিতে উহার ভুঁড়ি কাঁসাইয়া দিব।—ক্রাস্কি আমার সাহস ও শক্তির কিছু কিছু পরিচয়

পাইয়াছে, কিন্তু কামান্ন বর্বরকে আমি কি করিয়া শাস্তেত্তা করি—তাহা এখনও জানিতে পারে নাই।”

মিঃ ব্লেক, স্থিথ ও লর্ড ব্লেনমোর অদূরবর্তী গ্রামে নীত হইয়া একখানি বৃহৎ কুটারে আবদ্ধ হইলেন। একদল সশস্ত্র জাঙ্গালা-যুবক সেই কুটার পরিবেষ্টিত করিয়া পাহারা দিতে লাগিল। বেটী রোসেন ক্রাস্কির বাঙ্গলার অদূরে একদল জাঙ্গালা রক্ষীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রাস্কি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ক্রাস্কি প্রচ্ছন্ন বিক্রপপূর্ণ শিষ্ট ভাষায় (speaking with mocking politeness) বলিল, “মিস্ রোসেন, আমার যৎসামান্য বিলম্ব হইয়াগিয়াছে, এই ক্রটি তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে জানি; কিন্তু তুমি ত জান কর্তাকে সকল দিক সামলাইয়া চলিতে হয়; এই সকল ছোট খাট কর্তব্যও তাহার অবশ্য-পালনীয়। যাহা হউক, এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি তোমার সকল ভার গ্রহণ করিলাম; তোমার সকল লক্ষ্যবিধা দূর করিয়া তোমাকে পরমস্বখে রাখিব—আমার একথায় তুমি নির্ভর করিতে পার।”

বেটী চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল, “ইহাই যদি তোমার আন্তরিক কথা হয়—তাহা হইলে সৰ্বাগ্রে এই নেটিভগুলাকে আমার সম্মুখ হইতে সরাইয়া দাও। আমি একটু স্বাস্থ্যের সঙ্গে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।”

ক্রাস্কি স্নেহভরে চুম্বকুড়ি দিয়া বলিল, “আহা, কি কথাই বলিলে মিস্ রোসেন! আমাকে বুঝি তুমি সেই রকম বোকা মনে করিয়াছ? আমি আমার অল্পচরগুলাকে তোমার সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিই, আর তুমি এক দৌড়ে জঙ্গলের ভিতর পলাইয়া যাও। (make a run into the jungle.) তোমার মনে কষ্ট দিতে আমার ভারি দুঃখ হইতেছে বটে, কিন্তু তুমি আমার বাঙ্গলায় পৌছিবার পূর্বে আমার এই সকল অল্পচরের হাত এড়াইতে পারতেছ না তোমার রূপ আছে কি না, এই জন্ত তোমার ভারি দেমাক! আমার সম্মুখে ভুল ধারণা করিয়া তুমি অনর্থক মন খারাপ করিয়াছ; কিন্তু আমার আশ্রয়ে কিছু দিন বাস করিলেই তুমি ব্যাক্তে পারিবে আমি বদলোক নই। তোমার সন্মোচন দূর হইলে এই নতন জীবনের সুখ তোমার ভালই লাগিবে। হাঁ, আমার হাতে

জান্নাসমর্পণ করিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই পত্তাইতে হইবে না। আমি একটু মোটা, আর বয়স একটু বেশী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। তুমি আমার কাছে যে আদর যত্ন পাইবে—তাহাতে যদি সুখী হইতে না পার—সে তোমার অন্তঃকরণের দোষ ; আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।”

ওয়াল্ডো বিরক্তিতে বলিল, “ক্রাস্কি তোমার এই অভিনয় আর কতক্ষণ চলিবে ?—যথেষ্ট হইয়াছে, এখন ঘরে চল। তোমার বক্তৃতা আপাততঃ বন্ধ রাখিলে ক্ষতি নাই।”

বেটী বলিল, “হাঁ, এই মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই।”

ক্রাস্কি বলিল, “ষ্ট্রিক, এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাভ নাই, আমার বাঙ্গলায় গিয়া সকল কথা তোমাকে বলিব। এই জঙ্গলে কি কথা বলিবার যাক্ষ্ম আছে ? ভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে। তোমাকে গাঁথিতে না পারিলে আমার দিন কাটিত না।—ওরে নিগারের দল, আমাদের আগে পিছে চল, এই সুন্দরীকে আমার বাঙ্গলায় পৌছাইয়া দিবি।”

পেত্নী দহের ঠিক সম্মুখেই ক্রাস্কির বাঙ্গলা। ক্রাস্কি সদলে বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইল। কয়েকজন জাঙ্গালা যুবক জলন্ত মশাল লইয়া ক্রাস্কির আগে আগে চলিল। বেটী রোসেন ধীর ভাবে চলিল, তাহার সন্ধান কুষ্ঠা দূর হইয়াছিল ; ওয়াল্ডোর চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার মনে সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার আশা হইয়াছিল—সে বিপন্ন হইলে ওয়াল্ডো তাহাকে রক্ষা করিবে ; সে ক্রাস্কির পশুত্বের সমর্থন করিবে না। ক্রাস্কি মনের আনন্দে চলিতেছিল, ওয়াল্ডোর মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না ; ওয়াল্ডোর মনের ভাব সে বুঝিতে পারিল না।

ক্রাস্কি বেটী রোসেনকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গলায় উপস্থিত হইবার পূর্বে ওয়াল্ডো বেটীকে দুই একটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু ক্রাস্কি বেটার পাশে পাশে চলিতেছিল, এবং এই জঙ্গলে সে কতী হইয়া জাঙ্গালাগুলিকে ক্রিয়ণ বশীভূত করিয়াছে—অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সেই সকল কথা বেটীকে শুনাইতেছিল। এইজন্ত ওয়াল্ডো বেটীকে গোপনে কোন কথা বলিতে পারিল না।

বাল্লার কাছে আসিয়া একটা জাৰ্বালা যুবক পদপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখিয়া সভয়ে আৰ্ত্তনাদ করিল। তাহার আৰ্ত্তনাদ শুনিয়া কয়েকজন জাৰ্বালা মশাল লইয়া সেই দিকে দৌড়াইল; ব্যাপার কি, তাহা দেখিবার জন্য ক্রাস্কি বেটীকে পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতপদে সম্মুখে চলিল; তখন কথা বলিবার সময় পাইয়া ওয়াল্ডো বেটীকে যুদ্ধস্বরে বলিল, “মিস্ রোসেন, তোমাকে দুই একটি কথা বলিতেছি—শুনিয়া রাখ। ক্রাস্কিটা নরপশু, কুকুরের মত তাহার ক্রটি প্রবৃত্তি—ইহা আমরা দু’জনেই জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিলাম। সে যদি তোমার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়—তাহা হইলে আমি তাহাকে শায়েস্তা করিব; আমার ততটুকু শক্তি আছে—আমার একথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার।”

বেটা বলিল, “মিঃ ওয়াল্ডো, আপনি অদ্ভুত মানুষ!”

ওয়াল্ডো ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “হাঁ, অনেক রকমেই আমি অদ্ভুত; কিন্তু যদি তোমার ধারণা হইয়া থাকে আমি অত্যন্ত অমানুষ, তাহা হইলে তোমার সেই ভুল ধারণা ত্যাগ কর। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু গুণও কিছু আছে—যাহারা আমাকে জানে তাহারা ইহা স্বীকার করে। তুমি চোখে যাহা দেখিবে, তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও না, মিস্ রোসেন! আমি ক্রাস্কির সঙ্গে আছি বলিয়াই আমাকে শয়তান মনে করিও না। আমার সম্বন্ধে এখন তোমার যে ধারণা আছে, আমার বিশ্বাস—শীঘ্রই এই ধারণা পরিবর্তিত হইবে, এবং এখন যাহা জান, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক কথা জানিতে পারিবে।”

ওয়াল্ডো বোধ হয় আরও দুই একটি কথা বলিত, কিন্তু আর তাহা বলিবার সুযোগ পাইল না; কারণ সাপটি একটা বস্তুরূপে অসুসরণে বনের ভিতর অদৃশ্য হওয়ায় ক্রাস্কি তাহার পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া বেটা রোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিল। বেটা ওয়াল্ডোর নিকট যাহা শুনিতে পাইল, তাহাতেই আশ্বস্ত হইল। ক্রাস্কি যদি তাহার প্রতি দুৰ্ব্যবহার করে—তাহা হইলে ওয়াল্ডো তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে—এবিষয়ে বেটা নিঃসন্দেহ হইল। সে ভাবিল, “ওয়াল্ডো যতই

মন্দ লোক হউক, সে আমাকে মিথ্যা কথায় কেন প্রতারণা করবে ?”—
ওয়ালডোর আকার-প্রকারে একপ বিশেষত্ব ছিল যে, তাকে দেখিয়া ইতর বা
অসচ্চরিত্র বলিয়া মনে হইত না। ওয়ালডো কি উদ্দেশ্যে ক্রাস্কির স্থায় নরপশুর
সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছিল, বেটা রোসেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাহার কথা
অবিশ্বাস করিল না।

বার্থোলোমো ক্রাস্কি বাঙ্গলায় প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার নূতন ভূত্য
ভোজন-কক্ষে আলো জালিয়া টেবিলের উপর খানা পরিবেশনের আয়োজন
করিতেছিল।

ক্রাস্কি বলিল, “মিস্ রোসেন, খানা প্রস্তুত ; তুমি খাবার টেবিলে বসিয়া
যাও। আমি পোষাকটা বদলাইয়া আসি।”

ক্রাস্কি নূতন ভূত্যকে টেবিলের অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,
“টেবিলে খানার ডিস্গুলি সাজাইয়া রাখিয়া তুই বাহিরে চলিয়া যা’। দরজার
হইলে আমি তোকে ডাকিব। আমি না ডাকিলে এখানে তোকে আসিতে
হইবে না। আমার কথা বুঝিয়াছিস্ ? তুই বুঝি আজই কাজে বাহাল
হইয়াছিস্ ?”

ভূত্য বলিল, “হাঁ, বাওয়ানা, বুঝিয়াছি। আপনি না ডাকিলে আমি
এ ঘরে আসিব না। আমি আপনার নূতন বাবুচ্চি। সর্দার আমাকে বাহাল
করিয়াছে।”

ক্রাস্কি পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। ভূত্য তখন
সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল ; কিন্তু বেটা রোসেন নির্দিষ্ট চেয়ারে না বসিয়া দ্বার-
প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। ভোজ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ও সেই হুর্গম অরণ্যেও ক্রাস্কির
বিলাসিতার আড়ম্বর দেখিয়া বেটা বিস্মিত হইয়াছিল। তাহার চোখে যথেষ্ট
বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া ক্রাস্কি হাসিয়া বলিল, “আহারের আয়োজন দেখিয়া
তুমি বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমি কষ্টী, এদেশের
নিগারঙলা প্রাণপণে আমার আদেশ পালন করে। তুমি মনে করিয়াছিলে—
এখানে শুকনো কুটি আর বিস্কুট চিবাইয়া পেট ভরাইতে হইবে ; কিন্তু আমার

জোগাড়-যন্ত্র কি রকম পরিপাটি তাহা দেখিতেছ ত ? মিস্ বেটী, তুমি বোধ হয় ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ ; আজ তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে তোমাকে ‘মিস্ বেটী’ বলিয়া ডাকিলাম—এজন্ত কি তুমি রাগ করিলে ? না, তুমি রাগ করিও না, আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর পছন্দ করি কি না—তাই এরকম সম্বোধন করিলাম।”

বেটী রোসেন ক্রাস্কির প্রগল্ভতাপূর্ণ সম্ভাষণ শুনিয়াও কোন কথা বলিল না। ক্রাস্কির সচিত্র বাক্যালাপ করিতে তাহার স্বর্ণা হইতেছিল ; এইজন্ত সে দ্বারপ্রান্তে শুকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে দ্বারের বাহিরে চাহিয়া কক্ষাঙ্গ বাবুর্চিটাকে দূরে সরিয়া যাইতে দেখিল। বেটী তাহাকে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়াছিল ; কারণ এই বাবুর্চিই লর্ড ব্লেনমোরের প্রধান সহায় মতোঙ্গা ! মতোঙ্গা তি কোশলে ক্রাস্কির বাবুর্চির পদ লাভ করিল—বেটী তাহা বুঝিতে পারিল না। মতোঙ্গা অদৃশ্য হইবার পূর্বে বেটীকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল—সে নিকটেই লুকাইয়া থাকিল, কোন ভয় নাই।

যাহা হউক, বেটী পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল, মতোঙ্গা জাঙ্কালাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল ; সুতরাং তাহাকে ক্রাস্কির পরিচারকের পদ লাভ করিতে দেখিয়া বেটী বিস্মিত হইলেও তাহার মন আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল নরপশু ক্রাস্কি তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্ভূত হইলে সে মতোঙ্গার সাহায্য লাভ করিবে, এবং ওয়াল্ডোও নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। তাহার দুইজন হিতৈষী সেখানে বর্তমান থাকিতে তাহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইবে না বুঝিয়া বেটী সঙ্কোচ ও জড়তা পরিত্যাগ করিল। পাঠক পাঠিকাগণও বোধ হয় কীচক বধের জ্ঞায় “একটা কাণ্ডের প্রত্যাশা করিতেছেন। ভগবান্ যুগে যুগে নানা উপায়ে পাষাণের কবল হইতে বিপন্ন সাধবীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর কে নিরাশ্রয় দুর্বলা বিপন্ন সতীর লজ্জা নিবারণ করিতে পারে ?

মতোঙ্গা জাঙ্কালাদের কুটীরে আবদ্ধ হইলেও তাহার জ্ঞায় বীর পুরুষের

পলায়ন করা অসাধ্য হয় নাই। সে পলায়ন করিলে কয়েকজন জাঙ্গালা যুবক তাহার অনুসরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। তাহারা জানিত মতোঙ্গা তাহাদের মহাশত্রু লুকোঙ্গা জাতির অন্ততম অধিনায়ক, মধ্য আফ্রিকায় তাহার মানসম্মত ও খ্যাতি প্রতিপত্তি সামান্য নহে; যদি তাহারা মতোঙ্গার কোন অনিষ্ট করে—তাহা হইলে লুকোঙ্গারা দলে দলে আসিয়া জাঙ্গালাদের বাসপল্লী আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিবে, তাহাদের স্ত্রী কন্তাদের কাড়িয়া লইয়া যাইবে। লুকোঙ্গা জাতির প্রচণ্ড ক্রোধানল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে—ক্রাস্কির সে শক্তি নাই, ইহাও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং মতোঙ্গাকে ধরিবার সুযোগ থাকিলেও জাঙ্গালা যুবকেরা তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে নাই। এই প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে তাহারা যমের মত ভয় করিত। (they were in mortal awe of this renowned warrior.)

জাঙ্গালা ও লুকোঙ্গা—মধ্য আফ্রিকার এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে বহুকাল হইতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল। তাহারা পরস্পরকে মহাশত্রু মনে করিত। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন জাঙ্গালা দস্যু লুকোঙ্গাদের অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠপাট করিয়াছিল, এবং কয়েকটি লুকোঙ্গা-যুবতীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল; এই অত্যাচারের প্রতিকূল প্রদানের জন্য বহুসংখ্যক লুকোঙ্গা দলবদ্ধ হইয়া জাঙ্গালাদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদের বহু পল্লী বিধ্বস্ত করিয়া শত শত নর নারীকে হত্যা করিয়াছিল, এবং জাঙ্গালাদিগকে বশতা-স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিল; কিন্তু অরণ্যচর যাযাবর জাতিকে দীর্ঘকাল বশীভূত করিয়া রাখা কাহারও সাধ্য নহে; জাঙ্গালারা কিছু দিন পরে লুকোঙ্গাদের অধীনতা অস্বীকার করিলেও তাহাদের প্রাধান্ত অস্বীকার করিতে পারে নাই; সুতরাং লুকোঙ্গা-সর্দার মতোঙ্গাকে একাকী পাইয়াও তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে তাহাদের সাহস হয় নাই। ক্রাস্কি জাঙ্গালা রোজাদের উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া, এবং জাঙ্গালা বীরপুরুষদের স্বর্ণদানের অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে

জাঘালাদের উপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই ; বিশেষতঃ, ক্রাস্কির উৎপীড়নে তাহারা অত্যন্ত অসঙ্কট হইয়াছিল। ক্রাস্কির অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল।

অতঃপর মতোঙ্গা পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া জাঘালারা সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল। তাহারা জানিত—তাহাকে দীর্ঘকাল কয়েদ করিয়া রাখিলে তাহাদের বিপদ অপরিহার্য। মতোঙ্গা তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে এই সংবাদ শুনিলে লুকোঙ্গারা বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ত্রায় তাহাদের অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবে। তখন কোথায় থাকিবে তাহাদের রোজা, কোথায় পলাইবে ক্রাস্কি ?—সেই অগণ্য নর-দানবের বিরুদ্ধে ছুই দশটি গুলী চালাইয়া ক্রাস্কি তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিবে—জাঘালারা এক্ষণ আশা করিতে পারে নাই। যে সকল জাঘালা মতোঙ্গার অনুসরণ করিয়াছিল—মতোঙ্গা তাহাদিগকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিলে—তাহারা তাহার কথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। মতোঙ্গা তাহাদের নিকট জানিতে পারিয়াছিল—ক্রাস্কির দুর্ব্যবহারে তাহার পাচক পলায়ন করিয়াছে। মতোঙ্গা তাহাদিগকে জানাইল—সে ক্রাস্কির পাচকের কার্যভার গ্রহণ করিবে ; কিন্তু জাঘালারা যদি তাহার এই গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা ক্রাস্কির নিকট প্রকাশ করে—তাহা হইলে সে তাহাদের সর্বনাশ করিবে ; ক্রাস্কি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। জাঘালা-সদ্বার মজুলা এসকল কথা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এবং ক্রাস্কিকে সংবাদ দিয়াছিল সে তাহার বাঙ্গলায় একজন উৎকৃষ্ট পাচক পাঠাইয়াছে, তাহার পরিচর্যায় ‘কর্ত্তা’ সঙ্কট হইবেন। ক্রাস্কি বেটা রোসেনকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গলায় আসিয়া নবনিযুক্ত সুপকারকে দেখিয়া বিস্মিত হয় নাই ; মতোঙ্গাই তাহার বাবুর্জিগিরি করিতেছে ইহাও জানিতে পারে নাই। মতোঙ্গাকে সে চিনিতে না। মতোঙ্গার স্বজাতির শত্রু জাঘালারা তাহার এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই।

(none of these tribal enemies dare betray his secret.)

মতোঙ্গা বেটিকে সাহায্য করিবার জন্ত, এবং লর্ড ব্লেনমোর ও তাঁহার

সঙ্গীদের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে ক্রাস্কির বাঙ্গলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ওয়াল্ডো বেটীর সাহায্যে ক্রুতসঙ্কল্প হইয়াছিল—তাহা সে জানিত না।

বেটী ঘর-প্রান্তে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিল। ক্রাস্কির দুরভিসন্ধি সে বুঝিতে পারিয়াছিল; তাহার সঙ্গে ভোজনের টেবিলে বসিতে তাহার সাহস হইল না। সেই সময় ওয়াল্ডো সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বেটীকে বলিল, “মিস্ রোসেন, তোমাকে এখানে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি; তোমার রক্ষীরা চলিয়া গিয়াছে; আর তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই।”

ক্রাস্কি ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিল, “তোমার ঐ সকল কথা বলিবার কারণ কি? মিস্ রোসেন এখানে আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। হাঁ, বেটী আমার—কর্তার অতিথি।”

ওয়াল্ডো বলিল, “ক্রাস্কি তোমার ভ্রম দূর করিতে আমার ভয়ঙ্কর দুঃখ হইতেছে, (awfully sorry to disillusion you) কিন্তু মিস্ রোসেন আর্টের শুক্রবা-ভার গ্রহণ করিতেই এখানে আসিয়াছে। সুতরাং তাহার আগমনে আমি আনন্দিত হইয়াছি। হতভাগ্য সুবার্টের শুক্রবার জন্ত একজন শুক্রবা-কারিগীর প্রয়োজন; মিস্ রোসেন আনন্দের সহিত এই ভার গ্রহণ করিবে। সুবার্টের ক্ষত ধুইয়া তাহাতে ঔষধ দেওয়া ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রভৃতি কাজ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কাজ পুরুষ অপেক্ষা রমণীরাই অধিকতর দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিতে পারে।”

বেটী বলিল, “কেহ কি এখানে আহত হইয়াছে?”

ক্রাস্কি সক্রোধে বলিল, “ওয়াল্ডো, তোমার অনধিকার-চর্চা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কি—”

ক্রাস্কির কথা শেষ হইবার পূর্বেই ওয়াল্ডো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এরকম একটা তাড়া দিল যে, ক্রাস্কির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল!—সে হা করিয়া ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু ওয়াল্ডো তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সুবার্টের বিপদের কথা বেটীর গোচর করিল।

ওয়াল্ডো বলিল, “এই যুবকের নাম ডেভি সুবার্ট। অনেক দূরে তাহার যে

কুঠী আছে সেই কুঠী হইতে সে নৌকাযোগে হানান্তরে বাইতেছিল ; পশ্চিমধ্যে জাহালা তাহাকে বর্ষা মারিয়া আহত করিয়াছিল । তাহার পর এখানে বাঙ্গলার নীচে আসিয়া নৌকা উল্টাইয়া সে জলে পড়িলে একটা কুমীর তাহাকে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছিল । আমি তাহাকে কুমীরের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছি ; কিন্তু কুমীরটা তাহার পা চিবাইয়া দিয়াছে । বর্ষার ফলায় তাহার কাঁধ ফুটা হইয়া গিয়াছে । তাহার শুষ্কতার প্রয়োজন ; মিস্‌রোসেন, তুমি কি তাহার পরিচর্য্যার ভার লইতে পারিবে ? সম্বন্ধে সতর্ক ভাবে পরিচর্য্যা করিলে তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে ।”

বেটা বলিল, “ইহা ত নারীরই কাজ । আমি এই ভার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব ; সেই আহত লোকটি কোথায় আছে ?”

ওয়াল্ডো বেটাকে সঙ্গে লইয়া ক্রাস্কির শয়ন-কক্ষে চলিল । সেই কক্ষেই সুবার্ট শায়িত ছিল । ওয়াল্ডোর ভোজন-কক্ষে যে ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, ওয়াল্ডো সেই ল্যাম্পটা হাতে লইয়া অন্ধ কক্ষে প্রবেশ করায় ক্রাস্কি অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিল । সে রাগে ফুলিতে লাগিল । সে কষ্টী, অথচ ওয়াল্ডো তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বেটাকে, এমন কি, আলোটা পর্য্যন্ত লইয়া চলিয়া গেল ! ওয়াল্ডোর দম্ভ ও স্পর্ধা তাহার অসহ্য হইল । সে উঠিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল, এবং তাহা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে ওয়াল্ডোর অনুসরণ করিল । ওয়াল্ডোকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্ত সে ক্ষেপিয়া উঠিল ; কিন্তু সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার পরেই তাহার স্মরণ হইল—পর দিন ওয়াল্ডো পেত্নী দহে নামিয়া হীরাগুলি তুলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল । ওয়াল্ডোকে তখন হত্যা করিলে তাহাকে হীরাগুলির আশা ত্যাগ করিতে হইবে । ক্রাস্কি হীরাগুলির আশা ত্যাগ করিতে পারিল না ; সে মনে মনে ওয়াল্ডোকে অভিসম্পাত করিয়া পিস্তলটি পকেটে ফেলিল, এবং ওয়াল্ডোর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল । কয়েক মিনিট পরে ওয়াল্ডো বেটাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিল । বেটার মুখ গম্ভীর, চিন্তাক্রান্ত ।—সে ক্রাস্কিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ধীর ভাবে বলিল, “মিঃ

ক্রাস্কি, আমি এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছি। আহত লোকটিকে দেখিলাম। তাহার অবস্থা শোচনীয়; সযত্নে তাহার সেবা শুশ্রূষা না করিলে তাহার জীবন রক্ষার আশা অল্প। আমি তাহার পরিচর্য্যার ক্রটি করিব না।”

ক্রাস্কি অবজ্ঞাভরে বলিল, “ওয়াল্ডো সেই হতভাগটাকে কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছে; জরুরি কাজ ফেলিয়া যত বাজে কাজেই উহার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটা তেমন বেশী জখম হয় নাই। তাহার জন্ত তোমার এত হুশিস্তা কেন? সে মরিলেই বা তোমার আমার কি ক্ষতি? —তাহাকে আমার ঘরে লইয়া আসা ওয়াল্ডোর উচিত হয় নাই। দয়ায় এরকম অপব্যবহার আমি অসম্মত মনে করি। মিস্ বেটী, তুমি তাহার চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে চল। ঐ ল্যাম্পের আলোকে তোমাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। (you look very pretty in this lamp-light.) সত্যি তোমার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে!—তুমি যে পাশের ঘরে গিয়া সারা রাত্রি সেই কুমীরে-ধরা আধ-মরা ঘেষো রোগীর পায়ের কাছে বসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে, আর তাহার সেবায় মধুর অবসরটুকু নষ্ট করিবে—ইহা আমি সধ্য করিব না। না, আমি তোমাকে ও-ঘর যাইতে দিব না, আমার কাছেই তোমাকে থাকিতে হইবে।”

বেটী দৃঢ়স্বরে বলিল, “না মিঃ ক্রাস্কি, আপনি ইহাতে অপত্তি করিবেন না। আমি লোকটিকে দেখিয়া আসিলাম—সত্যি তাহার সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন। আপনি কি করিয়া এক্ষণে নির্ভুরের মত কথা বলিলেন?” (How can you speak so brutally?)

ক্রাস্কি বেটীর সম্মুখে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আগ্রহ ভরে বলিল, “না, তোমার ও সকল কথা শুনিতে চাই না; তোমাকে আনারই কাছে থাকিতে হইবে। এরকম জঘন্ত দেশে তোমার মত সুন্দরীর মুখ দেখিয়া নয়ন সফল করিতে আগ্রহ না হয় কার? অল্প কামরায় যে ভিক্কুক মরিতে বসিয়াছে— তাহার পরিচর্য্যায় তুমি সময় নষ্ট করিবে, ইহা হইতেই পারে না।”

ক্রাস্কি বেটীকে ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইল, তাহা দেখিয়া বেটী সভয়ে দূরে

পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু ক্রাস্কির কবল হইতে সে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। ক্রাস্কি ছই হাতে বেটিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ চুষন করিতে উত্তত হইল।

বেটা সত্রাসে মাথা টানিয়া লইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, “তুমি পশু, হাঁ, পশুর অধম তুমি!—মিঃ ওয়াল্ডো, আপনি কি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার অপমান দেখিবেন?”

ওয়াল্ডো বলিল, “তুমি কি আমাকে সেই রকম কাপুরুষ মনে করিতেছ?”

ওয়াল্ডো মুহূর্ত্তমধ্যে ক্রাস্কির সম্মুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার পেশীপুষ্ট স্নদৃঢ় হস্তের উত্তত মুষ্টি সবেগে লোহার ছরমুসের মত ক্রাস্কির মাংসল চিবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, যেন পঞ্চাশ হাত উচ্চ তালগাছ হইতে বৃন্তচ্যুত পাকা তাল সশব্দে মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল!—সেই ভীষণ মুষ্টিঘাত সহ করিতে না পারিয়া ক্রাস্কি মুখ ও জিয়া ধরাশয্যা অবলম্বন করিল।

ওয়াল্ডো কঠোর স্বরে বলিল, “ক্রাস্কি, কিছুকাল আগে তোমাকে ঘাড় ধরিয়া বাঙ্গলার বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি এতদূর নির্লজ্জ যে, তাহাতে তোমার শিক্ষা হয় নাই, এজন্ত তুমি আমার সম্মুখে এই ভদ্র মহিলার অপমান করিতে কুণ্ঠিত হইলে না। এবার আমি পদাঘাতে তোমাকে বারান্দার নীচে ফেলিয়া দিব। যদি তুমি মিস্ রোসেনকে পুনর্ব্বার স্পর্শ করিতে উত্তত হও—তাহা হইলে তোমার মুণ্ডটা ঘাড় হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ঐ পেত্নী দহের জলে সেই হীরাগুলার কাছে নিক্ষেপ করিব।”

ক্রাস্কি সেই প্রচণ্ড আঘাতে একপ বিহ্বল হইয়াছিল যে, উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিল না, ঘুরিয়া পড়িল। সে ওয়াল্ডোকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে উত্তত হইল ; কিন্তু ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। ওয়াল্ডোর পদাঘাতে ফুট-বলের মত বারান্দার নীচে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্ত তাহার আগ্রহ হইল না। তথাপি ওয়াল্ডো তাহাকে পদাঘাতে সেই কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিল।

আধ ঘণ্টা পরে ক্রাস্কি সর্ব্বাঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া বান্নামুখে ভোজন-কক্ষে প্রবেশ

করিয়া দেখিল—ওয়ালডো মিস্ বেটী রোসেনকে পাশে বসাইয়া প্রশান্ত মনে আহাৰ করিতেছে। তাহারা একবারও মুখ তুলিয়া ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিল না।

ক্রাস্কি বেটীর সম্মুখে আসিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল, “মিস্ রোসেন, যদি আমার ব্যবহারে মনে কষ্ট পাইয়া থাক—তাহা হইলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমাকে একটু আদর করা ভিন্ন —”

বেটী তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “আপনি ও সকল কথা তুলিয়া যান মিঃ ক্রাস্কি ! মিঃ ওয়ালডোর আদরের প্রশালীটা একটু ভিন্ন রকম। সে দ্রুত স্থিত হইবেন না। টেবিলে আপনারও খাবার দেওয়া হইয়াছে, বসিয়া পড়ুন। আশা করি আপনার দাঁতগুলি অধিক আদরে বিচলিত হয় নাই।”

ক্রাস্কি আহাৰে বসিয়া আড়-চোখে ওয়ালডোর মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, “আমি তোকে খুন করিব ; কিন্তু গুলী করিয়া মারিব না। দেখিব কে তখন তোকে রক্ষা করে। আমি কষ্টী, আমার অপমান !”

বেটী রোসেন আহাৰান্তে নিশ্চিন্ত মনে আহত যুবকের পরিচর্য্যার জন্ত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

পেত্নী দহের গভীর গর্ভে

প্রারম্ভে প্রত্যুষে ওয়াল্ডো ক্রাস্কিকে সঙ্গে লইয়া পেত্নী দহের মধ্যস্থলে সংরক্ষিত ভেলায় আরোহণ করিল। সেই ভেলার চতুর্দিকে আরাসঙ্গো নদীর জলরাশি কলনাদে প্রবাহিত হইতেছিল। দহের জল অত্যন্ত গভীর, এই জন্ত স্থানীয় আরণ্য জাতির ধারণা ছিল—সেই দহ অতলস্পর্শ। নদীতীরে বাঙ্গলার বাহিরে বসিয়া বেটা রোসেন পুষ্কোক্ত আহত যুবকের বাণেজ ধৌত ও লিষ্ট প্রস্তুত করিতেছিল। নদীর দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। কয়েকজন জাঙ্গালা যুবক নদীতীরে দাঁড়াইয়া ওয়াল্ডোর অসম সাহসের কাজ দেখিতেছিল। তাহারা পূর্বেই শুনিতে পাইয়াছিল—যে সাহেব কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার মুখের ভিতর হইতে একজন গোরা আদম্যকে উদ্ধার করিয়াছিল—সেই সাহেব পেত্নী দহের জলে ডুবিয়া থাকিয়া এক রকম খেলা দেখাইবে। সেই দহে নামিয়া সে ডুবিয়া মরিবে না, তাহাকে কুমীরেও মারিতে পারিবে না—এ কথা তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু ওয়াল্ডোকে দহের ভিতর নামিবার জোগাড়-যন্ত্র করিতে দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। তখন কোন দিকে কোলাহল ছিল না, উষাকালে আরণ্য প্রকৃতি নিশ্চল।

ওয়াল্ডো ক্রাস্কির সম্মুখে ভেলার উপর দাঁড়াইয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিল, “ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা কি কখন কাহাকেও স্বেচ্ছায় মৃত্যু-গহবরে অবতরণ করিতে দেখিয়াছেন?—যদি না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে দেখুন—অদ্ভুতকন্ধ্যা সুবিখ্যাত মিঃ ওয়াল্ডো আরাসঙ্গো নদীর এই অতলস্পর্শ পেত্নী দহে নিমগ্ন হইবেন। হাঁ, তিনি স্বেচ্ছায় এই দহে ডুব দিবেন। যদি তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে জলের ভিতর হইতে উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনারা স্থির জানিবেন—”

ক্রাস্কি ওয়ালডোর বাগাড়ম্বরে বাধা দিয়া বলিল, “ওয়ালডো, তুমি এখন বক্তৃতা বন্ধ কর, এই কি ইয়ারকি করিবার সময়? না, এখন ভাঁড়ামো ভাল লাগে?”

ওয়ালডো বলিল, “ভাঁড়ামো? আমি ভাঁড়ামো করিতেছি ইহা তোমাকে কে বলিল? ইহা কি সত্যই মৃত্যু-গহ্বরে অবতরণ নহে? আমার অপেক্ষা ছুঁইল যে কোন লোক এই দহে নামিলে তাহার জীবন রক্ষার আশা নাই, এ কথা কি মিথ্যা? ক্রাস্কি, তুমি দয়া করিয়া স্মরণ রাখিও—আমারও জীবন এই দহের ভিতর সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে, এবং তোমার হাতেই আমার জীবন নির্ভর করিতেছে, কারণ বায়ু-প্রবাহের নলটি তোমাকেই পরিচালিত করিতে হইবে।”

ক্রাস্কি বিরক্তি ভরে বলিল, “হাঁ, সে কথা আমার জানা আছে।”

ওয়ালডো বিস্ফারিত নেত্রে ক্রাস্কির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখ ক্রাস্কি, তোমার স্মরণ আমার বড় বেহুসো মনে হইতেছে! তুমি কি আমার জীবনের অবলম্বন বায়ু-নলে বায়ু-প্রবাহ রুদ্ধ করিবার মতলব করিয়াছ? আমি জলের ভিতর নামিলে আমাকে গাবাড় করিবার ফন্দী আঁটিয়াছ কি না—”

ক্রাস্কি হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া, যেন ধরা পড়িয়াছে—এইরূপ সন্দিক্ত দৃষ্টিতে ওয়ালডোর মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, “আঃ, কি যে বল! পাগলের মত যা তা বলিতেছ কেন?”

ক্রাস্কি এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার মন যে চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল—সেই চিন্তা যেন কোন অদৃশ্য হস্ত অবলম্বন করিয়া ওয়ালডোর হৃদয়েও অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছিল; স্মরণ উভয়ের মনে একই চিন্তার উদয় হওয়ায় কে অধিক বাসিত হইয়াছিল—তাহা বলা কঠিন। ক্রাস্কি, তাহার হৃদয়সন্ধি ধরা পড়িয়াছে বুঝিয়া—তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, এবং অতি কষ্টে মন সংযত করিয়া বলিল, “আমাদের এখনই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, এখন পরিহাসের সময় নয় ওয়ালডো! আশা করি এই কঠোর পরীক্ষার জন্ত তুমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছ।”

ওয়ালডো বলিল, “নিশ্চয়ই। আমার সকল আয়োজনই শেষ হইয়াছে; আমি এখনই পেন্টোন-দহের গভীর জলে নামিয়া মার্ক রোসেনের ধীরাত্মা সংগ্রহ

করিব। সেগুলি আমি তুলিয়া দিলে তাহা তুমি আত্মসাৎ করিবে, এবং পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা অন্ততঃ তাহার দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে। চোরামালে তুমি বড় লোক হইবে, কিন্তু আমি যাহা পাইব— তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। এই সামান্য টাকার জন্ত আমি জীবন বিপন্ন করিতে উত্তত হইয়াছি। টাকার জন্ত আমরা বেচারারা কি করি—তাহা ভাবিলে কি বিস্মিত হইতে হয় না ?” (Is n't it surprising what we chaps will do for money ?)

ক্রাস্‌কি ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া একটু ভয় পাইল,—পাছে ওয়াল্ডো হঠাৎ বাকিয়া বসে, অথবা আরও অধিক টাকার দাবি করে !—সে তীব্র স্বরে বলিল, “এখন তোমার এই সকল অবাস্তব কথার আলোচনা কি অসম্ভব নহে ? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।”

ওয়াল্ডো বলিল, “অসম্ভব ? মৃত্যু আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখব্যাদান করিয়াছে, আমাকে গ্রাস করিতে উত্তত হইয়াছে ; এসময় আমাদের লাভ লোক-সানের প্রসঙ্গ অসম্ভব ? তুমি চোর, আমি তোমার হাতের সিঁদকাঠী। আমার সাহায্যে তুমি ধনবান হইবে, অথচ আমি তোমার স্বগা ও অবজ্ঞার পাত্র ! তুমি সত্যই বলিয়াছিলে—কার্য্যোদ্ধারের জন্ত এক হাত পায়ে ও এক হাত গলায় দেওয়াই তোমার অভ্যাস। তোমার এক হাত এখনও আমার পায়ে আছে ; কিন্তু মুহূর্ত্ত-পরেই তোমার দুই হাত আমার গলায় উঠিবে, অর্থাৎ আমার শ্বাসরুদ্ধ হইবে।”

ওয়াল্ডোর ব্যবহারে ক্রাস্‌কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ওয়াল্ডোকে সে মহাশত্রু মনে করিতেছিল ; এবং কার্য্যোদ্ধারের পর সে ওয়াল্ডোকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা ওয়াল্ডো নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিল। তথাপি সে ক্রাস্‌কিকে ত্যাগ করে নাই ; হীরাগুলি সংগৃহীত হইবার পূর্বে ক্রাস্‌কি তাহার অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না—ইহা সে জানিত। ওয়াল্ডোর সঙ্কল্প ছিল—ক্রাস্‌কিকে বশিত করিয়া সেই সকল হীরা সে বেটী রোসেনকে প্রদান করিবে। সুতরাং হীরাগুলি উত্তোলনের পূর্বে তাহাদের বিরোধের আশঙ্কা ছিল না।

ক্রাস্‌কি ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া ভীত হইল ; ওয়াল্ডো এতদূর অগ্রসর হইয়া জলে নামিতে অসম্মত হইলেই বিপদ !—এই জন্ত সে অম্লনয়ের সুরে বলিল, “আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই বিপজ্জনক কার্য্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি , কিরূপ কঠিন ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহাও তুমি জান । ঐ বায়ু-নল পরিচালনের উপর তোমার জীবন নির্ভর করিবে সত্য ; কিন্তু তোমার জীবন বিপন্ন হইলে আমার সকল আশাই বিফল হইবে—ইহা জানিয়াও আমি বায়ু-নলে বায়ু-প্রবাহের গতিরোধ করিব—তোমার এক্সপ সন্দেহ কি অম্লনক নহে ?”

ক্রাস্‌কি অদূরবর্তী যন্ত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করিল । এই যন্ত্রটি ব্যতীত একটি প্রকাণ্ড পরিচ্ছদও সেখানে সঞ্চিত ছিল, তাহাই পরিধান করিয়া ওয়াল্ডোকে নদীগর্ভে অবতরণ করিতে হইত । সেই পরিচ্ছদটি সাধারণ ডুবুরীর পরিচ্ছদের অনুরূপ নহে । (it was in no way similar to the ordinary diving suit.) ইহা উজ্জলবর্ণ, ধাতুনির্মিত ; শিরজাগটি উভয় স্বন্ধের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত । শিরজাগটি চতুষ্কোণ ; মুখের সম্মুখে একটি বাতায়ন ছিল । মাথার উপর উজ্জল আলোকোৎপাদক একটি বিজলি-বাতি ছিল । সেই আলোকে ডুবুরীর সম্মুখবর্তী বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান আলোকিত হইত । সেই আলোকেই নদী-গর্ভ প্রত্যেক দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইবার কথা । পরিচ্ছদটি সাধারণ ডুবুরীর পরিচ্ছদ অপেক্ষা অনেক অধিক ভারী ।

ওয়াল্ডো বলিল, “দেখ ক্রাস্‌কি, আমি দহের জলে ডুবিতে ভয় পাইতেছি— এক্সপ মনে করিলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে । ভয় আমার মনে স্থান পায় না ; কিন্তু অল্পবিধার কথা এই যে, আমি কোন দিন ডুবুরীর কাজ করি নাই । এ বিষয়ে তোমারও অভিজ্ঞতা নাই । এক্সপ নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কোচ হইলেও সঙ্কোচ অপেক্ষা আমার কোতুলই অধিক হইয়াছে ।”

ক্রাস্‌কি বলিল, “কিন্তু কাজটা তোমার পক্ষে সহজ হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । পোষাকটা পরিয়া জলে নামিয়া পড়িবে, বায়ু-নলের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবে, বৈজ্ঞানিক আলোকে জলের ভিতর কোথায় কি আছে দেখিবে— কীহার পর সেই হীরার থলি বা বাস্ক যাহাই পড়িয়া থাক—তাহা লইয়া

উপরে উঠিবে।—এ আর শক্ত কাজ কি ? পূর্বে ডুবুরীগিরি না করিলেই বা ক্ষতি কি ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “যাহাকে হাতে কলমে কাজ করিতে না হয় তাহার পক্ষে সকল কাজই অত্যন্ত সহজ। হয় ত আমার পক্ষেও ইহা কঠিন হইবে না ; কিন্তু তোমাকে ত বলিলাম এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নাই। আমি এই মাত্র জানি সাধারণ ডুবুরীরা অত্যন্ত সতর্ক ভাবে কাজ করে। তাহারা যে পরিচ্ছদ পরিধান করে তাহা নিত্য সাধারণ পরিচ্ছদ ; সেই পরিচ্ছদে তাহারা ত্রিশ ফিট পর্যন্ত নীচে নামিয়া ডুবো জিনিস সংগ্রহ করে। প্রয়োজনানুসারে তাহারা তাড়াতাড়ি উপরে আসিতে পারে ; কিন্তু জলের উপর হইতে এক শ দেড় শ ফিট নীচে ডুবিয়া থাকা স্বতন্ত্র ব্যাপার।”

ক্রাস্কি বলিল, “হুম্ ! কিরূপ স্বতন্ত্র ব্যাপার ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “বায়ুর চাপের উপর সকলই নির্ভর করে। আমি তোমাকে সকল কথা খুটিনাটি করিয়া বুঝাইতে পারিব না ; তবে আমি মোটামুটি এই মাত্র জানি—ডুবুরীকে খুব বেশী নীচে নামিতে হইলে, যে কারণেই হউক, তাহার রক্তের সঙ্গে ‘নাইট্রোজেন’ মিশিয়া যায় ; অর্থাৎ তখন তাহার রক্তে বাষ্প অন্বপ্রবিষ্ট (aerated.) হয়।”

ক্রাস্কি বলিল, “তুমি পূর্বেও এই ধরণের কথা বলিয়াছিলে ; কিন্তু তুমি ত সাধারণ ডুবুরী নও ; তোমার সহনশীলতা (endurance) তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তত্ত্ব—”

ওয়াল্ডো বাধা দিয়া বলিল, “রাখ তোমার তত্ত্ব। তুমি যে নিস্মোল্লায় গলদ করিতেছ ! আমাকে অসাধারণ ডুবুরী বলিয়া আমার লেজ তৈলাক্ত করিবার চেষ্টা করিও না ; তোমার চাটুবাচ্য নিষ্ফল। আমি ত মানুষ ভিন্ন আর কিছু নহি। (I'm human, after all.) আমার দেহে অসাধারণ শক্তি থাকিতে পারে, অস্ত্রের অপেক্ষা ভারি বোঝা বহন করা আমার অসাধ্য না হইতে পারে, কিন্তু আমার দেহ তোমার দেহের স্থায় রক্তমাংসে নির্মিত ; সুতরাং আমাদের হৃৎকেন্দ্রেই সতর্ক ভাবে কাজ করিতে হইবে। আমি দহের ভিতর নামিতে

পারিব, কিন্তু উঠিয়া আসিবার সময় আমাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। নাইট্রোজেনটা যাহাতে ঠিক সময়ে বাহির হইয়া যাইতে পারে আমাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি যে আমাকে ঠিক সময়ে টানিয়া তুলিবে তাহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব ?”

ক্রাস্কি বলিল, “দেহের তলা হইতে উপরে উঠিতে তোমার কতখানি সময় লাগিবে ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। একরূপ ব্যাপারে কোন বাধাবাধি নিয়ম আছে বলিয়া ত মনে হয় না। (I don't think there's any fixed rule about this sort of thing.) তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমাকে টানিয়া তুলিবার জন্ত তোমাকে সঙ্কেত করিবামাত্র তুমি আমাকে তুলিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে, যদি আমি একশত ফিট নীচে থাকি তাহা হইলে তুমি এক টানে আমাকে পঁচাত্তর ফিট তুলিবে; তাহার পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম।—কথাটা তোমার স্মরণ থাকিবে ?”

ক্রাস্কি বলিল, “এই সহজ কথা তুলিবার আশঙ্কা নাই; তার পর ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “তাহার পর আমাকে আর দশ ফিট টানিয়া তুলিবে; সেখানে আমাকে পুনর্ব্বার দশ মিনিট বিশ্রাম করিতে হইবে। দশ মিনিট পরে আবার দশ ফিট তুলিবে। এই ভাবে পঁচানব্বই ফিট তুলিবার পর আমাকে পঁচ ফিট জলে ভাসিতে দোঁখিবে। সেই অবস্থায় আমাকে পঁচিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা ভাসাইয়া রাখিবে।”

ক্রাস্কি বলিল, “কিন্তু এই আধ ঘণ্টা তোমার ভাসিবার প্রয়োজন কি ? তখন ত তুমি পঁচ ছয় ফিট জলের নীচে থাকিবে, তোমার মাথা তখন জলের উপর ভাসাইতে পারিবে। জলের উপর ঐ ভাবে আধ ঘণ্টা না ভাসিয়া ভেলায় উঠিয়া বিশ্রাম করিলে ক্ষতি কি ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমার ইচ্ছা। আমার সুবিধা অসুবিধা আমি বুঝিব; ইহা লইয়া তোমার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহি না। আমার আদেশ তোমাকে সতর্ক ভাবে পালন করিতে হইবে। আমি গোঁয়ার হইতে পারি, কিন্তু আমার

প্রাণের মমতা নাই—একপ মনে করিও না। ' যদি তুমি আমাকে খুব বেশী তাড়াতাড়ি টানিয়া তোল, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আমাকে জলের উপর উঠিতে হয়, তাহা হইলে অবসাদে মর-মর হইব। তখন আমাকে তাড়াতাড়ি জলের ভিতর নামাইয়া দেওয়াই তোমার সৰ্ব্বপ্রধান কাজ হইবে। একপ না করিলেই তুমি বিপদ ঘটাইবে, ইহা স্মরণ রাখিও। আমি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য যে সকল কথা বলিলাম, প্রত্যেক ডুবুরী নিজের জীবন রক্ষার জন্য এই সকল কথা বলিয়া থাকে।”

ক্রাস্‌কি বলিল, “তোমার সকল কথাই শুনিয়া রাখিলাম, এখন তুমি ডুবুরীর পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হও ; আমি ‘পম্প’র কলটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব।”

ওয়াল্ডো বলিল, “সাধারণ পেশাদার ডুবুরী (ordinary professional diver) অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিব বলিয়াই আমার বিশ্বাস। মিনিট-টাই বিশ্রাম করিতে দিয়া দুই একটা ঝাঁকুনি দিলেই আমার রক্তে বাম্প অনুপ্রবিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। আমার রক্তের চাপের পরিমাণ তোমাব অজ্ঞাত। অন্ত্রের সহিত ইহার প্রভেদ থাকিবারই সম্ভাবনা। যাহা হউক, আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র তুমি আমাকে টানিয়া তুলিবে। আর এক কথা—তুমি আমার সঙ্গে কোন রকম চালাকী খাটাইবার চেষ্টা করিও না ; স্মরণ রাখিও হীরাগুলি আমার হাতেই থাকিবে ; সে অবস্থায় যদি আমার অনিষ্ট-চেষ্টা কর তাহা হইলে সেগুলি পুনর্বার জলের ভিতর পড়িয়া যাইবে, কখন তাহা তোমার হাতে আসিবে না।”

কয়েক মিনিট পরে ওয়াল্ডো ডুবুরীর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দহের জলের ভিতর নামিয়া পড়িল। যন্ত্রের পরিচালনে কোন রকম বিঘ্ন ঘটিল না ; ওয়াল্ডো সেই ভারী পরিচ্ছদে কোন অসুবিধা বোধিতে পারিল না। বায়ু-নলের সাহায্যে সে শ্বাস গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস পাওয়ার, তাহার শ্বাস গ্রহণের ব্যাঘাত হইল না ; সে নির্বিঘ্নে জলের ভিতর নামিতে লাগিল, এবং তাহার কোঁড়হল ও আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একপ কার্য তাহার জীবনে

এই প্রথম। সে পৃথিবীর নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিল, এরোপ্লেনের সাহায্যে উর্দ্ধাকাশেও ভ্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু গভীর জলাশয়-গভীর দৃশ্য সে পূর্বে কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নাই; এই জন্ত সে বৈজ্ঞানিক আলোকের সাহায্যে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে পেত্নী দহে অবতরণ করিতে লাগিল।

ওয়াল্ডো ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর অংশে অবতরণ করিল। তাহার চতুর্দিকে নিম্নল জলরাশি। দহের অধিক নীচে সে একটিও কুমীর দেখিতে পাইল না। কারণ কুমীর বহুপ প্রভৃতি জলচর জন্তুগুলি জলের উর্দ্ধাংশেই বিচরণ করে; তাহারা অধিক নীচে নামে না; তবে কয়েক জাতীয় মৎস্য সেই গভীর জলেও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্যের স্তায় সেই সকল মৎস্যের আকৃতিগত বৈচিত্র্য লক্ষিত হইল না। প্রথমে তাহার চক্ষুর সম্মুখস্থ আলোকের আভা সবুজ দেখাইতেছিল; কিন্তু তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ। পরে ক্রমশঃ স্বচ্ছতার হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত হইল।

ওয়াল্ডো সেই গভীর অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া তাহার শিরস্বাণ-সংলগ্ন বৈজ্ঞানিক দীপের সুইচ্ টিপিল, সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোকের তরঙ্গে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হইল। ওয়াল্ডো মাপের দড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিল—সে চল্লিশ ফিট নামিয়াছে; ক্রমে সে পঞ্চাশ ফিট, ষাট ফিট নামিল। কিন্তু নদীর তলদেশ তখন পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। জলরাশি স্বচ্ছ, কিন্তু নৈশ অন্ধকারবৎ কৃষ্ণবর্ণ। (as black as night itself.)

ক্রাস্কি ভেলার উপর দাঁড়াইয়া চিন্তাকুল চিন্তে জলের দিকে চাহিয়া ছিল। ওয়াল্ডো তখন পর্য্যন্ত থামাইতে ইচ্ছিত না করায় এবং ক্রমাগত নীচে নামিতেছে দেখিয়া ক্রাস্কি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বায়ু-প্রবাহের নল চরকির (winch) সাহায্যে ক্রমশঃ নীচে নামিতেছিল; তাহা পাকে পাকে নামিয়াই চলিয়াছিল, তাহার গতির বিরাম নাই—দেখিয়া ক্রাস্কির মন অত্যন্ত পূর্ণ হইল। ওয়াল্ডো ষাট ফিট নামিয়া আরও নীচে নামিতেছে! দহ কি সত্যই অতলস্পর্শ? ক্রাস্কির আশঙ্কা হইল—ওয়াল্ডো সজীব অবস্থায় আর উপরে আসিতে পারিবে না। দহের তলায় পৌঁছিবার পূর্বেই হস্ত তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে!

ওয়াল্ডোর বিপদের আশঙ্কায় ক্রাস্কি এক্সপ কাতর হইয়াছিল—এ ধারণা বোধ হয় কাহারও মনে স্থান পাইবে না ; কারণ পাঠক পাঠিকাগণ ক্রাস্কির স্বভাবের পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছেন। ওয়াল্ডো দহের জলে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে হীরাগুলি উদ্ধারের আশা বিলুপ্ত হইবে, তাহার বহু অর্থ ব্যয় ও বিপুল পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইবে তাবিয়া ক্রাস্কি আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় অধীর হইল। হীরার থলিটা তুলিয়া আনিয়া ক্রাস্কির হাতে দেওয়ার পর যদি ওয়াল্ডো ডুবিয়া মরিত, অথবা কুমীরের উদরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে ক্রাস্কির মনোবাহু পূর্ণ হইত ; কিন্তু ওয়াল্ডো যে একশত ফিট নাগিয়াও দহের তলায় উপস্থিত হইতে পারিল না ! এ কি ভীষণ ব্যাপার ?—ক্রাস্কির মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাহার সর্বাস্ব স্বর্নধারায় আশ্রিত হইল।

ক্রাস্কি আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিল, “এ যে বড়ই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ! ওয়াল্ডো এক শ কুড়ি ফিট নাগিয়া গিয়াছে, এখনও নামিতেছে ! তবে কি এই দহ সত্যই অতলপর্শ ? নদী কখন এক্সপ গভীর হয় না। এ অসম্ভব ব্যাপার !—এখন আমি করি কি ?”

দুই তিন মিনিট পরে ওয়াল্ডোর সন্ধেত বুঝিতে পারিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রাস্কি উৎসাহ ভরে ‘পম্প’ করিতে লাগিল। সে ভাবিল, “ওয়াল্ডো এতক্ষণে দহের তলায় পৌঁছিয়াছে ! সেখানে সে কি দেখিতে পাইতেছে ? দহের তলাটা কি রকম যায়গা ? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেশ স্বচ্ছ, না পাঁকে পরিপূর্ণ ? হীরার থলি বা বাস্কেট সে কি দেখিতে পাইয়াছে ? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ! ওয়াল্ডো হতাশ হইয়া বা ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেই ত সব মাটা !”

আধ ঘণ্টা অতীত হইল। এই আধ ঘণ্টা ক্রাস্কির নিকট এক যুগ দীর্ঘ মনে হইল।—তাহার সর্বাস্ব স্বর্নধারায় সিক্ত হইল ; সে কঠোর পরিশ্রমে হাঁপাইতে লাগিল। তাহার সাহস, আশা ভরসা, সমস্তই বিলুপ্ত হইল। প্রতি মুহূর্তে তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল—ওয়াল্ডো আর উঠিয়া আসিতে পারিবে না, তাহার জীবনের চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে।—কিন্তু তাহাকে এই প্রকার শোচনীয় মানসিক

অবস্থায় আর অধিক কাল অতিবাহিত করিতে হইল না। সে ওয়াল্ডোর সাড়া পাইল। ওয়াল্ডো তাহাকে চরকি ঘুরাইয়া উপরে তুলিতে ইচ্ছিত করিল।

ক্রাস্কি আগ্রহভরে ওয়াল্ডোর উপদেশ পালন করিল। পনের মিনিটের মধ্যে ওয়াল্ডো দহের উক্কে উঠিয়া ভেলার অদূরে ভাসিতে লাগিল। সে তাহার শিরস্কাণের উক্কাংশ অপসারিত করিল।

ক্রাস্কি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিল, “কি হইল? কাজ হাসিল ত? মাল বাগাইতে পারিয়াছ?”

ওয়াল্ডো হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “শীঘ্র আমাকে তুলিয়া লও, আগে এই বিষম ভারী পোষাক খুলিয়া ফেলি। বাতাশ চাই, বাতাশের অভাবে আমার প্রাণ যায়! অসহ্য, অসহ্য! শীঘ্র আমাকে মুক্তি দান কর। আমাকে এই খোলস হইতে বাহির করিয়া লও।”

ক্রাস্কি যথাসাধ্য চেষ্টায় ওয়াল্ডোকে ভেলার উপর টানিয়া তুলিল; তাহার পর তাহার দেহ হইতে প্রকাণ্ড জবড়জং ডুবুরীর পরিচ্ছদ অপসারিত করিল। ওয়াল্ডো নিশ্বাসক্লান্ত হইয়া, ভেলার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে হাঁপাইতে লাগিল। (lay full length on the raft gasping painfully.)

নর-পশু ক্রাস্কি তাহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও বিচলিত হইল না; সে ব্যগ্র ভাবে বলিল, “কৈ? আমার হীরার থলি কোথায়?—আগে আমাকে হীরাগুলা দাও, তাহাব পর তুমি দাঁচ আব মর—তাচ্ছা জানিবার জ্ঞান আমি ব্যস্ত হইব না।”

ওয়াল্ডো হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি কষ্টে বলিল, “একটু অপেক্ষা কর ক্রাস্কি! আমাকে দম্ব লইতে দাও। তুমি মানুষ না পশু? উঃ, আমার বুক ফাটিয়া গেল। আমার প্রায় দফা রফা হইয়াছে! (I'm nearly done.) উঃ, কি কঠোর, কি ভীষণ পরীক্ষা!”

ওয়াল্ডো চক্ষু মুদ্রিয়া পড়িয়া রছিল; ক্রাস্কি আর তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। ওয়াল্ডোর বমনোদ্বেগ হইতেছিল। সেই ডুবুরীর পরিচ্ছদে দীর্ঘকাল আচ্ছাদিত থাকায় তাহার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল। সেই যন্ত্রণা সহজে

নিবৃত্ত হইল না। কিন্তু তাহার কিঙ্গপ কষ্ট হইতেছিল তাহা ক্রাস্কির নিকট প্রকাশ করিতে তাহার আগ্রহ হইল না; তাহা সে নিশ্চয়োজ্ঞান মনে করিল।

ওয়াল্ডো কয়েক মিনিট পরে কিঞ্চিং সুস্থ হইয়া বলিল, “হাঁ, এখন একটু ভাল বোধ হইতেছে। আমার মনে হইয়াছিল—এবার আর নিস্তার নাই; মরিয়াছিলাম আর কি! আর এক মিনিট বিলম্ব হইলে তুমি আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতে না। প্রাণ বাহির হয় আর কি—ঠিক সেই সময় উঠিয়া আসিয়াছি।”

ক্রাস্কি ব্যাকুল স্বরে বলিল, “দহের তলায় পৌছিতে পারিয়াছিলে কি? মাটি পাইয়াছিলে ত?”

ওয়াল্ডো বলিল, “মাটিই যদি না পাইব তবে নামিয়াছিলাম কেন?—কিন্তু অন্তের ইহা অসাধ্য হইত। আমি চারি দিক পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছিলাম, এবং তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, দহের তলা খুব ঝরঝরে, জল নির্মল, কাচের মত স্বচ্ছ।”

ক্রাস্কি বলিল, “সুসংবাদ, অতি সুখবর ওয়াল্ডো। কিন্তু কৈ, হীরার থলি কোথায়? তুমি কি করিয়া আসিলে?”

ওয়াল্ডো বলিল, “স্থানটি পরীক্ষা করিয়া আসিলাম। হীরাগুলি খুঁজিবার কি সুযোগ পাইয়াছি? সেগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে রীতিমত প্রস্তুত হইয়া নামিতে হইবে না? আলোর ব্যবস্থা আরও ভাল করিতে হইবে। শিরস্ত্রাণের সঙ্গে যে বিজলি-বাতিব যোগ ছিল, তাহা তেমন উজ্জ্বল নয়; এজন্য তাহা কোন কাজে লাগে নাই। সেখানে একটা ‘সার্জ-লাইটের’ প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গে যে সার্জ-লাইটটা আছে—তাহাতেই কাজ চলিবে। উহা লইয়া আসা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে। সেই আলো লইয়া পুনর্বার আমাকে দহের নীচে নামিতে হইবে।”

ক্রাস্কি প্রথমে একটু দমিয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল;—ওয়াল্ডো দহের তলা হইতে হীরাগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু ওয়াল্ডোর কণ্ঠ শুনিয়া বুঝিল, সে নদীগর্ভ পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ‘সার্জ-লাইট’ সঙ্গে না

থাকিলে হীরার আধার সংগ্রহ করা অসম্ভব।—যাহা হউক, নদীগর্ভ পঙ্কহীন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চেষ্টা করিলে হীরাগুলি পাওয়া যাইবে বুঝিয়া ক্রাস্‌কি আশ্বস্ত হইল, নতুন উৎসাহে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল; সে ভাবিল, ওয়াল্ডো নিশ্চয়ই হীরাগুলি আনিয়া দিবে। 'ওয়াল্ডোর কি অসাধারণ শক্তি, কি বিপুল সহ্যশক্তি ! (powers of endurance.)—'ওয়াল্ডোকে সঙ্গে আনিয়া সে কিরূপ বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে ! ওয়াল্ডো তাহার সঙ্গে না আসিলে হীরাগুলি উদ্ধার করা অসম্ভব হইত।—মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিয়া ক্রাস্‌কি নিজের বুদ্ধির ও ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল; তাহার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল। তাহার বিশ্বাস হইল—হীরাগুলি পাওয়াই গিয়াছে, কেবল নদীগর্ভ হইতে তুলিয়া আনিতে যেটুকু বিলম্ব !

নদীর নীচে জলের ভিতর ব্যবহারের যোগ্য একটি 'সার্চ-লাইট' বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া ক্রাস্‌কি তাহা লইয়া আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এরোপ্লেনে পলায়নের সময় সে ব্যস্ততাবশতঃ তাহা ক্রয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বহু অর্থব্যয়ে অল্প এরোপ্লেনে জর্মানী হইতে সে তাহা আনাইয়া লইয়াছিল। এই অভিযানের অধিকাংশ সামগ্রীই এই ভাবে সংগৃহীত হইয়াছিল।—সেই সার্চ-লাইটটির বহু সহস্র বাতির আলোক-ক্ষরণের শক্তি ছিল। (It was capable of throwing a beam many thousands of candle power.) এই মহামূল্য স্মৃহৎ সার্চ-লাইট সঙ্গে না থাকিলে ওয়াল্ডোর চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সেই সার্চ-লাইট ব্যবহারোপযোগী করিয়া ওয়াল্ডো যখন পুনরবার দহের জলে নামিবার জন্ত প্রস্তুত হইল—তখন প্রভাত অতীতপ্রায়। কিন্তু ক্রাস্‌কি আর বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি কার্যোদ্ধারের জন্ত এক্ষণ অধীর হইয়াছিল যে, সে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়াছিল। কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের জন্তও তাহার আগ্রহ হইল না। হীরাগুলি হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিশ্চিন্ত হইবার আশা ছিল না। লোভ তাহার দুই চক্ষু দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

ওয়াল্ডো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আজ তোমার আশা পূর্ণ

হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বড়-জোর চারি দিকে একবার তদন্ত করিয়া আসিতে পারি। সেই সকল হীরা দশ বৎসর পূর্বে জলে পড়িয়াছিল, এই দশ বৎসর ধরিয়া নদীবক্ষে কত পলি-মাটি সঞ্চিত হইয়াছে, হীরাগুলি তাহার নীচে ঢাকা পড়িয়াছে কি না কিরূপে বলিব? তন্ত্র নদীর স্রোতে তাহা যে বহুদূরে ভাসিয়া যায় নাই—তাহাই বা কে বলিতে পারে?—দশ বৎসর ত অল্প দিন নয়!”

ক্রাস্‌কি বলিল, “সেই হীরা নিশ্চয়ই ঐস্থানে আছে। রোসেন আমাকে বলিয়াছিল তাহা পুরু চামড়ার থলিতে পুরিয়া নদীর ভিতর ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই থলি লম্বা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দড়ির মাথায় একটি ফাৎনা আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—এ কথাও রোসেনের নিকট শুনিয়াছিলাম। দহের জল অত্যন্ত গভীর, এজন্ত ফাৎনা জলের উপর ভাসিতে পারে নাই; কিন্তু ফাৎনা ও দড়ি জলের ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। ওয়াল্ডো, তুমি সেই দড়ির সন্ধান করিবে, নদীর স্বচ্ছ জলে তাহা তুমি সহজেই দেখিতে পাইবে। দড়ি পাইলে তাহার গোড়ায় সেই চামড়ার থলিটা পাওয়া যাইবে,—সেজন্ত তোমাকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না।”

ওয়াল্ডো কিছুকাল বিশ্রামের পর পুনর্বার সেই দহে নামিয়া পড়িল। এবার সে ‘সার্চ-লাইট’ লইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করায় তাহার কোন অশ্রুবিধা রহিল না।

যাহারা ডুবুরীদের কার্য্যপ্রণালী অবগত আছেন—তাহারা জানেন ডুবুরীরা যে সকল সামগ্রী জলের নীচে তুলিতে যায়, তাহা তাহারা অনেক চেষ্টায় খুঁজিয়া বাহির করে; আবার কখন কখন সৌভাগ্য বশতঃ বিনা চেষ্টায় তাহা মিলিয়া যায়। কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত চন্দ্রনিম্নিত হীরকাখার বিনা-চেষ্টায় হস্তগত হওয়া অসাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়। ওয়াল্ডোর সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে নদীগর্ভে নামিয়া, সার্চ-লাইটের সাহায্যে অধিক দূর ঘুরিয়া সেই থলি সন্ধান করিতে হইল না। সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মার্ক রোসেনের মহামূল্য হীরকরাশিপূর্ণ চন্দ্রনিম্নিত থলিটি দেখিতে পাইল। দশ বৎসর কাল জলে ভিজিয়া দড়ি পচিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল, ফাৎনাও সেই সঙ্গে অদৃশ্য

হইয়াছিল ; কিন্তু স্থূল চৰ্ম্মনিম্নিত থলি দহের গৰ্ভে পড়িয়া ছিল । ওয়াল্ডো ইহার আবিষ্কার দৈবানুগ্রহ বলিয়াই মনে করিল ; ইহাতে তাহার কোন কৃতিত্ব ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিল না । কারণ সে জানিত হয়ত হীরাগুলির অনুসন্ধানে তাহাকে দশ পনের বার নদীগর্ভে নামিতে হইবে, এবং তাহাতেও হয়ত সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না । দ্বিতীয় বার ডুব দিয়াই হীরাগুলি সে দেখিতে পাইল,—ইহা এতই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সে স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না ।

ওয়াল্ডো কিরূপে সেই থলির সন্ধান পাইল তাহাই এখন বলিতেছি ।

ওয়াল্ডো দহের নিম্নস্থিত মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া চতুর্দিকে সার্চ-লাইটের আলো বিক্ষিপ্ত করিল । নদীর কিছু দূরে পাহাড় ছিল, দহের ভিতরেও তাহার অন্তিম লক্ষিত হইল ; কারণ দহের তলায় প্রস্তরই অধিক । ওয়াল্ডো মনে করিয়াছিল—সেখানে সে প্রচুর কর্দম দেখিতে পাইবে ; কিন্তু প্রস্তররাশি ভিন্ন কিছুমাত্র কাদা বা পাক তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না । সার্চ-লাইটের আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলের (pitch-black water) ভিতর সে বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পাইল ।—দশ গজ দূরে অসমান প্রস্তররাশির একটি স্তূপের উপর একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিয়া ওয়াল্ডো তাহার উপর সার্চ-লাইটের তীব্র রশ্মি বিক্ষিপ্ত করিল । সেই দ্রব্যটির এক প্রান্তে কয়েক গজ দীর্ঘ রজ্জু আবদ্ধ ছিল ; রজ্জুর অন্তপ্রান্ত জলের ভিতর পড়িয়া ছিল । সেই রজ্জু দেখিয়া ওয়াল্ডো বুঝিতে পারিল, উহা হীরার থলির সহিত আবদ্ধ আছে । কিন্তু সেই রজ্জু কয়েক গজ মাত্র দীর্ঘ, এবং তাহার সতিত ফাৎনা সংযুক্ত ছিল না ; এ জন্য 'ওয়াল্ডোর বিশ্বাস হইল, রজ্জুর কিয়দংশ পচিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, এবং ফাৎনাসহ তাহা অদৃশ্য হইয়াছিল ।

হীরার থলি এত সহজে দেখিতে পাওয়া যাইবে—ইহা ওয়াল্ডো আশা করিতে পারে নাই ; সে সেই থলির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা পরীক্ষা করিল ; থলিটি স্থূল চৰ্ম্ম দ্বারা নিম্নিত, তাহা জলে ভিজিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল, এবং পচিয়া গিয়াছিল ; (swollen and rotted.) কিন্তু তাহাতেই মার্ক রোসেনের

পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের হীরা সঞ্চিত ছিল—তাহা সে খলিটি হাতে লইয়াই বুঝিতে পারিল।

ওয়াল্ডো আনন্দে অভিভূত হইয়া মনে মনে বলিল, “হীরাগুলি এত সহজে আবিস্কৃত হইল যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! কিন্তু দশ বৎসরেরও অধিক কাল এই খলি এই স্থানেই পড়িয়া আছে, দূরে ভাসিয়া যায় নাই, ইহার কারণ—এই মহের গভীরতা অত্যন্ত অধিক বলিয়া, বর্ষার জলে প্রতি বৎসর নদীর দুই কূল প্রাবৃত হইলেও, এবং নদীর উপরে শ্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রখর হইলেও, নদীগর্ভের এই অংশের জলে কখন চাক্ষু্য উপস্থিত হয় নাই। (never a tremor comes down to this bed.) আমার বিশ্বাস, এই দহ নদীর অভ্যন্তরস্থ একটি গুহা মাত্র; এই গুহার গভীরতা নদীর সাধারণ গভীরতা অপেক্ষা দশগুণ অধিক; এই জন্ত এখানে যে কোন ভারী জিনিস পড়ে তাহা কুপনিষ্কিপ্ত দ্রব্যের স্রায় ইহার গর্ভেই সঞ্চিত থাকে, তাহা অল্প দিকে ভাসিয়া যাইতে পারে না। দড়ির মাথায় যে ফাতনা ছিল, তাহা নদীশ্রোতে ভাসিতেছিল। সেই দড়ির উপরের অংশ জলে পচিয়া ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ফাতনা সহ তাহা শ্রোতের জলে ভাসিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট অংশ ঐ চামড়ার খলির সঙ্গে বাঁধা আছে; কিন্তু উহাও বোধ হয় পচিয়া গিয়াছে।”

এইরূপ অনুমান করিয়া ওয়াল্ডো সেই দড়ির এক মুড়া চাপিয়া ধরিয়া অল্প মুড়া টানিয়া দেখিল—তাহা তৎক্ষণাৎ তুলার আঁশের মত ছিঁড়িয়া গেল!

ওয়াল্ডোর আশঙ্কা হইল—চন্দ্রনিশ্চিত খলিটি দশ বর্ষাধিক কাল জলের ভিতর পড়িয়া থাকায় উক্ত দড়ির মতই পচিয়া গিয়াছে; এই জন্ত খলিটি টানিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিল, “আজব আয়নার নক্সায় এই মহের যে স্থানটি চিহ্নিত আছে, আমি ঠিক সেই স্থানেই নামিয়াছি, এবং নামিবামাত্র হীরার খলি দেখিতে পাইয়াছি। এত সহজে কার্যোদ্ধার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। হীরাগুলি ত পাইলাম, ইহা লইয়া তীরেও উঠিতে পারিব; কিন্তু তাহার পর?—ক্রাস্টিক ইহা দেখিলেই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কৌশলে তাহাকে প্রতারিত করিয়া বেটা রোসেনকেই দিতে

হইবে। আমার অঙ্গীকার বিফল হইবে না। আমার উদ্দেশ্য সাধু, ইহা আমাকে প্রতিপন্ন করিতেই হইবে। কিন্তু যে কৌশলে ক্রাস্কিকে প্রতারিত করিব তাহা কি সে বুঝিতে পারিবে? অসম্ভব! বুদ্ধির যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া বেটা রোসেনের পৈতৃক ধন তাহাকে সমর্পণ করিব। আমার সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়।”

ওয়াল্ডো হীরকপূর্ণ থলিটির হীরাগুলি পরীক্ষা করিয়া থলিটা সাবধানে পকেটে ফেলিল; তাহার পর সে দরের ভিতর হইতে হীরকাকার কতকগুলি পাথরের খুড়ি সংগ্রহ করিয়া লইল। সে সঙ্কল্প করিল, এই খুড়িগুলির সাহায্যে ক্রাস্কিকে প্রতারিত করিয়া হীরাগুলি লুকাইয়া রাখিবে; কিন্তু এইভাবে তাহাকে প্রতারিত করা সহজ হইবে কি না—তাহা সে তখন স্থির করিতে পারিল না, ভাবিল, “আগে ত উঠিয়া পড়ি, তাহার পর সুযোগের অভাব হইবে না।”

নবম তরঙ্গ

বিপনের বন্ধু

লর্ড ব্লেনমোর পাশ ফিরিয়া শয়ন করিতেই তাঁহার উভয় হস্তের লৌহ-শৃঙ্খল বন্ বন্ শব্দে বাজিচা উঠিল। তিনি মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “নরপশু ক্রাস্টিকির যড়যন্ত্রে আমরা এবার শৃঙ্খলিত হইয়াছি। আফ্রিকায় আসিয়া তাহার সহিত বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি। লজ্জার বিষয়! কিন্তু আমি হতাশ হই নাই ব্লেক! ক্ষোভে দুঃখেও আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ সঙ্কটে পড়িয়াও আমি কতকটা স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছি।”

মিথ রাগ করিয়া বলিল, “ইংলণ্ডের মহা-সম্রাট লর্ড তাঁহার স্বদেশীয় একটা বাটপাড়ের আদেশে আফ্রিকার জঙ্গলে দুর্দান্ত জাঘালার কুটারে বন্দী, লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পলায়নের শক্তি নাই। এরূপ সঙ্কটে পড়িয়াও তিনি স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছেন!—এরূপ অদ্বুত কথা জীবনে আর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “তোমার বুদ্ধি একটু মোটা, এই জন্ত আমার মনের ভাব বুঝিতে পার নাই; আমি নিজের জন্ত স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছি—একথা বলি নাই। মিস্ রোসেনের জন্ত আর কোন দুশ্চিন্তা নাই বলিয়াই আমার মন কতকটা স্বচ্ছন্দ হইয়াছে, এই কথাই মিঃ ব্লেককে জানাইতেছিলাম; তিনিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার মত মেজাজ পাইলে আমি সত্যই সুখী হইতাম। মিস্ রোসেন নিরাপদ হইয়াছে ভাবিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; উত্তম কথা! আপনার স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু ক্রাস্টিকি নরপশু, সে কুকুরেরও অধম; নারীর সম্মুখের মূল্য তাহার অজ্ঞাত।

মিস্ রোসেন সেই পিশাচের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ; এ অবস্থায় সে সেখানে নিরাপদ হইয়াছে, শান্তিতে আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না ।”

স্মিথ বলিল, “কাল সন্ধ্যার পর ক্রাস্কি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ; এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদই জানিতে পারিলাম না ! আজ সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই । প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিস্ রোসেনের কোন সংবাদ না পাইয়াও লর্ড ব্লেনমোর স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে পারেন ; কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের অত বেশী ধৈর্য্যশীল করেন নাই, আমাদের ছুৰ্ত্তাগ্য ! এই বন্ধন-যন্ত্রণার উপর মাসিক উদ্বেগ অসহ্য হইয়াছে—এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না ।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “কিন্তু ওয়াল্‌ডোর কথা ত ভুলিলে চলিবে না । সে আমার মনে বিশ্বাস, এবং কতকটা শ্রদ্ধার উদ্বেক করিয়াছে—এ কথা আমি অস্বীকার করিতে চাহি না । মিঃ ব্লেক, আপনি তাহাকে আমার অপেক্ষা ভালই জানেন ; সুতরাং তাহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিরূপ ধারণা তাহা আপনাকে না বলিলেও চলে । বিশেষতঃ, মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—একথাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি না । কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওয়াল্‌ডো কোন নোংরা কাজ করিতে রাজী হইবে না । ক্রাস্কি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের লোক ; ওয়াল্‌ডোর সহিত ক্রাস্কির তুলনা হয় না । কারণ ক্রাস্কি সত্যই কুকুরেরও অধম ; আপনার টাইগারের অধম বলিলে তাহার প্রশংসা করা হয় । পথের ধারে যে সকল বেওয়ারিস কুকুর ধান্ধড়ের লাঠীতে মরে, ক্রাস্কি তাহাদেরও অধম । ওয়াল্‌ডো বলবান, সাহসী পুরুষ ; সে নারী জাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে জানে , এই জন্ত আমার আশা হয়—সে মিস্ রোসেনকে বক্ষা করিবে । ওয়াল্‌ডো থাকিতে ক্রাস্কি তাহার অপমান স্কুরিতে পারিবে না ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস । ওয়াল্‌ডো সম্বন্ধে আপনার এই ধারণা অসঙ্গত নহে ; কিন্তু উহারা দুজনেই স্বদেশ হইতে বহুদূরে সভ্যতার নাম-গন্ধহীন স্থানে আসিয়াছে । এখানে সমাজ নাই, আইন-কানুন নাই, ভয় করিবার কিছুই নাই ; উদ্দাম পশুত্ব এখানে,—এই

দুর্গম জঙ্গলে শৃঙ্খলযুক্ত। বিশেষতঃ, ওয়ালডোরও অধঃপতন হয় নাই, একথা কি করিয়া বলি? যদি সে কুপথে পদার্পণ না করিত তাহা হইলে কি ক্রাস্কেকে কাঁধে লইয়া এদেশে আসিত? মিস্ রোসেনকে আমার ঘরে বসিয়া প্রতারিত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত?—ওয়ালডো ক্রাস্কির বাঙ্গলায় আছে বলিয়াই মিস্ রোসেনের বিপদের আশঙ্কা নাই, সে ক্রাস্কিকে অসম্মত করিয়াও মিস্ রোসেনের সম্মান রক্ষা করিবে—ইহা যেন একটু হুয়াশা বলিয়াই আমার মনে হইতেছে লর্ড ব্রেনমোর!”

স্বিথ বলিল “মতোঙ্গা শত্রুগণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সে আর ধরা পড়ে নাই শুনিয়াছি। আমার বিশ্বাস, সে ক্রাস্কির বাঙ্গলার কাছে লুকাইয়া আছে। ক্রাস্কি মিস্ রোসেনের প্রতি অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিলে সে কি তাহাকে রক্ষা করিবে না?”

স্বিথের কথা শেষ হইবামাত্র সেই কুটারের বাহিরে কে বৃহৎ স্বরে শিস্ দিল। সেই শব্দ শুনিয়া তাঁহারা তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হাত পা শৃঙ্খলিত ছিল, এজন্ত তাঁহারা উঠিয়া গিয়া ইহার কারণানুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “কে শিস্ দিল? শত্রুপক্ষের লোক বলিয়া ত মনে হয় না।”

মুহূর্ত্ত পরে সেই কুটারের বেড়া ভাঙ্গিয়া মতোঙ্গা কুটারে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া স্বিথ সোৎসাহে বলিল, “মতোঙ্গা, তুমি? সাবাস্!”

মতোঙ্গা চাপা গলায় বলিল, “আন্তে কথা বলুন। আপনারা বন্দী; শত্রুরা নিকটেই আছে।”—অনন্তর সে লর্ড ব্রেনমোরকে বলিল, “বাওয়ানা, স্নসংবাদ আছে।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “তোমাকে দেখিয়া স্তম্ভী হইলাম বন্ধু! কিন্তু তুমি আর কিছুকাল আগে আসিলে আমাদের উপকার হইত।”

মতোঙ্গা বলিল, “কিন্তু তাহা যে আমার অসাধ্য হইয়াছিল বাওয়ানা। সেই শৃঙ্খলযুক্ত আপনাদের বড়ই কষ্ট দিয়াছে; তাহারা এই অত্যাচারের ফল

ভোগ করিবে। আপনাদের হাতে পায়ে শিকল দিয়া এখানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কি স্পীক! আমার দলের লুকোঙ্গারা এই হারামজাদগুলার কি ‘হুর্গতি’ করে তাহা পরে জানিতে পারিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহাদের হুর্গতি দেখিবার জন্ত আমরা ব্যস্ত হই নাই। তোমাকে দেখিয়া আমরা ভারি সুখী হইয়াছি, আর তুমি কি সুসংবাদ আনিয়াছ তাহাও শুনিবার জন্তও ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি কি মিস্ রোসেনের কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ?”

লর্ড ব্লেনমোর আগ্রহ ভরে বলিলেন, “মিস্ রোসেন ভাল আছে? তাহার কোন বিপদ হয় নাই?”

মতোঙ্গা বলিল, “সাদা মেম সাহেব ভাল আছেন বাওয়ানা! তাঁহাকে সেই বদ্‌ম্যেস গোরা ক্রাস্‌কিটা তাহার বাঙ্গলায় টানিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব হইতেই আমি সেখানে ছিলাম।”

লর্ড ব্লেনমোর ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, “তুমি সেই বাঙ্গলায় ছিলে? মতোঙ্গা, তুমি সেখানে কি দেখিয়াছ? ক্রাস্‌কি মিস্ রোসেনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল—লীম্ব বল।”

মতোঙ্গা সকল কথাই সজ্জেকপে তাঁহাদের গোচর করিল। তাঁহারা তিনজনে স্তব্ধ ভাবে তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। মিস্ রোসেন ক্রাস্‌কির বাঙ্গলায় একজন আহত অতিথির সেবায় রত আছে শুনিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা ও উদ্বেগ দূর হইল।

লর্ড ব্লেনমোর মতোঙ্গাকে বলিলেন, “মতোঙ্গা, তুমি বাহাদুর আদমী, (you’re a genius.) তোমার মহাশত্রু ক্রাস্‌কির বাঙ্গলায় গিয়া তুমি তাহার বাবুর্চিগিরি করিয়া আসিয়াছ! মিস্ রোসেনের একটা আহত গোরার সেবা করিতেছে? নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া আশ্রয়ের সেবা করা মিস্ রোসেনের মত সেবাপরায়ণা নারীরই যোগ্য কাজ। ক্রাস্‌কি তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে তুমি নিশ্চয়ই ক্রাস্‌কিকে ক্ষমা করিতে না; বোধ হয় তাহার ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দিতে।”

মতোঙ্গা চক্ষু লাল করিয়া বলিল, “আমি ? কষ্টী, আমি অনেক কষ্টে রাগ সামলাইয়াছিলাম। এক বার নয়, দুই বার নয়, অনেক বার আমি ক্রাস্কিটাকে খুন করিয়া দহের জলে ফেলিয়া দেওয়ার মতলব করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে আপনাদের দেশের লোক, তাহাকে খুন করিলে হয় ত আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন, (lest I should incur thy displeasure.) এই ভয়ে আমি তাহার গায়ে হাত তুলি নাই।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “তুমি খুব ভাল কাজ করিয়াছ মতোঙ্গা ! কেহ কোন অন্তায় কাজ করিলে অপরাধীকে নিজের হাতে শাস্তি দেওয়াটা আমাদের দেশে বে-আইনী কাজ।”

মতোঙ্গা বলিল, “কিন্তু আমরা আপনাদের দেশে বাস করি না, আপনাদের দেশের আইনেরও তোয়াক্কা, রাখি না। যদি কেহ আমাদের স্ত্রী, কন্তা, বা ভগিনীর ইচ্ছত নষ্ট করিতে উদ্ভত হয়—তাহা হইলেও সেই অপমান দাঁড়াইয়া দেখিব, তাহার পর রাজার কাছে দরবার কারব ? বলিব—অমুক লোক আমার স্ত্রী কন্তার ইচ্ছত নষ্ট করিয়াছে—বিচার কর রাজা ?—ও আইন আমাদের দেশে অচল। ঐ রকম কাপুরুষও আমাদের সমাজে অচল। কিন্তু আপনাদের দেশের সকল লোক বোধ হয় ঐ রকম আইন-ভক্ত নয় ; যে গোরাটিকে আপনারা ওয়াল্ডো বলেন, সে একটা মানুষের মত মানুষ ; (he is a man of men.) হাঁ, আমার মনের মত মানুষ ! আপনাদের কথা শুনিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল—সে পাজী লোক ; কিন্তু আমার মন বলিতেছে—সে বীর পুরুষ, খাঁটা মানুষ ; আপনারা তাহাকে ভুল বুঝিয়াছেন। ক্রাস্কি যখন সেই মেম-সাহেবকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, তখন আমি দূরে দাঁড়াইয়া রাগে গর-গর করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু ওয়াল্ডো কি করিল জানেন ? ওয়াল্ডো এক ঘুসিতে তাহাকে চিৎপাত করিয়া, জুতা মারিয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিল। সে কি যেমন তেমন জুতার ঠোঁড়র ! ভাবিলাম জুতার চোটে ক্রাস্কির হাড় গুঁড়া হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু শক্ত হাড়, সে মরিল না।—ওয়াল্ডো মানুষ বটে !” (is indeed a man.)

লর্ড ব্রেনমোর সোৎসাহে বলিলেন, “এই রকম ব্যাপার ?—বেশ, বেশ, শুনিয়া ভারি সুখা হইলাম। এ সকল কথা পরে শুনিব ; এখন আমাদের মুক্তির উদ্যোগ কি, তাহাই বল। শিকল দিয়া আমাদের বঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, ইহা ত আমরা ছিঁড়িতে পারিব না।”

মতোঙ্গা বলিল, “আপনারা পলায়নের চেষ্টা করিবেন না কর্ত্তা ! আপনারা এখানেই থাকুন—তাহা হইলে কেহ আপনাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না। পলায়ন করিলে আবার ধরা পড়িতে হইবে, তাহাতে লাভ কি ?”

মিঃ ব্লেক শুদ্ধভাবে মতোঙ্গার কথা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “তুমি কি জন্ত এ রকম পরামর্শ দিতেছ, ইহাতে আমাদের কিজ্ঞপ সুবিধা হইবে ?”

মতোঙ্গা বলিল, “আমি সকল খবর না লইয়াই কি এ কথা বলিতেছি ? ক্রাস্টিক পেরনা দহ হইতে হীরাগুলি তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। হীরাগুলি তাহার হাতে না আসা পর্য্যন্ত আপনারা এখানেই থাকুন। সাদা মেম-সাহেবের কোন বপদের আশঙ্কা নাই। ক্রাস্টিক আর তাঁহার দিকে মুখ বাড়াইতে সাহস করিবে না ; আবার জুতা খাইয়া মুখ ভোঁতা করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। হাঁ, মেম-সাহেব এখন নিরাপদ। ক্রাস্টিকের কাজ শেষ হইলে আঁম ঠিক সময়ে আসিয়া আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিব। সেই সময় আপনারা ক্রাস্টিকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইবেন।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “ক্রাস্টিক হীরাগুলি হস্তগত করিয়া যখন সারিয়া-পড়িবার চেষ্টা করিবে—সেই সময় আঁমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে ? তত দিন আমরা হাত পা-বঁধা অবস্থায় এখানে পড়িয়া থাকিব ?—তোমার ফন্দিটি চমৎকার বটে, কিন্তু আমরা তত দিন এ ভাবে আটক থাকিতে রাজী নই ; আমরা আজ—এখনই মুক্তির উদ্যোগ করি।”

স্বিথ বলিল, “আমরাও ঐ মত। শিকলের ঘর্ষণ আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মতোঙ্গা, তোমার পরামর্শ মন্দ নয়, এক পক্ষে খুব

ভালই ; কিন্তু আমরা কাজের লোক, এইভাবে বাঁধা থাকায় আমাদের সকল কাজ নষ্ট হইতেছে ; আর কত কষ্ট হইতেছে, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিবে না। তুমি আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। আমরা এখনই ক্রাস্কির সঙ্গে লড়াই করিতে চাই, বিলম্ব সহ্য হইবে না।”

মতোঙ্গা বলিল, “আপনাদের ত অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। পেত্নী দহে একটা খাঁচা নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই খাঁচার ভিতর ওয়াল্ডো বাসা লইয়াছে। সেই খাঁচার ভিতর গুল ঢুকিবে না, নলের ভিতর দিয়া বাতাস ঢুকিবে ; সেই বাতাসে ওয়াল্ডো বাঁচিয়া থাকিয়া দহের ভিতর হইতে হীরা তুলিয়া আনিবে। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কখন দেখি নাই কৰ্ত্তী ! খাঁচায় চড়িয়া আকাশে উড়িয়া যাওয়া অপেক্ষাও ইহা অদ্ভুত কাণ্ড !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো ডুবুরীর পোষাক পরিয়া দহের ভিতর নাগিয়াছে ?—তবে আর এখানে আমাদের এক লহমা বিলম্ব করা হইবে না। অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিয়া আমাদেরিগকে—”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “চুপ করুন ত !—বাহিরে কি শব্দ শুনিলাম ?”

মতোঙ্গা বলিল, “জাষালা কুকুরগুলি পাহারায় আসিয়াছে, তাহাদেরই পদশব্দ ; কিন্তু আমি উহাদের চোখে ধূলা দিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছি। সেই ভাবেই আমরা সকলে পলাইতে পারিব। উহারা আমাদের দেখিতে পাইবে না, চালাকিও বুঝিতে পারিবে না।”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “তুমি উহাদের চোখে ধূলা দিতে পার ভালই, কিন্তু আমরা কিরূপে এই শিকল কাটিয়া বাহিরে যাইব—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।”

মতোঙ্গা বলিল, “আপনারা যদি বিলম্ব করিতে সম্মত না হইয়া এখনই মুক্তি লাভের জন্ত জিদ করেন—এই জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি কৰ্ত্তী !”

মতোঙ্গা ক্রাস্কির অজ্ঞাতসারে তাহার যন্ত্র-পাতির বাক্স হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার কাতান লইয়া আসিয়াছিল ; কাঁচি দিয়া যত সহজে কাগজ কাটিতে পারা যায়, এই কাতানের সাহায্যে শৃঙ্খল ছেদন তেমন সহজ না হইলেও মতোঙ্গার ন্যায় বলবান মাতঙ্গের তাহা অসাধ্য নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণধার সেই

কাতানখানি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। মতোঙ্গা সেই কাতান দিয়া তাঁহাদের হস্ত পদের বন্ধন-শৃঙ্খল ছেদন করিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলেন।

লর্ড ব্রেনমোর উঠিয়া-দাঁড়াইয়া সোৎসাহে বলিলেন, “মতোঙ্গা, তোমার দয়ায় আমরা মুক্তিলাভ করিলাম, এ কথা কখন ভুলিতে পারিব না।”

মতোঙ্গা বলিল, “কিন্তু মুক্তিলাভের এখনও বিলম্ব আছে কর্ত্তা! আমার অস্তুরোধ, আপনারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। জাষালা কুকুরগুলি দলে পুঙ্ক আছে, এবং ক্রাস্কি তাহাদিগকে মুঠায় পুরিয়াছে। ক্রাস্কির আদেশে তাহারা দলে দলে মরিতে রাজী,—ইহাই চিন্তার বিষয়। আপনারা এখন পলায়নের চেষ্টা করিলে তাহারা আপনাদিগকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে,—রক্তের স্রোতে মাটি ভিজিয়া যাইবে। সেই জন্য আমার ইচ্ছা সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনারা—”

কিন্তু মতোঙ্গার কথা শেষ হইবার পূর্বেই একদল জাষালা সেই কুটার পরিবেষ্টিত কারয়া রণ-স্থানে চতুর্দিক প্রকাশ্পাত করিল। লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “কোন গ্রহরী তোমাকে এই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। তাহারা এই ঘর ঘরিয়া ফেলিয়াছে। উহাদের সহিত যুদ্ধ করা ভিন্ন আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হাঁ, যুদ্ধই করিতে হইবে। চলুন, আমরা বাহিরে যাই। কিন্তু আমরা যে নিরস্ত্র! অস্ত্র কোথায় পাইব?”

মতোঙ্গা তাহার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে দুইটি পিস্তল ও কয়েকটি টোটা বাহির করিয়া লর্ড ব্রেনমোর ও মিঃ ব্রেকের হাতে দিয়া বলিল, “ক্রাস্কির ঘর হইতে ইহা চুরি করিয়া আনিয়াছি। ছোট সাহেবকে (স্মিথকে) আমি পশ্চাতে রাখিয়া আমার ঢাল ও বর্ষা লইয়া যুদ্ধ করিব। আপনারা দুইজনে আত্মরক্ষা করুন। কয়েকটা জাষালা গুলী খাইয়া ঘায়েল হইলেই উহারা সদলে পলায়ন করিবে।”

লর্ড ব্রেনমোর প্রভৃতি সেই গৃহের বাহিরে আসিবামাত্র জাষালারা চতুর্দিক

হঠাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। ‘হুডুম্ হুম্’ শব্দে পিস্তলের গুলী চলিল ; মতোঙ্গা শ্মিগকে পশ্চাতে রাখিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিল ; কিন্তু জাষালারা দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিল ; লর্ড ব্রেনমোর ও মিঃ ব্লেক বঝিলেন, ভয় লাভের আশা—দুরাশা !

সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে জাষালাদের পশ্চাতে সহসা ভীষণ রণহকার উদ্ভিত হইল। সেই শব্দ শুনিয়া জাষালারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। লর্ড ব্রেনমোর, মিঃ ব্লেক ও শ্মিথ সবিস্ময়ে দেখিলেন—নূতন একদল বোদ্ধা দ্রুতবেগে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে ! তাহারা জাষালাদের অপেক্ষা বলবান, দীর্ঘদেহ। তাহাদের কটিদেশে টোটোর মালা, হাতে রাইফেল ; অসভ্য হইলেও তাহা আধুনিক যুদ্ধ-প্রণালীতে সুশিক্ষিত। তাহারা দুই একটা রাইফেলের আওয়াজ করিতেই কয়েকটা জাষালা আতঁনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল। জাষালাদের দল তখন ঢাল ও বর্শা লইয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিল।

লর্ড ব্রেনমোর সবিস্ময়ে বলিলেন, “ইহারা কাহারো ? রাইফেল লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে ! অদ্ভুত কাণ্ড !”

মতোঙ্গা উৎসাহভরে উন্মাদের মত তীব্র চিৎকার করিয়া বলিল, “আমার লুকোঙ্গা ফোজ যুদ্ধ কারতে আসিয়াছে। আমি তাহাদের সংবাদ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা এত শীঘ্র আসিতে পারিবে—ইহা আশা করি নাই। উহারা আসিয়াছে, আর আমাদের ভয় নাই। উহাদের ভরসাতেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করিতে জ্বল্পরোধ করিয়াছিলাম। ঐ দেখুন, লুকোঙ্গাদের গুলী খাইয়া জাষালারা ঢালে পিঠ ঢাকিয়া কি ভাবে পলাইতেছে !”

শ্মিথ লুকোঙ্গা সৈন্তদের যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়া বিস্মিত হইল ; সে মিঃ ব্লেককে বলিল, “কর্ত্তা, এই সকল সৈন্ত ত জাষালাদের মত অসভ্য নয়। ইহারা সুশিক্ষিত, রাইফেল লইয়া ইয়ুরোপীয়দের মত যুদ্ধ করিতেছে !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হঁ, উহারা অনেকটা সভ্য। লুকোঙ্গাদের প্রধান নগর কাসান্জুই হুদুশ নগর ; সেখানে অনেক ইয়ুরোপীয়ের বাস। সেই অঞ্চলে

ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। মিস্ত্রীদেবের চেষ্টায় তাহারা শিক্ষিত হইতেছে। কাসাঙ্কুই আফ্রিকার বাণিজ্যেরও একটি কেন্দ্র। লুকোঙ্গারার বৃটিশ শাসন-পদ্ধতির পক্ষপাতী : কিন্তু মতোঙ্গার সৈন্তেরা ইংরাজ-সরকারের অধীন নহে।”

শ্রীথ বলিল, “হাঁ, ইহারা সমরকুশল সাহসী সৈন্ত। আমি ভাবিয়াছিলাম এবার আর আমাদের নিস্তার নাই; জাঙ্গালারা আমাদের সকলকেই হত্যা করিবে। কিন্তু মতোঙ্গার সাহসে ও কৌশলে আমাদের প্রাণরক্ষা হইল। বোধ হয় আর আমাদের বিপদের আশঙ্কা নাই।”

লর্ড ব্রেনমোর বলিলেন, “না; আমরা জয়লাভ করিয়াছি। এই সকল সৈন্তের সাহায্যে আমরা ক্রাস্কির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাহাকে বাঁধিতে পারিব। এই মুহূর্ত্তই ক্রাস্কির বাঙ্গলা আক্রমণ করা উচিত। আপনার কি মত মিঃ ব্লেক! আমরা তাহার বাঙ্গলা অধিকার কবিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিব। তাহার পর তাহাকে আমার জাহাজে লওনে লইয়া গিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করিব। ইহাই কি সংযুক্তি নহে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমারও ঐ রূপই ইচ্ছা; মিঃ রোসেনের হীরাগুলি আমরাই উদ্ধারের চেষ্টা করিব। ক্রাস্কি তাহা পেত নীদহ হইতে তুলিবার জন্য যে সকল যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম লইয়া আসিয়াছে, সেইগুলির সাহায্যেই দহের ভিতর হইতে হীরাগুলি সংগ্রহ করা আমাদের অসাধ্য হইবে না। আমরা যাহার আদেশে কারাকদ্ধ হইয়াছিলাম, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আজ আমরা তাহারই ভাগ্যবিধাতা। সে তাহার লোভ ও কুকর্ম্মের ফলভোগ করিবে।”

দশম তরঙ্গ

স্বহস্তে বিসর্জন

ওয়ালডো দ্বিতীয়বার দহে নামিয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এবার সে ছয় মিনিটের মধ্যে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল; উত্তেজনার আধিক্যে প্রথমবার অপেক্ষা সে শীঘ্র উপরে আসিয়াছিল, তাহার ইঙ্গিতে ক্রাস্কি তাহাকে পূর্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি টানিয়া তুলিয়াছিল। দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়াই সে এই পরিশ্রমে অভিভূত হয় নাই; ইহা সাধারণ ডুবুরীদের অসাধ্য। সে ভেলার প্রান্তে বসিয়া ক্লান্তভাবে হাঁপাইতেছিল। ডুবুরীর পোষাক তখনও তাহার দেহ হইতে অপসারিত হয় নাই; কেবল সে প্রকাণ্ড শিরজ্ঞাপট খুলিয়া ফেলিয়াছিল।

ক্রাস্কি তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। হীরকগুলি হাতে লইয়া সে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহা দেখিতেছিল; সে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার মুখ হইতে হঠাৎ কোন কথা বাহির হইল না।

ওয়ালডো তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকৌতুকে বলিল, “তোমার হইল কি? মুখে বাক্য সরিতেছে না, বোবা হইলে না কি? তোমার কি কিছুই বলবার নাই? (have n't you any thing to say?)”

ক্রাস্কি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল, “এগুলি সমস্তই হীরা? চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না! তুমি দহের তলা হইতে এগুলি তুলিয়া আনিলে?”

ওয়ালডো বলিল, “হাঁ; অবিশ্বাসের কি কোন কারণ আছে? সৌভাগ্যক্রমেই এগুলি পাওয়া গিয়াছে। হয় ত পাঁচ সপ্তাহের চেষ্টাতেও এগুলির সন্ধান পাইতাম না; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য!”

ক্রাস্কির চেষ্টা এত দিনে সফল হইল। মার্ক রোসেনকে উৎপীড়িত করিয়া সে তাহার ‘আজব আয়না’ হস্তগত করিয়াছিল ; তাহা লইয়া ওয়াল্ডোর সঙ্গে সে পেতনী দহে উপস্থিত হইয়াছিল। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরক তাহার হস্তগত হইয়াছে। এখন এগুলি সে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে পারিলেই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সে এগুলি অনায়াসে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রয় করিতে পারিবে। হাঁ, সে ইহা নির্বিশেষে স্বদেশে লইয়া যাইতে পারিবে ; কারণ তাহার শত্রুরা—লর্ড ব্রেনমোর, মিঃ ব্রেক ও স্মিথ জাঙ্কলা-গৃহে শৃঙ্খলিত, তাহাদের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ; তাহার একমাত্র বিঘ্ন—ওয়াল্ডো। ওয়াল্ডো বলবান, ওয়াল্ডো তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে। সে যদি এখন হীরাগুলির অর্দ্ধাংশের দাবী করে ? কিম্বা বাহুবলে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে ? ক্রাস্কি কিরূপে ওয়াল্ডোর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে ? ছলে কৌশলে কি সে ওয়াল্ডোর বাধা দূর করিতে পারিবে না ?

ক্রাস্কি ভাবিল, “ওয়াল্ডোর কাজ শেষ হইয়াছে ; সে এখন আমার পক্ষে অনাবশ্যক ভার মাত্র। এই ওয়াল্ডো পদে পদে আমার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছে, আমার অবাধ্য হইয়াছে, আমার অপমান ও লাঞ্ছনারও একশেষ করিয়াছে ; কিন্তু আমি উহাকে শাস্তি দিতে সাহস করি নাই, কাজ শেষ না হওয়ায় তাড়াইতেও পারি নাই। কিন্তু আমার কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আমি জয়ী। ওয়াল্ডোকে বাহুবলে পরাস্ত করিতে পারিব না। কৌশলে উহাকে হত্যা করিতে না পারিলে আমি নিরাপদ নহি। এ সম্পত্তি আমি ভোগ করিতে পারিব না। যে কোন উপায় উহাকে হত্যা করিতে হইবে।”—ক্রাস্কির মাথাখ খুন চাপিল, সে ওয়াল্ডোর হত্যার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রাস্কিকে নীরব দেখিয়া ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ ক্রাস্কি, আমাদের চেষ্টা সহজেই সফল হইয়াছে ; এজন্ত আমরা অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে পারি। আমি দহে নামিবার পূর্বে যেসকল বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলাম—সেসকল কোন বিপদে পড়ি নাই ; অস্ত্র ডুবুরীর পক্ষে হয় ত ইহা অসাধ্য হইত, কিন্তু তুমি ত

জান আমার নাম ‘অদ্ভুতকর্ণা’। আমার দেহে বিপুল শক্তি আছে বলিয়া আমি অসাধ্যসাধন করিতে পারি, তাহাও তুমি দেখিয়াছ।—এখন চক্ষু ভরিয়া হীরাগুলি দেখি—চক্ষু সফল করি। এরূপ হুল’ভ হীরকরাশি আর কখন দেখিবার সুযোগ হইবে না।”

ক্রাস্কির হাতেই হীরার থলিটা ছিল; সে তাহা ওয়াল্ডোর হাতে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিল না। সে ওয়াল্ডোর হাতে থলিটা দিয়া তাহার বাজলার দিকে চাহিল; সে তাহার ঘরের দরজার কাছে বেটী রোসেনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। কতকগুলি জাম্বালা যুবক নদীতীরে দাঁড়াইয়া, ওয়াল্ডোর অদ্ভুতাকৃতি ডুবুরীর পরিচ্ছদ দেখিয়া বিস্ময়ভরে কি বলাবলি করিতেছিল। ক্রাস্কি তখন ওয়াল্ডোর বিনাশের উপায় চিন্তা করিতেছিল, চতুর্দিকের কোন দৃশ্যেই তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। সে কি ভাবিয়া হঠাৎ মুখ নাগাইয়া ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিল, এবং হাত বাড়াইয়া বলিল, “হীরাগুলি আমাকে দাও।”—তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ ও গম্ভীর।

ওয়াল্ডো তাহার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া বলিল, “কি হইল? তোমার ও রকম ভাব দেখিতেছি কেন?”

ক্রাস্কি হীরার থলিটা পকেটে ফেলিয়া বলিল, “বাকি হীরাগুলিও বাহির করিয়া দাও। সেগুলি কোথায় রাখিয়াছ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “আবার কোন্ হীরার কথা বলিতেছ?—দেখ ক্রাস্কি, তোমার কথার মূর আমার ভাল বোধ হইতেছে না! তোমার মতলব কি? আমি দহের ভিতর হইতে যাহা তুলিয়া আনিয়াছি তাহা সমস্তই তোমাকে দিয়াছি, তাহা লইয়া এখন তুমি বলিতেছ—”

ক্রাস্কি বাধা দিয়া বলিল, “তুমি কি মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে আশা করিয়াছ? তুমি যে থলি আমাকে দিয়াছ—সেই থলির সঙ্গে আর একটি ছোট থলি বাঁধা ছিল। সেই ছোট থলিতে যে হীরাগুলি ছিল—তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট, তাহাদের মূল্যও সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই ছোট থলিটা কোথায়? তাহা তুমি কি উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ?”

ওয়াল্ডো স্থিরদৃষ্টিতে ক্রাস্কির মুখের দিকে চাছিল। দুটো বুলি, “এ একটির অধিক থলি ছিল না। আমি আর কোন থলি পাই নাই, তাহাও তুমি জান : তবে তুমি মনে মনে কিল্পন ফন্দী আঁটিয়া ও রকম দমবাজি করিতেছ ?”

ক্রাস্কি উত্তেজিত স্বরে বলিল, “দমবাজি ! আমার কাছে চালাকি খাটিবে না ওয়াল্ডো ! আর একটা থলি পাইয়াছ, তাহা বাতির করিয়া দাও।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আর একটা থলি ছিল—এ কথা ত পূর্বে এক বারও বল নাই ; এখন হঠাৎ আর একটা থলির দাবী করিতেছ ; ইহার কারণ কি জানিবে চাই।”

ক্রাস্কি বলিল, “বোসেন আমাকে বলিয়াছিল, তাহার হারাগুলি দুইটি থলিতে ছিল। ছোটগুলি বড় থলিতে ও বড়গুলি—ভালগুলি ছোট থলিতে ছিল। দুই থলিই একত্র বাঁধিয়া দহের জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কিন্তু মনের উৎসাহে সেই দ্বিতীয় থলির কথা তোমাকে বলিতে তুলিয়া গিয়াছিলাম। একটি দড়ি দিয়া দুই থলি এক সঙ্গে বাঁধা হইয়াছিল। তুমি একটি থলি তুলিয়া আনিলে, আর একটি ফেলিয়া আসিলে ! কি সাংঘাতিক ভ্রম ! ছোট থলিটা যদি না আনিয়া থাক তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই সেখানে পড়িয়া আছে।”

ওয়াল্ডো বলিল, “তুমি একটি থলির কথা বলিয়াছিলে, আমিও একটিই পাইয়াছি, এবং তাহাই লইয়া আসিয়াছি। আর একটি থলি আছে কি না তাহা খুঁজিয়া দেখি নাই। তুমি সে কথা পূর্বে বল নাই কেন ? তুমি কি আশা করিয়াছ—এই বিপজ্জনক দহে আমি বারংবার নামা-উঠা করিব ? কাজটা খুব সোজা না কি ?”

ক্রাস্কি মোলায়েম সুরে বলিল, “আমি স্বীকার করিতেছি আমারই ভুল হইয়াছিল ; হাঁ, এ দোষ আমারই।—এই ব্যাগে বড় হীরাগুলি নাই দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যাগের কথা স্মরণ হইল। তুমি আমার ক্রটি ক্ষমা করিয়া আর একবার নামিয়া পড়। যেখানে এই বড় থলি পাইয়াছ—তাহার অদূরে সেই ছোট থলিটা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। তোমাকে আর একবার কষ্ট স্বীকার করিয়া

নামিতে হইতেছে। এই পরিশ্রমের জন্য আমি তোমাকে আর দুই হাজার পাউণ্ড বেশী দিব।”

ওয়ালডো মাথা নাড়িয়া বলিল, “আমি ত তোমাকে বলিয়াছি—এই কার্যের জন্য পাঁচ হাজার পাউণ্ডের এক পেনীও বেশী লইব না। কিন্তু তোমার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে হইতেছে—তোমার কথা মিথ্যা নহে, দহের নীচে আর একটি থলিও পড়িয়া আছে। আমি দহের ভিতর দুইবার নামিয়াছি, আর একবার নামিতেও আমার আপত্তি নাই। এ তেমন কঠিন কাজ নয়, মৈত্র চড়িয়া ছাতে উঠা-নামা করা অপেক্ষা খুব বেশী কষ্টসাধ্য নয়। তবে অল্প কোন ডুবুরী পুনর্ব্বার নামিতে সম্মত হইত না।”

ক্রাস্কি বলিল, “তোমার সাহস ও শক্তি অসাধারণ বলিয়াই ত তোমাকে এ কাজের ভার দিয়াছি; মজুরীও তোমাকে প্রচুর দিতে চাহিয়াছি, আরও কিছু দিতে রাজী আছি, কিন্তু—”

ওয়ালডো বলিল, “বেশী কিছুই দিতে হইবে না, আমি এক কথার মানুষ। আমি দ্বিতীয় থলিও তোমাকে তুলিয়া দিব।”

ওয়ালডো ক্রাস্কির চাতুরী বুঝিতে পারিল না। সে তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, তাহার মস্তিষ্কও অবসাদ-শিথিল, (his brain was dulled.) সে অসহ্য শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিল, সর্কাদ শূরিতেছিল; সুতরাং তাহার বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। তাহার মনে হইল—যদি সত্যি আর এক থলি হীরা দহের গভীর গর্ভে নিহীত থাকে—তবে তাহা উদ্ধার করাই কর্তব্য। সে মিঃ রোসেনের সমুদয় হীরা নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া বেটী রোসেনের হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। যদি সে দ্বিতীয় থলিটি উদ্ধার করিতে পারে তাহা মিস্ রোসেনকেই দিতে পারিবে। ক্রাস্কিকে প্রতারিত করাই তাহার উদ্দেশ্য থাকায় সে তাহার প্রস্তাবে আর আপত্তি করিল না।

ক্রাস্কি ডুবুরীর টুপিটা সংগ্রহে ওয়ালডোর মাথায় আঁটিয়া দিল, তাহার পর সে চক্রবাক্সে ‘পম্প’ আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালডো পুনর্ব্বার দহের জলে অদৃশ্য হইল।

ওয়ালডো ক্রমে কুড়ি—ত্রিশ—পঞ্চাশ ফিট পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। ক্রাস্কি হঠাৎ ‘পম্প’ বন্ধ করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, “এই বার!”—যে বায়ুপ্রবাহে জল মধ্যে ওয়ালডোর জীবন রক্ষা হইতেছিল, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া অব্যাহত ছিল, ক্রাস্কি সেই বায়ুপ্রবাহ বন্ধ করিল, এবং একখানি তীক্ষ্ণধার কুঠার ছই হাতে মাথার উপর তুলিল। সে মুহূর্তকাল সেই কুঠার উত্তত করিয়া কি চিন্তা করিল। শয়তান তাহার কানে কানে বলিল, “এ স্বেযোগ নষ্ট করিও না।” ক্রাস্কি তৎক্ষণাৎ কুঠারের ছই তিন আঘাতে ওয়ালডোর জীবনের অবলম্বন স্বরূপ বায়ু-নল ছইটি (air-pipes) কাটিয়া ফেলিল। তাহা দ্বিখণ্ডিত হইবাগাত্র একটির ছিন্ন অংশ বিশালকায় সর্পের বিচ্ছিন্ন দেহাঙ্কের শ্রায় জলের ভিতর পড়িয়া গেল, এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ বায়ুবাশি সবেগে জল ভেদ করিয়া উদ্গত হওয়ায় ভেলার প্রাস্তস্থিত জলরাশি অসংখ্য বুদ্বুদে আচ্ছন্ন হইল। অল্প নলটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভেলার উপর পড়িয়া রহিল।

ক্রাস্কি ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতায় সেই পিশাচের হৃদয়েও বোধ হয় মুহূর্তের জন্য অসুতাপের সঞ্চারণ হইল; কিন্তু সেই ভাব স্থায়ী হইল না। সে উন্মাদের শ্রায় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, “এইবার আমি নিরাপদ, ওয়ালডোর ভয় দূর হইল; সকল অপমানের আজ প্রতিফল দিয়াছি। কি আনন্দ!”

বায়ু-নলের সহিত টেলিফোনের তার (telephone cable) এবং সাক্ষেতিক রজ্জু (signalling cord) বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কেবল মাত্র চার্কির দড়িতে ওয়ালডো সেই গভীর জলের মধ্যে ঝুলিতেছিল! সেই রজ্জু ভিন্ন তখন তাহার অল্প কোন অবলম্বন, কোন আশ্রয় ছিল না। একটি বায়ু-নল জলে পড়িয়া ছিল, যেটি ভেলার উপর ছিল, তাহা হইতে বায়ু-প্রবাহ অতি ধীরে ওয়ালডোর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেও তাহার শ্বাসরোধ অপরিহার্য্য; বিশেষতঃ, যে নলটি জলে পড়িয়াছিল—তাহার ভিতর জল প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহা ওয়ালডোকে আচ্ছন্ন করিবে, এবং অবিলম্বেই তাহার মৃত্যু হইবে বুঝিয়া ক্রাস্কি হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল—

ওয়াল্ডো অসাধারণ বলবান ; যদি সে চর্কির দড়ি ধরিয়া হঠাৎ দহের ভিতর হইতে উঠিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার সকল সঙ্গর্য্য বার্থ হইবে ! সুতরাং সে চর্কি-কলের দড়িটিও দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্ত ঘুরিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু নদীতীরে সহসা যে দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, তাহা এতদূর আতঙ্কজনক যে, ক্রাস্কি মুহূর্ত্তমধ্যে স্থান কাল, এমন কি, ওয়াল্ডোর কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল ! সে দেখিল—নদীতীরে শ্রেণীবদ্ধ বহু সৈনিকের সমাগম হইয়াছে, তাহাদের মস্তক শিরদ্বাগ-মণ্ডিত, এবং প্রত্যেকের স্বন্ধে রাইফেল ; রাইফেল-ধারী অসংখ্য কক্ষকায় ফোজ নৌকারোহণে ক্রাস্কির ভেলার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যে নৌকা ভেলার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসিয়াছিল তাহার আরোহীগণের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুচ্ছার উপক্রম হইল। একবার তাহার মনে হইল যে স্বপ্ন দেখিতেছে ! কিন্তু স্বপ্ন নহে, সত্যি সেই নৌকায় মিঃ ব্রেক, লর্ড ব্রেনমোর এবং স্থিথ উপবিষ্ট !—ক্রাস্কি বাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জাহালা-কুটীরে আবদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা সৈন্ত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন ! সর্ব্বনাশ !

ক্রাস্কির হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্রেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, “বায়ু-নল, বায়ু-নল, শীঘ্র উহা জলে নামাইয়া দে শয়তান !”

লর্ড ব্রেনমোর সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “ওরে খুনে শয়তান ! (murderous devil!) তুই কুড়ুল দিয়া ছুইটি নলই কাটিয়া দিয়াছিস্ ? এই অপরাধে তোর গলায় দড়ি বাঁধিয়া পাছে লটকাইয়া দিব রে শূয়ার !”

ক্রাস্কির স্মরণ হইল সে উত্তেজনাবশে প্রকাণ্ড দিবালাকে বহু লোকের সাক্ষাতে ওয়াল্ডোকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল ; তাহার স্বাসরোধের উপায় অবলম্বন করিয়াছিল ! তাহার শত্রুরা পর্য্যন্ত তাহার সেই কাজ দেখিয়া ফেলিয়াছে, অথচ সে পূর্বে কিছুই জানিতে পারে নাই।

মিঃ ব্রেক স্থিথকে সঙ্গে লইয়া ক্রাস্কির ভেলায় লাফাইয়া পড়িলেন, লর্ড ব্রেনমোরও তাহাদের অনুসরণ করিলেন। মতোঙ্গা ও তাহার কয়েকজন

শশঙ্ক অল্পচর ভেলায় আরোহণ করায় ভেলা ডুবু-ডুবু হইল ; কিন্তু ভেলার বা ক্রাস্কির দিকে মিঃ ব্লেক প্রভৃতির দৃষ্টি ছিল না, তাঁহারা ওয়ালডোর জীবন রক্ষার জন্তই ব্যকুল হইলেন। তাঁহারা তাড়াতাড়ি দড়াদড়ি নল প্রভৃতি জলে নামাইয়া দিলেন বটে, কিছু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। (they realised the futility of their work.)

পাঁচ মিনিট পূর্বে মিঃ ব্লেকের হৃদয় আশ্বাসপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছিল ; ভাবিয়াছিলেন—ক্রাস্কির সহিত যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করিয়াছেন, শেষ খেলায় ক্রাস্কি পরাজিত হইয়াছে ; অচিরে তাঁহার সকল কামনা সফল হইবে। কিন্তু তিনি ক্রাস্কিকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া নোকায় বসিয়াই দেখিলেন, ক্রাস্কি তাঁহার সম্মুখেই ওয়াল্ডোকে দহের ভিতর ডুবাইয়া মারিল ! এই শোচনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষোভে হঃখে ও নিরাশায় তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল ; তিনি অল্প সকল বিষয় বিস্মৃত হইলেন। মিঃ ব্লেক নানা কারণে ওয়াল্ডোকে শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি তাহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও ওয়াল্ডো নর-প্রেত ক্রাস্কির সমর্থনের জন্ত তাহার দলে যোগদান করিয়াছিল, এবং পুলিশ তাহার কার্য্যে ছরভিসন্ধির আরোপ করিয়াছিল, তথাপি মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল, ওয়াল্ডো কোন গুপ্ত অভিসন্ধিতেই ক্রাস্কিকে সাহায্য করিতেছিল। তাহার সেই উদ্দেশ্য নিন্দনীয় বা ভীম স্বার্থ-প্রণোদিত, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। ক্রাস্কি কোশলে ওয়াল্ডোকে হত্যা করিল দেখিয়া তাঁহার পূর্বসন্দেহ দৃঢ়তর হইল। ক্রাস্কি ওয়াল্ডোকে শত্রু মনে না করিলে কি তাহাকে ওভাবে হত্যা করিতে উদ্বৃত হইত ?—এই প্রশ্নই মিঃ ব্লেকের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল।

স্মিথ নদীবক্ষে জলবুদ্বুদরাশি দেখিয়া সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে ব্যগ্রভাবে বলিল, “কর্ত্তী, দেখুন, দেখুন, জলের ভিতর হইতে এখনও বুদ্বুদ উঠিতেছে ! ওয়াল্ডোর অস্তিম শ্বাস জলের ভিতর হইতে বুদ্বুদাকারে ভাসিয়া উঠিতেছে ! আহা, ওয়াল্ডো হাকুলির মত বলবান,

অদ্ভুতকৰ্ম্মা, ওয়াল্ডো শেষে বিশ্বাসঘাতকের ধান্নায় ভুলিয়া দহের জলে ডুবিয়া মরিল? কি কষ্ট!”

মিঃ ব্লেক শ্বিথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, “টানো, জোরে চরকি ঘুরাও; হয় ত ওয়াল্ডো বাঁচিয়া নাই, তথাপি পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাহাকে জীবিত অবস্থায় টানিয়া তুলিতেও পারি। যতক্ষণ তাহার শ্বাস থাকিবে—ততক্ষণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ কবিব না।”

লর্ড ব্লেনমোর হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “আর আশা! বেচারী যেখানে নামিয়াছে, সেই স্থানের গভীরতা ভীষণ (terrible depth), আমরা তাহার মৃতদেহ মাত্র দেখিতে পাইব।—কি দুর্ভাগ্য!”

সকলেই ওয়াল্ডোকে নদীগর্ভ হইতে টানিয়া তুলিবার জন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল, বার্থোলোমে ক্রাস্কির দিকে কাহারও দৃষ্টি রহিল না। সেই সুযোগে ক্রাস্কি পার্শ্বস্থ একখানি খালি ডিঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া, সেই ডিঙ্গা লইয়া নদীর অনুকূল স্রোতে সবেগে ভাসিয়া চলিল। প্রতি মুহূর্তে তাহার আশঙ্কা হইল—শত্রুরা তাহার ডিঙ্গায় আরোহণ করিবে; কিন্তু লুকোঙ্গারা তাহার অনুসরণ করিল না, কারণ ক্রাস্কিকে তাহার চিনিত না। (did not know who this man was.) বিশেষতঃ, তাহার ভেলায় উঠিলে, লর্ড ব্লেনমোর বা মিঃ ব্লেক ক্রাস্কিকে বাঁধিবার আদেশ প্রদান করেন নাই। ওয়াল্ডোর প্রাণরক্ষার জন্তই তাঁহার তখন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ক্রাস্কির দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং ক্রাস্কি নির্ঝঞ্জে পলায়ন করিল।

কিন্তু ক্রাস্কি নদীর অনুকূল স্রোতেও অধিক দূরে যাইতে সাহস করিল না; সে বুঝিতে পারিল—যদি শত্রুরা কোন ডিঙ্গায় চাপিয়া তিন চারিখানি দাঁড় বাহিয়া তাহার অনুসরণ করে—তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে; সে একাকী দাঁড় বাহিয়া কত দূরে পলায়ন করিবে?—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রাস্কি নদীর অন্ত কূলে ডিঙ্গা ভিড়াইল, এবং তীরে নামিয়া নদীতীরস্থ দুর্ভেদ্য জঙ্গলে প্রবেশ করিল। সে জানিত সেই দুর্গম অরণ্যে নানা জাতীয় স্থাপদ চতুষ্পদ জন্তর্য অভাব নাই; কিন্তু মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোরের কবলে নিপতিত হওয়া

অপেক্ষা হিংস্র স্বাপদ জন্তর সাহচর্য্য সে প্রার্থনীয় মনে করিল। স্বাপদ জন্তর আক্রমণেও প্রাণ রক্ষার আশা ছিল ; কিন্তু ব্লেক ও তাঁহার অনুচরবর্গের হাতে পড়িলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

ক্রাসিক প্রাণভয়ে অধীর হইয়া সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে সে বাধা পাইতে লাগিল। কণ্টকাবৃত গুল্মে এবং কণ্টক-লতায় তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল ; তাহার উভয় হস্ত কণ্টকা-ঘাতে বিদীর্ণ হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। তাহার মুখ, মাথা, গাল, কপাল পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণধার কণ্টকে শোণিতাপ্লুত হইল। এই ভাবে কিছু দূর চলিয়া তাহার গতিরোধ হইল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসাধ্য ! যন্ত্রণায় ও পারিশ্রমে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ; রক্তধারার সহিত ঘর্ষধারা মিশিয়া, তাহার ললাট ও দুই গাল ভাসাইয়া স্রোত বহিতে লাগিল। তাহার পিঠের আচ্ছাদন-বস্ত্র ছিঁড়িয়া পিঠ পর্য্যন্ত কণ্টকাঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছিল ; তাহার দেহের কোন অংশই অক্ষত ছিল না।

কিন্তু হীরকপূর্ণ চামড়ার থলিটি তাহার হস্তচ্যুত হয় নাই ; সে তাহা পকেটে রাখিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। হীরাগুলি হস্তগত করিতে পারিয়াছে—এই আনন্দে সে সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা তুচ্ছ মনে করিল। সে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাঁপাইয়া বলিল, “হাঁ, হীরাগুলি পাইয়াছি, এগুলি আমারই হস্তগত হইয়াছে, ওয়াল্ডোটা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সে হীরাগুলার ভাগ চাহিত, না পাইলে আমাকে বিপদে ফেলিত। হতভাগাটা অনুরের মত বলবান ! কিন্তু তাহার দক্ষা রক্ষা হইয়াছে ; আমার আর কোন ভয় নাই। আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে ; আমিই এখন এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের মালিক। কি আনন্দ, কি আনন্দ ! এত দিনে আমার স্নেহের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। কি কোশলেই ওয়াল্ডোটে সাবাড় করিয়াছি ! আমার সঙ্গে গোস্টাকি ? উপযুক্ত প্রতিকূল পাইয়াছে হতভাগা।”

ক্রাসিক মনের আনন্দে পকেট হইতে সেই জলসিক্ত পচা চামড়ার থলি বাহির করিল, এবং তাহার মুখ খুলিয়া, থলির ভিতর হাত প্রিয়া এক মুঠা হীরা বাহির করিল। লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের সেই হীরাগুলির দিকে চাহিয়াই সে কাতর স্বরে আর্তনাদ করিল।

সে বাহা মুঠা ভরিয়া তুলিয়াছিল—তাহা হীরা নহে, এক মুঠা পাথরের হুড়ি মাত্র ! (pebbles.) মূল্যহীন, অসার, তুচ্ছ পাথরের হুড়ি !

কিন্তু ~~কিন্তু~~ হতাশভাবে থলিটা ক্রমালের উপর উণ্ড করিল। থলির ভিতর যে সকল মহামূল্য হীরক সঞ্চিত ছিল ভাবিয়া সে আনন্দে বিভোর হইয়াছিল—তাহা সমস্তই পাথরের হুড়ি ;—একখানিও হীরা তাহার মধ্যে ছিল না !

ক্রাস্কি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিকৃত স্বরে বলিল, “আমি কি পাগল হইলাম !—এগুলি পাথরের হুড়ি মনে করিতেছি কেন ? এগুলি হীরা ; হাঁ, আকাটা হীরা। মার্ক রোসেন এই সকল হীরাই পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডে কিনিয়াছিল।”

কিন্তু এই ভাবে মনকে প্রবোধ দান করা নিষ্ফল। পাথরের হুড়িগুলিকে হীরা বলিয়া ভ্রম করিলে, সেই ভ্রম কতক্ষণ থাকে ?—ক্রাস্কি হতাশভাবে সেই জলনের ভিতর বসিয়া পড়িল। ক্রোধে তাহার সর্বস্বরীর থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মনে হইল—সে ওয়াল্ডোকে মিথ্যা কথায় ঠকাইতে গিয়া স্বয়ং প্রতারিত হইয়াছে ; ওয়াল্ডো হীরাগুলির পরিবর্তে তাহাকে এই হুড়িগুলি দিয়া গিয়াছে !—সে ‘চোরের উপর বাটপাড়ি’ করিয়াছে। ক্রাস্কি বুঝিল—সে যখন নদীর দিকে চাহিতেছিল, এবং ওয়াল্ডো তাহার হাত হইতে হীরকপূর্ণ থলিটি লইয়া হীরকগুলি পরীক্ষা করিতেছিল—সেই সময় ওয়াল্ডো তাহার অজান্তেই হীরাগুলি অপসারিত করিয়া এই তুচ্ছ হুড়িগুলি সেই থলিতে পুরিয়া রাখিয়াছিল। বাস্তব্যে, ওয়াল্ডো এই হুড়িগুলি পূর্বেই নদীগর্ভে সংগ্রহ করিয়াছিল ; সেই দহের ভিতর প্রস্তররাশির মধ্যেই তাহা পড়িয়া ছিল। ওয়াল্ডো ক্রাস্কিকে প্রতারিত করিবার জন্য তাহা তুলিয়া আনিয়াছিল।—ক্রাস্কি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই ; কিন্তু এখন সকল কথা স্মরণ হওয়ায় ক্রাস্কি ক্রোধে ক্ষোভে অভিভূত হইল। সে বুঝিতে পারিল—ওয়াল্ডোকে মিথ্যা ধামায় দহের জলে নামাইয়া ঐ ভাবে হত্যা করিয়া নিজেই সর্বনাশ করিয়াছে। হীরাগুলি ওয়াল্ডোর কাছেই ছিল—তাহা তাহার সঙ্গে পুনর্বার দহেই পড়িয়াছে, —আর তাহা উদ্ধারের আশা নাই। ওয়াল্ডোকে হত্যা করিয়া সে লাভবান হইতে পারিল না। বিপুল অর্থব্যয় করিয়া এতদূর আসিয়া, নানা কষ্ট ও অশ্রুবিধা

সহ করিয়া পরিণামে তাহার জীবন পর্যাস্ত বিপন্ন হইল!—অতঃপর সে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, উন্মাদের মত লক্ষ্যহীন ভাবে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তাহার আশঙ্কা হইল—মিঃ ব্লেক অল্পচব্বর্গ সহ তাহার অনুসরণ করিলে আত্মরক্ষা করা তাহার অসাধ্য হইবে। কিন্তু সে কোথায় যাইবে, সেই দুর্গম অরণ্যে কোথায় আশ্রয় পাইবে—তাহা সে জানিত না। তীক্ষ্ণ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সে ব্যাকুল হৃদয়ে অন্ধের শ্রায় আশ্রাসঙ্গো নদীর তীরবর্তী অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * * *

‘মিঃ ব্লেকের আদেশে ওয়াল্ডোর ডুবুরীর পরিচ্ছদ (diving suit) ভেলার পার্শ্বে উত্তোলিত হইল। মিঃ ব্লেক, লর্ড ব্লেনমোর ও স্থিথ ভেলায় কিনারায় দাঁড়াইয়া ওয়াল্ডোর শিরদ্বাগটি ব্যগ্রভাবে খুলিয়া লইয়া ভেলার উপর রাখিলেন। তাঁহাদের সকলেরই আশঙ্কা হইল—ডুবুরীর পরিচ্ছদের ভিতর ওয়াল্ডোর মৃতদেহ দেখিতে পাইবেন। ওয়াল্ডো তখনও জীবিত আছে—ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ডুবুরীর পরিচ্ছদের সহিত বায়ু-প্রবেশের যেন ল সংযুক্ত ছিল—তাহা দ্বিখণ্ডিত হইবার পর গভীর জলের ভিতর অবস্থিতি হেতু ওয়াল্ডো শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস হইল।

লর্ড ব্লেনমোর ডুবুরীর পরিচ্ছদের উপর খুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল স্বরে বলিলেন, “কি সর্বনাশ! এ কি ব্যাপার?”

স্থিথ তাঁহার পশ্চাতে ছিল, সে বলিল, “কি দেখিলেন? বেচারা মারা গিয়াছে বুঝি?”

লর্ড ব্লেনমোর বলিলেন, “কি করিয়া বলি? ডুবুরীর পোষাকের ভিতর মানুষ কোথায়? খালি খোলসটাই যে উঠিয়া আসিয়াছে! মিঃ ব্লেক, ওয়াল্ডো কোথায় বলিতে পারেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পোষাকের ভিতর মানুষ নাই? অদ্ভুত! পোষাকটা শীঘ্র ভেলার উপর তুলিয়া কেনুন।”

সকলে সেই ভারী পোষাকটা টানিয়া ভেলার উপর তুলিয়া ফেলিল। (they pulled that heavy suit on to the raft.) পরিচ্ছদের মধ্যস্থল ফাঁকা, এবং তাহার এক অংশে ফাঁক, যেন তাহা কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছিল! তাহার ধাতুনির্মিত আবরণ বিদীর্ণ! (the metal-work had been torn asunder.) তাহার ভিতর হইতে ওয়াল্ডো অদৃশ্য হইয়াছিল।

ওয়াল্ডো কোথায়?—কোথায়, তাহা অনুমান করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন।

স্মিথ রুদ্ধশ্বাসে বলিল, “ওয়াল্ডো কি এই পোষাকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পলায়ন করিয়াছে।—কোথায় পলায়ন করিবে? এই পোষাকের অবস্থা দেখিয়া কি তাহার পরিণাম অনুমান করিতে পারিতেছ না? বায়ু-প্রবাহের নল (air pipe) দ্বিখণ্ডিত হইলে ওয়াল্ডো ক্রাস্কির বিশ্বাস-ঘাতকতা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার মেহে অশ্রুরের মত বল ছিল; সে প্রাণের দ্বায়ে যাহা করিয়াছিল—তাহার নির্ঝাঁক সাক্ষী ঐ পোষাকটা।”

স্মিথ বলিল, “তবে কি আপনার অনুমান—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “অনুমান করিবার কিছুই নাই স্মিথ! জলের ভিতর নিশ্বাস রুদ্ধ হইলে প্রাণ রক্ষার আর কোন আশা নাই বুঝিয়া, ওয়াল্ডো নিরাশায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া (mad despair) এই পরিচ্ছদের কিয়দংশ অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ করিয়াছিল, এবং সেই ফাঁক দিয়া এই খাঁচার ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু সে দহের তলা হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উপরে উঠিতে পারে নাই। তাহার মৃতদেহ দহের নীচেই পড়িয়া আছে। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার মৃতদেহ জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারে।”

মিঃ ব্লেকের এই অনুমান সত্য বলিয়া সকলেরই ধারণা হইল; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য নহে। যে সময় তাঁহারা ভেলার উপর ডুবুরীর পরিচ্ছদ তুলিয়া হতাশ হৃদয়ে ওয়াল্ডোর শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে বাদামুবাদ করিতেছিলেন—সেই সময় ওয়াল্ডো পেত্নী দহের আধ মাইল দূরবর্তী অপর

পারে উঠিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু তাকে সেই অবস্থায় দেখিলে মনে হইত—কোন শূন্যলম্বিত দানব প্রতিহিংসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া শত্রুধ্বংসের আশায় ধাবিত হইয়াছে।

ওয়াল্ডো সেই মুগ্ধভীর জলাশয় হইতে কিয়ৎপে উদ্ধার লাভ করিল—তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই। সে দহের ভিতর নামিতেছিল, কিন্তু দূর নামিয়া সে বুঝিতে পারিল—বায়ু-নলে বায়ুর প্রবাহ চঠাৎ রুদ্ধ হইয়াছে! তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ক্রাস্কির বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিল। ক্রাস্কি তাহাকে কোশলে জলের ভিতর নামাইয়া, বায়ু-নল কাটিয়া হত্যা করিতে উত্তত হইয়াছে; দহেব নীচে হীরকেব ধ্বংসীয় খালি নাই, এক তাহার জীবন রক্ষাবও আশা নাই!—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল; কাপুরুষের ছায়া নশ্টেভাবে মরিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। প্রাণ রক্ষার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; শোচনীয় পরিশ্রম চিন্তা করিয়া তাহার দেহে এবং উভয় বাহুতে যে বল-সঞ্চার হইল তাহা অসাধ্য সাধনে সমর্থ। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে সে ডুবুরীর পবিচ্ছদ বিদীর্ণ করিয়া, সবলে তাহা ফাড়িয়া-ফেলিয়া মুক্তিলাভ করিল। সে ক্রাস্কিকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া হীরগুণ্ডি তাহার তামাকেব 'গেজেট' ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এবং সেই গেজেট তাহার সাটের পকেটে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল। ওয়াল্ডো ডুবুরীর পবিচ্ছদ হইতে বাহিরে যাইবার সময় প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপাঝাঁপি করায় হীরকপূর্ণ গেজেট সাটের পকেট হইতে পলিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সে তখন প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল—গেজের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ডুব-সাঁতার দিয়া যখন নদীর কূলে উঠিল—তখন বুঝিতে পারিল হীরকপূর্ণ 'গেজে' দহের জলে পড়িয়া গিয়াছে; কারণ ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পকেটসহ সাটের অধিকাংশ ছিঁড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

ওয়াল্ডো তীরে উঠিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর জঙ্গলে প্রবেশ করল বটে, কিন্তু ক্রাস্কিও যে মিঃ ব্লেকের ভয়ে পলায়ন করিয়া সেই জঙ্গলেই আশ্রয় লইয়াছিল—তাহা সে জানিতে পারিল না। সম্ভবতঃ, সে সময়ে ক্রাস্কি তাহার

অর্দ্ধ মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।— সেই দুর্গম অরণ্যে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না। ওয়াল্ডো ক্রাস্কির বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে মনে কবিয়া, মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষোভে দুঃখে কাতর হইয়াছিলেন—ইহাও ওয়াল্ডো জানিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক ও লর্ড ব্লেনমোরের অভিযান সফল হইল না। তাঁহারা মতোজার সাহায্যে ক্রাস্কির অন্তর্যবর্ণের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু মার্ক রোসেনের হীরকরাশি উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ওয়াল্ডো তাহা উদ্ধার কবিয়াও মিস্ রোসেনকে উপহার দিতে পারিল না; তাহার সাটের পকেট হইতে তাহা পেত্নী দহের জলে পুনঃপতিত হইল। ক্রাস্কি প্রাণভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ কবিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। ওয়াল্ডোও সেই অরণ্যে ক্রুদ্ধ দানবের স্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই বিচিত্র রহস্যের সমাধান কোথায় এবং কিরূপে হইবে, পেত্নী দহের হীরকের পরিণাম কি, ওয়াল্ডোর সতিত মিঃ ব্লেক ও ক্রাস্কির আর সাক্ষাৎ হইবে কি না,—এবং ওয়াল্ডো তাহার সাধু-সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারিবে কি না ইত্যাদি সংবাদ জানিবার জন্ত পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুহল অপরিভূক্ত রহিলেও তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ নাই : যেহেতু—

এই সকল অপূর্ণ কৌতুকাবহ ঘটনার বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ
লোমহর্ষণ কাহিনী

“জলে জলে সুক্ণ”

নামক ‘রহস্য-লহরী’র ১৩৭ নং উপস্থাসে
প্রকাশিত হইবে।

সমাপ্ত

‘রহস্য-লহরী’ উপন্যাস-মালার ১৩৫ নং উপন্যাস

ষোড়শ বর্ষের চৈত্র-সংখ্যা

ডাক্তারের পায়ে বেড়ী

ডাক্তার সাটিরার পতনের কৌতূহলোদ্দীপক,

অতীব বিস্ময়াবহ, লোমহর্ষণ বিবরণ

(এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল)

সাপ্রহে প্রতীক্ষা করুন :

নববর্ষের বৈশাখের

অর্থাৎ

‘রহস্য-লহরী’র সপ্তদশ বর্ষের প্রথম উপস্থাস—

ঝোপে ঝোপে নেকড়ে !

ষোল বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগের পর
কারামুক্ত, সমাজদ্রোহী নর-নেকড়ে পল সাইনসের
মানব-সমাজের বিরুদ্ধে অতি ভীষণ তীব্রতম

চতুর্থ অভিযান !

পূর্বপ্রকাশিত তিন খণ্ড অপেক্ষা
অধিকতর বিস্ময়াবহ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, হৃদয়োন্মাদক
ইহাই ‘রহস্য-লহরী’র ১৩৬ নং উপস্থাস।

তাহার পর জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা—

ক্রাস্কির শোচনীয় পরিণাম, অদ্ভুতকর্ম্মা ওয়াল্ডোর
শক্তি-সাধনার কল্পনাভীত অদ্ভুত সাফল্য-কাহিনী

জলে জঙ্গলে যুদ্ধ

নামক ‘রহস্য-লহরী’র ১৩৭ নং উপস্থাসে পাঠ করিবেন।
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইবে।

